অজাতশত্রু

নাটক

বসুমতী প্রশংসিত

সর্ব্বজনপ্রিয়

বাসুকি

পৌরাণিক নাটক

নব ভাবে নানারূপে

রূপায়িত—সুকল্পিত !

ঘটনার ইন্দ্রজাল !

অঙ্কে অঙ্কে তারপর কি ?

ব্যাকুল আগ্রহে পড়িবেন,

অভিনয়েও অতুলনীয় ।

মিনার্ভা থিয়েটারে

অভিনীত ।

মূল্য ১৲

অজাতশত্রু

নাটক

কাব্যশাস্ত্রী—

শ্রীভোলানাথ রায় প্রণীত

গণেশ অপেরা পার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয় স্থান—

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ।

গণেশ অপেরা

কলিকাতা,

২০নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট

১৩৩৯

গ্রন্থকারের অন্যান্য নাটক।

কুবলাশ্ব	১॥০
প্রিয়ব্রত	১॥০
যজ্ঞাহুতি	১॥০
কালচক্র	১॥০
পৃথিবী	১॥০
পঞ্চনদ	১॥০
জাহ্নবী	১॥০
বিন্ধ্য-বহ্নি	১॥০
আদিশূর	১॥০

জরাসন্ধ

যন্ত্রস্থ

Published by R. K. Mandal
20, Natherbagan Street, Calcutta
Printed by—L. M. Roy, LALIT PRESS
116, Manicktola Street, Calcutta.

1932.

নরকাসুর	১॥০
ধনুর্যজ্ঞ	১॥০
দাক্ষিণাত্য	১॥০
ছিদ্র-কলস	।০
প্রাণে প্রাণে	॥০
কৈকেয়ী	১॥০
জগদ্ধাত্রী	১॥০
বজ্র-সৃষ্টি [নাট্যকাব্য]	১॥০

প্রাপ্তিস্থান :—
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

উৎসর্গ

জ্ঞানময় মিত্রের

প্রতি—

প্রিয় মিত্র !

তুমি এই অজাতশত্রুর একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। অভিনয় কালে অসুস্থতানিবন্ধন অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুরুদ্ধ হইলে—তুমি আমাকে তোমার জীবনের দায়ী করিয়াছিলে, স্বার্থান্ধ আমি—স্বীকৃত হইয়াছিলাম ; পরে চমক-ভঙ্গে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য—কম্মান্ধ আমি—স্থূল সূক্ষ্ম উদ্ভাবিত প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলাম , এখন বুঝিতেছি—ভ্রমান্ধ আমি—আমিই থাকিব না, তোমায় রাখিব কি ?

তুমি এই অজাতশত্রুর অভিনয়ে দেহ-পাত করিয়াছ, এই অজাতশত্রুর আয়ুর সহিত স্মৃতির জগতে সঞ্জীবিত থাক , আমার যা ক্ষমতা , আমি তোমার দায়-মুক্ত !

মন্তব্য

অজাতশত্রুর সৃষ্টিকাল হইতে প্রকাশকাল দীর্ঘ দূরবর্ত্তী — এই বিস্তৃত ব্যবধানের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল জগতের সহিত নিজেরও অবস্থান্তর পূর্ব্বের সে ভাষা রসনা হইতে অপসৃত-প্রায় ; অতীতের সে ভাব-ধারার সহিত বর্ত্তমান ভাবেরও অসামঞ্জস্য , এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে বিগত কার্য্যাবলীর তালিকা স্বরূপ ভূমিকা দেওয়া কষ্ট-কল্পনা ;

তবে পাঠক হিসাবে আমার এক পূর্ণচ্ছেদ মন্তব্য—এই নাট্য গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক সূত্র অবলম্বনে ধর্ম্মচিন্তা প্রসূত ; উদ্দেশ্য—কতিপয় বিভিন্ন ধর্ম্মের সারাংশ উদ্ঘাটনে যথার্থ সত্য একমাত্র মানব-ধর্ম্মের অনুসন্ধান ;

কতদূর সফলকাম—সে বিচার্য্য আর আমার নয়, অন্য পাঠকের ; কেন না—পূর্ব্বের সে গ্রন্থকার ও বর্ত্তমানের এই পাঠক যে একই ব্যক্তি, এখনও আমি সে গণ্ডীর এ পারেই ।

গ্রন্থের মধ্যে মুদ্রাঙ্কন বা অন্য যে কিছু ভ্রম-প্রমাদ—তাহার আর উপায় কি ? জগৎ ভ্রমাত্মক ।

জন্মাষ্টমী—১৩৩৯ সাল
রায়ান—বর্দ্ধমান ।

ভোলানাথ

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

অজাতশত্রু	...	মগধেশ্বর বিম্বাসারের পুত্র
উদয়	...	ঐ পুত্র।
অভ্রনীল	...	ঐ সেনাপতি।
শিঞ্জন	...	ঐ চর।
উত্থান	..	ঐ ভৃত্য
টঙ্কার	..	বিম্বাসারের দূত।
প্রসেনজিৎ	...	কোশলরাজ, বিম্বাসারের শ্যালক অজাতশত্রুর শ্বশুর।
বীর্য্যশ্বেত	...	ঐ সেনাপতি।
কাশ্যপ	...	ব্রাহ্মণ, বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য।
মদ্দালি	...	ঐ শিষ্য।
আজীবক	...	বৈদিক ব্রাহ্মণ।
সেবানন্দ	..	ভাগবত-ধর্ম্মী।
ধন্নু	..	দস্যু-সর্দ্দার।
কলম্ব		ঐ পুত্র।

সংসার-ধর্ম্মী, রাজ-পুরোহিত, মন্ত্রী, তূর্য্য, ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণগণ, দস্যুগণ, সৈন্যগণ, প্রহরী, মগধ দূত ও কোশল দূত।

স্ত্রীগণ

ক্ষেমাদেবী—বিম্বাসার মহিষী, প্রসেনজিতের ভগ্নী, অজাতশত্রুর বিমাতা

বেণুদেবী—অজাতশত্রুর স্ত্রী, প্রসেনজিতের কন্যা, উদয়ের বিমাতা।

উষাদেবী	..	প্রসেনজিতের পৌত্রী।
উল্কা	...	ধন্নুর কন্যা।
সনাতনা	...	সেবানন্দের শিষ্যা।

সংসার-ধর্ম্মী, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ, সখিগণ, পরিচারিকাগণ, ভিক্ষুণীগণ।

অজাতশত্রু।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দস্যু-কুটীর।

কলম্ব ও উল্কা মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিল।

কলম্ব। বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিস—তুই।

উল্কা। বা—রে!

কলম্ব। ন্যাকামি রেখে দে; বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিস—তুই।

উল্কা। মন্দ নয়;—ডাকাত ধরলে রাজার ছেলে অজাত শত্রু—

কলম্ব। রাজার ছেলের চৌদ্দপুরুষ এলেও ধনু ডাকাতকে ধর্‌তে পার্‌তো না—ঘরের গোয়েন্দা না পেলে। বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিস—তুই।

উল্কা। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] ভুল হ'য়ে গেছে ভাই, ভুল হ'য়ে গেছে,—রাগ ক'রো না, এ রকম ভুল মানুষের হয়।

কলম্ব। এ রকম ভুল মানুষের হয়!

উল্কা। হয় না? বাবা নালন্দার মাঠে আমার স্বামীকে—নিজের জামাইকে লাঠিয়ে মারে কি ক'রে, দাদা?

কলম্ব। সেটা তার ভুল হয়েছিল—ঠাওর হয় নাই, অন্যলোক মনে ক'রে।

উল্কা। এটাও আমার ভুল হয়ে গেছে, ধরিয়ে দিয়েছি—খেয়াল কর্‌তে পারিনি বাবা ব'লে! আমিও ত ঐ ভুলকরা ডাকাতের বেটী।

কলম্ব। ওঃ—উল্কা! এই একদিনের একটা ভুল আর আমাদের মেখে নিতে পার্‌লি না?

উল্কা। তোমাদের এই একদিনের একটা ভুল;—আমার একটা জন্ম গেল যে দাদা!

কলম্ব। জন্ম ত গেছেই; বাবাকে ধরিয়ে দিয়েই কি জন্মটা তোর ফিরলো, বোন্!

উল্কা। তা হ'লে তুমিই বা আর ব'ক্‌তে এলে কেন মিছে; ধরিয়ে ত দিয়েইছি—বকাবকি কর্‌লে কি আর সে ধরিয়ে দেওয়া ফিরবে, ভাই! বাবাও ভুল করেছে—আমিও ভুল করেছি; মিটে গেছে—যাও।

কলম্ব। আরে তা কি হয়! মিটে যাবে কি এরই মধ্যে! এখনও বাকি রয়েছে যে। বাবা ভুল করেছে, বাবার বেটী—তুই ভুল কর্‌লি. বাপের বেটা—আমিও একটা ভুল করি—[উল্কার মস্তকে লাঠি তুলিল]

উল্কা। [ছুরি ধরিয়া] হুঁসিয়ার—আরও ভুল হ'য়ে যাবে আমার তা হ'লে।

ধম্ম উপস্থিত হ'ল।

ধম্ম। [উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া] অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

কলম্ব। বাবা!

ধম্ম। মহারাজ বিম্বাসার আমায় খালাস দিয়েছে কলম; বে কসুর।

কলম্ব। প্রমাণ পায় নি বুঝি?

ধন্নু। না রে বেটা, প্রমাণ ক'রে দিতে রাজার ছেলে অজাতশত্রু চুল ভোর গলি রাখে নাই ; তবু রাজা আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

উল্কা। [সাশ্চর্য্যে] তবু রাজা ছেড়ে দিয়েছে ! প্রমাণ পেয়েও।

ধন্নু। অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

উল্কা। সে রাজা এখনও সিংহাসনে আছে ?

ধন্নু। সিংহাসন আলো ক'রে—সত্যের ছাতা মাথায়।

উল্কা। থাকবে না, থাকবে না—সে রাজা সিংহাসনে থাকবে না। আমি শাপ দিচ্ছি—তার সিংহাসন স'রে যাবে, তার ছাতায় আগুন লাগ্‌বে, তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে।

[প্রস্থান।

কলম্ব। চল বাবা—আমরা পূজো দিই, বর চাই—এ রাজার গায়ে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে, এ রাজার পায়ে যেন সব মাথা লুটিয়ে পড়ে।

ধন্নু। না রে কলম ! এ রাজার জন্যে আর কারও কাছে কিছু চাইতে হবে না ; এ আর মানুষ নাই—দেবতা হ'য়ে গেছে। আমি ধন্নু ডাকাত —কত লুট করেছি, কত জখম করেছি, লোভে প'ড়ে নিজের জামাইকে পর্য্যন্ত লাঠিয়ে মেরেছি,—কিছুতেই দমি নাই, কাল পর্য্যন্ত সমান লাঠি চালিয়ে এসেছি ; কিন্তু আমার একি হলো ! রাজা আমার আজ একি করলে—"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম !" চ' কলম, লাঠি সড়কিগুলো আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলি, তীর ভল্লগুলো গুঁড়ো ক'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই, মানুষ-ঠেঙ্গানো ডাকাত-জন্মটা চোখের জলে ভাসাই।

কলম্ব। আমিও তাই বল্‌বো তোমায় ক'দিন হ'তে মনে ক'রে আস্‌ছিলুম, বাবা ! আমরা ত অন্ত্যজ জাত নই, আমরা শক-ক্ষত্রিয় ; আমরা

কেন এ চুরি, ডাকাতি, লাঠিয়ালি ক'রে মরি। এস বাবা আমরা ক্ষত্রিয় হই।

ধম্ম। অহিংসা পরমো ধর্ম্ম—অহিংসা পরমো ধর্ম্ম !

[কলম্বের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

মদ্দগালি উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া যাইতেছিল।

মদ্দগালি।—

গীত।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।
জাতিভেদ বর্জ্জন—জীবে দয়া কর্ম্ম।
জমাট যজ্ঞধূমে—ভারত অন্ধকার
মুক্তির পথ হায় - রক্তের পাবাবার :
প্রেমের প্রতিষ্ঠাতা—জল্লাদ দুরাচার,
কামনার কৃপালাভ—সাধনার মর্ম্ম।

আজীবক উপস্থিত হইলেন।

আজী। বলি হাঁ হে—আমরা আর দেশে থাক্‌বো, না দেশ ছেড়ে যাব বল দেখি ?

মদ্দগালি। কেন ভদ্র ? কি করেছি আমরা ? দেশ ত্যাগ কর্‌বে কেন ?

আজী। কি আর রাখ্‌ছো বাপু দেশে তোমরা ? যাগ নাই, যজ্ঞ

নাই, ঠাকুর নাই, দেবতা নাই, জাত নাই, কুল নাই,—ব্রাহ্মণ আমরা—কি নিয়ে থাকি বল ?

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। কেন—মানবের সেবা নিয়ে, সর্ব্বজীবে দয়া নিয়ে, অহিংসা ধর্ম্ম নিয়ে।

আজী। আশ্চর্য্য হচ্ছি বাপু—তোমার এ মতি ভ্রম কেন! ব্রাহ্মণ-সন্তান তুমি, সমাজের মাথা—এ একাকার ম্লেচ্ছকাণ্ডের ভিতর তুমি ?

কাশ্যপ। বৃদ্ধ! ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ছাড়; অহিংসা ধর্ম্ম নাও।

আজী। ফের হে ফের; অন্যে যে যা করে—করুক, ব্রাহ্মণ-সন্তান তুমি—তুমি ফের।

কাশ্যপ। জলাশয়ের মীন সমুদ্রে প'ড়েছে ব্রাহ্মণ! তার ফেরবার আর আশা নাই; তুমি উঠে এস—ক্ষুদ্র ও কূপ হ'তে অনন্ত এ বিশ্বপ্রেমে।

আজী। দেখ বাপু! একটা মোটামুটি বলি তোমায়,—তোমার বুদ্ধদেবের মত বিশ্বপ্রেমিক এ দেশটায় অনেক এলো অনেক গেল। বৈদিক ধর্ম্মটাকে তুমি ক্ষুদ্র বল। এর গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে কেউ পার্‌লে না, পার্‌বে না; এ সৃষ্টির আদি ধর্ম্ম—সৃষ্টির সঙ্গে উঠেছে, প্রলয় পর্য্যন্ত এর পরমায়ু; তোমাদের মাঝখানটায় দিনকতক লাফালাফি করা মাত্র। কেন ভূতের বেগার খাট্‌ছো, বাবা! ব্রাহ্মণের ছেলে—ক্ষত্রিয়ের শিষ্য—ছি—ছি—ছি।

কাশ্যপ। প্রমাণ ক'রে দিতে পার—আমি ব্রাহ্মণ সন্তান ? প্রমাণ ক'রে দিতে পার—বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় ? প্রমাণ ক'রে দিতে পার—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে ? তোমার মনুসংহিতা বল্‌ছে বললে শুনবো না, মানব-সংহিতা খোল,—প্রকৃতির বৈষম্য দেখাও; বুঝিয়ে দাও—আলোক আর চক্ষু দুয়ের কে বড় কে ছোট, কার অভাবে কার স্ফূর্ত্তি। পার্‌বে ?

আজী। জানি বাবা জানি, পায়ে মাথায় সমান ক'রে দেবে বই কি তোমরা ; তা নইলে আর এ কলির একাকারটা হয় কোথা হ'তে ! আমি বাবা তর্ক কর্‌তে চাইনা তোমরা সঙ্গে—কালকের ছেলে তুমি ; পরামর্শ দিচ্ছি—আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মটার ওপর ব্যাভিচার এনো না—ব্রহ্মশাপ হবে।

কাশ্যপ। ভয় দেখাচ্ছ বৃদ্ধ ? সত্যের অভয় ছত্রতলে আমরা—বজ্রপাতেও ভ্রূক্ষেপ করি না। বৈদিক-ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে চাও—তর্ক তোমায় কর্‌তেই হবে। তুমিও প্রতিপন্ন কর—তোমার ধূমাচ্ছন্ন, রক্ত-প্লাবিত কর্ম্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব, আমিও দেখাই—আমার নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ অহিংসা-ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা ; পার—কর আমায় নির্ব্বাক ; দেখি—তোমার বৈদিক ধর্ম্ম, বুঝি—তুমি বিপ্র।

শিঞ্জন উপস্থিত হইল।

শিঞ্জন। আমি একটা কথা বল্‌তে এলুম মশায়দের ; একটু অপ্রিয় হবে—ত্রুটী নেবেন না। আর ধর্ম্ম নিয়ে কেউ তর্ক বিতর্ক করবেন না, স'রে পড়ুন—গা ঢাকা দেন।

সকলে। [বিস্ময়ে নির্ব্বাক]

শিঞ্জন। বুঝ্‌তে পেরেছেন ? আমি যুবরাজ অজাতশত্রুর পার্শ্বদ, তাঁর আদেশ বড় ভয়ানক,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কেউ একটা কথা কইবে, যে ধর্ম্ম নিয়েই হোক, আর যেই হোক সে—যাক, আমি উপস্থিত ততটা কর্‌তে চাইনা ; বন্ধুভাবে আপনাদের সাবধান ক'রে যাচ্ছি —যা করেছেন—করেছেন, আর ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত কেউ মুখে আন্‌বেন না, সাবধান। [গমনোদ্যত]

টঙ্কার উপস্থিত হইল।

টঙ্কার। আমার এক নিবেদন মহাপ্রভুদের চরণে ;—মহারাজ বিম্বাসারের ইচ্ছা—যিনি যে ধর্ম্মীই হোন্, নির্ভয়ে ধর্ম্মচর্চ্চা কর্‌তে পারেন! বিভিন্ন-ধর্ম্মী পরস্পর তর্কযুক্তির দ্বারা আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন—এটী আবার তাঁর একান্ত অনুরোধ! মোট কথা—ধর্ম্ম সম্বন্ধে মগধ-রাজ্যের বিন্দুমাত্র বাধা-প্রতিবন্ধকতা নাই, নির্ভয়। [গমনোদ্যত]

শিঞ্জন। ওহে, শোন শোন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তোমাদের মহারাজ যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কল্পতরু হ'য়ে পড়েছেন—নিজের ঘর বুঝেছেন?

টঙ্কার। মহারাজ ঘর বুঝ্‌তে যাবেন কেন, ভাই! তিনি ত অন্যায় আদেশ দেন নি—যে কারও মতামতের অপেক্ষা কর্‌তে হবে! তিনি বৌদ্ধধর্ম্মী হ'লেও, সকল ধর্ম্মেই তাঁর সমান সহানুভূতি ; তিনি নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, নির্ভীক। বুঝতে বলগে তোমাদের যুবরাজকে—ধর্ম্মের ওপর যাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘৃণিত।

[প্রস্থান।

শিঞ্জন। আচ্ছা মহাশয়রা, প্রণাম হই। করুন তা'হ'লে ঐ মতই ;—আমি তবে ব'লে খালাস।

[প্রস্থান।

আজী। বাপু হে, কোথাকার একটা ছেঁড়া লেটা নিয়ে এসে রাজ্যটায় আগুন লাগালে বটে! নাও, কর এইবার অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার?

কাশ্যপ। করবো বই কি মানব! তুমি কি বুঝে নিলে—তোমাদের যুবরাজের ক্রুদ্ধ-গর্জ্জনে অহিংসা-ধর্ম্ম স্তম্ভিত, মূক হ'য়ে থাক্‌বে? যুবরাজ শাঠ্যকে শাসন কর্‌তে পারেন, কুসংস্কারকে শৃঙ্খলিত কর্‌তে পারেন,

মিথ্যার প্রাণদণ্ড দিতে পারেন—সত্যের মুখে হাত চাপা দেবার কি সাধ্য তাঁর? আগুন লাগ্‌লো দেশে? লাগুক—একটা অগ্নিদাহেরই বিশেষ প্রয়োজন আজ এ দেশে; এই অগ্নিকাণ্ডই মহাপ্লাবন নিয়ে আসবে। যুবরাজের এই বিভীষিকা—অহিংসা-ধর্ম্মের ওপর অশ্রদ্ধা নয়—অশ্রদ্ধার আকারে সাদর আহ্বান, পরম অভ্যর্থনা। কর তুমি প্রশ্ন ইচ্ছামত, দেখাই তোমার অহিংসা-ধর্ম্মের স্বরূপমূর্ত্তি, দেখাই—ভগবান বুদ্ধদেবের অনন্ত করুণা।

আজী। রক্ষা কর বাবা, ও আর আমায় দেখাতে হবে না, তুমি দেখ্‌ছো তুমিই দেখ। প্রশ্নের জন্য হাঁপাচ্ছ, আমি আর প্রশ্ন কর্‌বো না: প্রশ্নটা যুবরাজ আমাদের কর্‌লেন ব'লে। জয় হোক্ যুবরাজের।

[প্রস্থান।

কাশ্যপ। [আপন ভাবে] দস্যু পোষ মানলে, ব্রাহ্মণ বশে এলোনা! ওঃ—পাণ্ডিত্যাভিমানটা দেখছি নর-হত্যার চেয়েও! প্রচার কর মদগালি, অহিংসা-ধর্ম্ম।

[প্রস্থান।

মদগালি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

মিথ্যায় কেন জীব প্রতারিত রুদ্ধ,
এস রে আদরে ডাকে দয়াময় বুদ্ধ;
ভীষণ এ রণ ভূমি—জীবন যুদ্ধ
পর রে স্বার্থহীন সত্যের বর্ম্ম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ ভবন।

অজাতশত্রু একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন।

অজাত। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম,—এ ছাড়া আর ভারতবর্ষটার মুখে কথা নাই। বেদ, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, সকল কণ্ঠেই—তালের বিভিন্নতা মাত্র—রাগিণী সেই এক ধর্ম্ম। প্রথম প্রভাতেই দেখি—দ্বারে অগস্ত্য, বশিষ্ঠ—ধর্ম্মের একতারা, খঞ্জনী নিয়ে; মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ—তাঁর করে ধর্ম্মের পাঞ্চজন্য; সায়াহ্নে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন—তাঁর জীবনের চরম শিল্প ঐ ধর্ম্মের প্রেম-চিত্র; আজ আবার ধর্ম্ম-বিপ্লবের নিশীথ-অন্ধকারে ধর্ম্মের আকাশ-প্রদীপ নিয়ে শাক্যসিংহ। বা—ভারতবর্ষটা ধর্ম্মের সুন্দর পণ্যশালা। আরে মলো—ধর্ম্ম কেন। অনন্ত উদার জীবনময় জন্মটাকে গণ্ডীর মধ্যে ফেলে ছোট করা। পরকালের জন্য? কি প্রমাণ পরকালের? কে জোর গলায় বল্‌তে পারে পুনর্জন্ম আছেই আছে; ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম আবার কি? জালিয়াতি; কতকগুলো ফন্দীবাজ লোকের নিজেদের জাহির করবার মতলব। তা নইলে এত মাথাব্যথা তাদের কিসের! জগতের উদ্ধারে? কেন, জগতে সূর্য্য ওঠে না? জগতে বায়ু বয় না? জগতে সে জল আর নাই? কি পতনটা ঘটেছে জগতের—সুখের উচ্চ শৃঙ্গ হ'তে দুঃখের নিম্ন কূপে—যার জন্য তাদের এমন আহার নিদ্রা ত্যাগ। লালসা কামনার উপদ্রব নিবারণ? মূর্খতা! কি এসে গেছে তাতে? লালসা কামনার অধীন হয়েই বা কি—আর লালসা-জয়ী নিষ্কাম হয়েই বা কি? ফুল পূজার জন্যই ফুটুক, আর প্রমোদের জন্যই

ফুটুক,—সৌন্দর্য্য একই, সৌগন্ধ একই, শুকোবেও সেই এক নির্দ্দিষ্ট সময়েই,—তার আবার উপদ্রব ? আর তাই যদি হয়—সে উপদ্রব নিবারণ করবে কে ? ধর্ম্ম ? ধর্ম্মের বন্ধনে শৃঙ্খলিত হবে অনন্ত লালসা-মুখী মানুষ জাত। কি প্রতারণা। আগ্নেয়-পর্ব্বতের মুখ রুদ্ধ রাখ্‌তে গেলে—থাকে ? উদ্গীরণ সে করবেই, অধিকন্তু ভূমিকম্প আন্‌বে। মূর্খ এই ভারতবর্ষ, ধর্ম্মের নামে নেচেই আছে ; বিচার নাই, বিবেচনা নাই,—ধর্ম্ম —ধর্ম্ম। ধর্ম্মই তো অধর্ম্মকে জাগিয়ে দেয় ! যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করতে গেলে দুর্য্যোধন আসবে না ? না—আমি এর পা ভেঙ্গে দেব ; একে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব—ধর্ম্ম অধর্ম্মের হন্তা নয়, পাপের বীজ ; শান্তি শৃঙ্খলার জন্মদাতা নয়—হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, অশান্তির পোষ্য-পুত্র, জাহ্নবী-প্রবাহের ব্রহ্ম-কমণ্ডলু নয় ; রক্ত-গঙ্গার গোমুখী। [আসন গ্রহণ করিলেন।]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণ উপস্থিত হইল।

নর্ত্তকীগণ—

গীত।

ভোগ কর বঁধু ভোগ কর।
কেন আঁকা-বাঁকা আন্‌পথে ধাও - প্রাণে প্রাণে প্রেম যোগ কর।
বঁধু, যৌবন তপোবন,
বঁধু, বঙ্কিম আঁখি যোগের তন্ত্র প্রকৃতির প্রণয়ন :
শিহরণ কুচ-কমল পরশ,
চুম্বন বঁধু মহাসমাধি, অধর সুধা ব্রহ্মানন্দ রস ;
বঁধু নির্ব্বাণ রতি রঙ্গ
তথা বিলীন সব তরঙ্গ ;
বঁধু, জাগ্রত দেব অনঙ্গ —
তার আরতির উদ্যোগ কর।

অজাত। মন্দ নয়! ভাব আছে তোদের গানে। আর একখানা গা।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

মধু হতে মধুরের তালিকা।
কে আছ রে মধুকর, কর রস সন্ধান
ফুটে আছে থরে থরে কুন্দ শেফালিকা।
সুমধুর পরকীয়া প্রেম
লাজে অনুরাগে মাখা, চকিতে চুরীর দেখা
সে পিরীতি নিকষ হেম;
অভিসার-গমন মধুর অতি মন্থর
মধুর সে তামসী রাতি,
মধুর মিলিত-বুকে মানিনীর গঞ্জনা
ছিছি যাও- লম্পট নাগর জাতি ;—
মধুর নিলয় শুধু নারী-মুখ-পঙ্কজ
যুবতী যতেক মধুর মালিকা,
সব সে মধুরতম, কহে কবি কাম-দাস
অজ্ঞাত-যৌবনা-বালিকা।

অজাত। আচ্ছা, তোরা ধর্ম্ম মানিস? বোধ হয়—না?

নর্ত্তকী। সে কি যুবরাজ! আমরা ধর্ম্ম মানি না? দিন রাত্রি যার ধ্বজা ওড়াচ্চি—

অজাত। আচ্ছা—[তুষ্টির হাসি হাসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন]

নর্ত্তকীগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

সাবধান ধর্ম্ম! সাবধান ধর্ম্ম-পাগল ভারতবর্ষ! সাবধান ধর্ম্মস্রষ্টা, ধর্ম্ম প্রচারক! [গমনোদ্যত]

শিঞ্জন আসিয়া অভিবাদন করিল।

কি?

শিঞ্জন। মহারাজ বিম্বাসার প্রতিবাদী।

অজাত। শুনি?

শিঞ্জন। স্বাধীনভাবে সকলেই ধর্ম্মচর্চ্চা করতে পাবে, তর্ক যুক্তির দ্বারা এক ধর্ম্মী অন্য ধর্ম্মীকে নিজের মতে দীক্ষিত করতে পাবে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে রাজ-শক্তির বিন্দুমাত্র দাবী নাই—এই আজকার ঘোষণা।

অজাত। [স্বগত] পিতা—কর্ম্মজীবনের প্রথম ঝাঁপেই পিতা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দৃঢ়ভাবে] দেব ঝাঁপ। কর্ম্ম রাজ্যে পিতারও যে অধিকার, আমারও তাই। আমার জন্ম দিয়েছেন—এর তিনি প্রতিদান চান নাকি? চাইলে পান না, জগতে নিষ্কাম তত্ত্ব যদি কিছু থাকে—ত সৃষ্টি তত্ত্ব। আর যদিই পান—সে কত দূর? তাঁর দেওয়া এই জন্মটা পর্য্যন্ত; আমার কর্ম্মে হাত দেবার তিনি কে? প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু হস্তী-পদতলে দিয়েছিল—কথা কয় নাই, কিন্তু হরিনাম ছাড়তে বলেছিল—ছাড়ে নাই। তিনি আমার জীবন চান—দেব; কিন্তু আমায় আওতায় ফেলে রাখতে গেলে মানবো না। শিঞ্জন। তুমিও যাও, ঘোষণা ক'রে দাও—ঠিক ঐ ঘোষণার বিপরীত—ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজ-শক্তির প্রধান দাবী; ধর্ম্মের নাম যে মুখে আনবে—রাজাদেশে তার—তার—কঠিন দণ্ড।

শিঞ্জন। কিন্তু—

অজাত। বল—

শিঞ্জন। রাজা ত আপনার ঐ পিতা?

অজাত। রাজা আমি—রাজা আমি, মগধের রাজা বিম্বাসার নন—মগধের রাজা অজাতশত্রু।

[প্রস্থান।

শিঞ্জন। ছিলাম যুবরাজের গুপ্তচর, হলাম মহারাজের প্রকাশ্য দূত।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

সেবানন্দ ও সনাতনী দাঁড়াইয়াছিল।

সেবানন্দ। শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি কি প্রকারে হ'লো জান সনাতনী? অদ্ভুদ ভাব। শোন। একদা—কিনা একসময়ে, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন—কিনা বেদব্যাস. সরস্বতী তীরে—অর্থাৎ সরস্বতী নদীর ধারে—একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন—ডুবে আচ্ছেন; চিন্তাটি কি? চিন্তাটী হচ্ছে এই—আজীবন এত শাস্ত্র আলোচনা কর্‌লাম, এত গ্রন্থ রচনা কর্‌লাম—-—অর্থাৎ বেদান্তাদি,—কিন্তু কর্‌লাম কি? শান্তি পেলাম কই? জীবের গতি ত হলো না—এই চিন্তা! ইত্যবসরে—ঠিক এই সময়ে, দেবর্ষি নারদ—আ হা হা [ভাবাবিষ্ট হইল]

সনাতনী। [অশ্রু-সিক্ত প্রেম গদ-গদ দীর্ঘশ্বাসে] জয় রাধে—

সেবানন্দ। শ্রীভগবানের প্রিয় শিষ্য দেবর্ষি নারদ, স্বয়ং—নিজে, সশরীরে—মূর্ত্তিমান হ'য়ে সম্মুখে সমুপস্থিত। ভো মহর্ষে! বল্লেন—হে ঋষিবর! শান্তি পাবেন কোথায়? জীবন ত বৃথা অপব্যয় করেছেন—অর্থাৎ বাজে নষ্ট করেছেন—অর্থাৎ কর্ম্ম-পথে, জ্ঞান-পথে শান্তি নাই। শান্তি চান—ভক্তি গ্রন্থ রচনা করুন; জীবের গতি হবে—জীবকে প্রেম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন। হরি হরি—হরি।

সনাতনী। [পূর্ব্বভাবে] প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী—

সেবানন্দ। এই কথা শ্রবণ করেই ভগবান ব্যাসদেব—এই সুমধুর

ভক্তিগ্রন্থ—এই ভব-ব্যাধির মহৌষধি দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করলেন। একি যা-তা কথা, সনাতনী!

সনাতনী। [পূর্ব্বভাবে] রাধে শ্যাম—

সেবানন্দ। কিন্তু সনাতনী, এমন যে গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত—তার রসাস্বাদন করছে না পাতকী জীব! যাদের জন্য সৃষ্টি—তারাই রইলো বঞ্চিত,—একি কম দুঃখ, কম পরিতাপ! ও হো—হো—

সনাতনী। [পূর্ব্বভাবে] গোবিন্দ হে প্রাণবল্লভ—

সেবানন্দ। সনাতনী! তুমি এ যুগের নও! এত প্রেম, এমন কৃষ্ণানুরাগ, এরূপ ভগবন্মাহাত্ম্য উপলব্ধি এ যুগে কখনও সম্ভব! তুমি শাপভ্রষ্টা। গাও সনাতনী ভাগবত গীত,—তোমার মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব শুনি, তোমার অঙ্গ ভঙ্গিমায় রাসলীলা প্রত্যক্ষ করি; তোমার মধুর হাস্যে, মধুর কটাক্ষে, সেবানন্দ আমি—প্রেমানন্দে মেতে চাই।

সনাতনী।—

গীত।

বিহরে ওরে রসিক রাজ গোকুলচন্দ বিপিন মাঝ
কুঞ্জ কেশর পুঞ্জ উজর জলদ রুচির কাতিয়া।
কোটীকাম রূপ ধাম ভুবন মোহন লাবণি ঠাম
হেরত জগত যুবতী উমতি বৈঠে হৃদয় পাতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতই অমিয় রাশি,
সুধই সিন্ধু নিকর নিঝর বচন রচন ভাতিয়া—
মধুর বরজ নীলিম কুঞ্জ, মধুর গোপিনী পিরীতি পুঞ্জ
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগ্ধ দিবস রাতিয়া।
ভাবে অবশ অলস ধন্ধ চলত নটত খলত মন্দ
পতিত কোর পড়ত ভোর নিবিড় আনন্দে মাতিয়া—
বাঁকা নয়নে কুটীল চাই সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উন্মত লুটই ভ্রমত ফুটই মরত ছাতিয়া।

সেবানন্দ। [তদ্গতচিত্তে] কৃষ্ণ হে—করুণাসিন্ধু! সনাতনী! আজ আমি তোমাদের এই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের সারাংশ রাস লীলাটী বিশদ ভাবে বোঝাব। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি কি—কোথা হ'তে উঠ্‌ছে—কেমন ক'রে গোপিনীরা তাদের পতি-পিতাদের বঞ্চনা ক'রে রাসস্থলে উপস্থিত হচ্ছে—আজ তার প্রকৃত তথ্য, যথার্থ ভাব, তোমাদের প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করাব। তোমার সখীদের সকলকে আহ্বান ক'রে এসেছ ত?

সনাতনী। হাঁ প্রভু! ঐ বুঝি আস্‌ছে সব।

জনৈকা নাগরিকা উপস্থিত হইল।

নাগরিকা। প্রভু গো! পেন্নাম হই।

সেবানন্দ। এস—এস, আর সব কই?

নাগরিকা। আর সব আসবে কি প্রভু! রাজা নাকি ঢেঁড়রা দিয়েছে—যে ধম্ম কম্ম কর্‌বে, তাকে শূলে দেওয়া হবে।

সেবানন্দ। বটে! রাজা এরূপ ঘোষণা করেছেন! কেউ ধর্ম্ম চর্চ্চা কর্‌তে পাবে না! সম্ভব ভাগবত-ধর্ম্ম ছাড়া—কি বল সনাতনী? আর তাই যদি না ই হয়—তাতে এদের ভয়? গোপিনীদের কিরূপ ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের প্রতি কত অবৈধ অত্যাচার পর্য্যন্ত হ'য়েছিল—তাতেও তারা কিরূপ দৃঢ়, তাকি এরা জানে না? এঃ লজ্জা ভয় থাক্‌তে যে কৃষ্ণ ভজনা হবার নয়! তুমি যাও সখি, ডাক সকলকে সাহস দিয়ে—আমি আজ দশমস্কন্ধের সারাংশটী বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিই—আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। তোমার দশমস্কন্ধ আমি একটু বুঝ্‌তে চাই, ভাগবত-ধর্ম্মী!

সেবানন্দ। [উল্লাসে] কৃষ্ণ হে—করুণাময় ! কে তুমি ভক্ত ? কি নাম তোমার ?

কাশ্যপ। আমি অহিংসা-ধর্ম্মী, নাম—কাশ্যপ।

শিঞ্জন উপস্থিত হইলেন।

শিঞ্জন। মহাশয় যে দেখ্‌ছি সকল ঘটেই ?

কাশ্যপ। হাঁ রাজপুরুষ। সর্ব্ব-ঘটেই আমি। বৈদিকের যজ্ঞ-কুণ্ড, ভাগবতের প্রেম-বাসর—দস্যুর হত্যাক্ষেত্র, লম্পটের কেলি-কুটীর,—সর্ব্বত্রই আজ নিষ্কাম অহিংসা-ধর্ম্ম।

শিঞ্জন। বুঝেছি ; মহাশয়ের এতদূর দুঃসাহসের কারণ—মগধের রাজা বিম্বাসার ; বোধ হয় জানেন না—বিম্বাসার আর মগধের রাজা নন, মগধের রাজা বর্ত্তমানে অজাতশত্রু ?

কাশ্যপ। দীর্ঘায়ু হো'ন অজাতশত্রু। তাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি, রাজপুরুষ ?

শিঞ্জন। তাঁর আদেশ ত জানেন—ধর্ম্ম নিয়ে কেউ চর্চ্চা কর্‌তে পাবে না ?

কাশ্যপ। এটা তাঁর নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা হচ্ছে যে, রাজপুরুষ।

শিঞ্জন। অনধিকার চর্চ্চা !

কাশ্যপ। অন্য সর্ব্ব বিষয়ে শাসন—রাজা তিনি—তাঁর ক্ষমতাধীন ; কিন্তু ধর্ম্মের ওপর হস্তার্পণ—তাঁর অধিকারের বহির্ভূত।

শিঞ্জন। অধিকার অনধিকার পরের কথা ; এখন আপনি রাজাজ্ঞা মান্‌তে চান কি না ?

কাশ্যপ। আমি ঋষির আজ্ঞা মাথায় নিয়ে এসেছি, রাজপুরুষ !

শিঞ্জন। ঋষি রক্ষা কর্‌তে আস্‌বে ত ?

কাশ্যপ। ঋষি-আজ্ঞা প্রতিপালনে মানবের এমন কোন বিপদ আসতে পারে না—যার উদ্ধারে ঋষিকে স্বয়ং উপস্থিত হ'তে হবে।

শিঞ্জন। যদি এই মুহূর্ত্তে বন্দী করি ?

টঙ্কার উপস্থিত হইল।

টঙ্কার। কি সাধ্য তোমার—ছায়া স্পর্শ কর।

শিঞ্জন। হা—হা—হা; ঘুম থেকে উঠে এলে বুঝি ? সংবাদ বোধ হয় রাখ না কিছু ?

টঙ্কার। সংবাদ আবার কি ?

শিঞ্জন। যাক্—তোমার বাহাদুরীই থাক, উপস্থিত আমার প্রতি সেরূপ কোন আদেশ নাই। [কাশ্যপের প্রতি] মহাশয়! ধর্ম্ম নিয়ে গণ্ডগোল করবেন না, আপনাকে পুনরায় সতর্ক ক'রে যাচ্ছি; এই দ্বিতীয় বার—আর এই শেষবার!

[গমনোদ্যত]

টঙ্কার। [বাধা দিয়া] সংবাদটা কি ব'লে যাও।

শিঞ্জন। সংবাদ আর কি—যার তাপে তপ্ত হ'য়ে—বালুকণা তুমি—পৃথিবী-খানায় বিনা আগুনে পোড়াব মনে করেছ, সে সূর্য্য তোমার মেঘাবৃত; ঠাণ্ডা হও।

[গমনোদ্যত]

টঙ্কার। [সবিস্ময়ে] সূর্য্য মেঘাবৃত!

শিঞ্জন। ঠাণ্ডা হও।

[প্রস্থান।

টঙ্কার। [উদ্দেশে] তা'হলে তুমিও বুঝে চল, শিঞ্জন! সূর্য্য মেঘে

ঢাকা কখনই থাকে না, থাকবে না ; আর মেঘমুক্ত রবি—আরও প্রখর।

[প্রস্থান।

কাশ্যপ। তোমার দশমস্কন্ধ খোল, ভাগবত-ধর্ম্মী ! দেখি—তোমাদের ভগবান ব্যাসদেবের গবেষণা ; বুঝি—রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব।

সেবানন্দ। বুঝ্‌তে পার্‌বে না বৌদ্ধ, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না তুমি ; এ তত্ত্ব—জটিল, হাস্যাস্পদ, লাম্পট্য বোধ হবে তোমার। তুমিত তর্ক কর্‌তে এসেছ ধর্ম্ম নিয়ে ? এ ধর্ম্ম তর্কের নয় ; তর্কের লেশ থাক্‌তে ভগবান ব্যাসদেবের ভাব রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। যাও জ্ঞানী, আরও কিছুদিন তর্ক করগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের বিচার দ্বারা,—বিশ্বাস গাঢ় হ'য়ে এলে—তার পর এস আমাদের দশমস্কন্ধ দেখ্‌তে। এস সনাতনী, এস সখি কুটীরে। ভগবান—প্রেমময়—

[উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

কাশ্যপ। কি অমূলক কল্পনাই চলেছে জগতটায় ! তর্ক নাই, বিচার নাই—কেবল অন্ধ-বিশ্বাস ! প্রত্যক্ষে পদাঘাত ক'রে অনির্দ্দিষ্টের পশ্চাদ্ধাবন ! সেবানন্দ ! দেখালে না দশমস্কন্ধ ? দেখাবে কি ? তোমার দশমস্কন্ধের সারাংশ ত—কৃষ্ণসেবা ? মানি—তাতে আত্ম-প্রসাদ আছে ; কিন্তু জগতের কি উপকার সে আত্ম-প্রসাদে ? কি হবে জগতের—কৃষ্ণের কল্পিত পদে উদ্দেশে অশ্রু ঢেলে ? তোমার কৃষ্ণ-সেবা ত দেখ্‌ছি—প্রকারান্তরে নিজের সেবা, নিজের বিলাসিতা, নিজের স্বার্থ। জীবের সেবায় এস, সেবানন্দ ! জগতের কাজ হবে,—আত্ম-প্রসাদ ও অনন্ত। তোমার কৃষ্ণ-সেবায় কতটুকু আত্মপ্রসাদ ? পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ—সকল আত্মপ্রসাদ এ আত্মপ্রসাদের নিম্নে, এর তুলনায় নিষ্কাম এ জগতে নাই ; আর এই মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গৃহাশ্রম।

সংসার দম্পতী।

উভয়ে। সংসার-ধর্ম্মী আমরা পুরুষ নারী।

আমাদের ধর্ম্মকথা আমরাও কেন পাড়তে ছাড়ি।

প্রথমে প্রভাত লীলা ;—

নারী। আমি হাই তুলি আর গোবর গুলি

ট'লে ট'লে লাগ'ই ছড়া ঝাঁট,

পুরুষ। আমি ভাবি প'ড়ে প'ড়ে—ফক্কা যে আজ গাঁট ;

নারী। তারপর আমার বাসন ধোওয়া

পুরুষ। আমারও ফের পাল্‌টে শোওয়া

নারী। তারপরে দিই প্রাণেশ্বরে নুন তেলের খবর

পুরুষ। অমনি আমার গায়ে আসে জ্বরের ওপর জ্বর ;

নারী। বলি—যাও গো বাজার যাও,

পুরুষ। ওগো—আজ বাজারে ঘোর হরতাল আমার মাথা খাও ;

নারী। ছি—ছি লক্ষ্মী ছাড়ার হাতে প'ড়ে লেগে গেল দিকদারি,—

পুরুষ। ধনি, আমারও তাই—বিয়ের হাঁপায় করেছি কি ঝকমারি।

উভয়ে। ইতি—সংসার ধর্ম্মে আমাদের প্রভাত গাথা।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মগধ-রাজসভা।

মন্ত্রী ও অভ্রনীল দাঁড়াইয়াছিলেন।

অভ্র। মন্ত্রী মহাশয়, এ কি?

মন্ত্রী। কি সেনাপতি?

অভ্র। যুবরাজ আজ রাজ-সভার আহ্বান করেন—এর কারণ?

মন্ত্রী। এর কারণ জানবার আমাদের আবশ্যক কি অভ্র? সভার আহ্বান কর্‌তেন মহারাজ—না হয় করেছেন যুবরাজ; আজ্ঞাবাহী ছিলাম পিতার—হব পুত্রের।

অভ্র। মন্ত্রী মহাশয়, আমি স্পষ্ট জানতে চাই—আপনার মুখ দিয়ে—মহারাজ বিম্বাসার কি আজ রাজ্যচ্যুত?

মন্ত্রী। না—রাজ্যচ্যুত ঠিক নন—তবে তাঁকে রাজকার্য্য হ'তে অবসর দেওয়া হচ্ছে।

অভ্র। অবসর দেওয়া হচ্ছে? তিনি অবসর চান নি? তা'হ'লে আজকের এ সভা সমাবেশের উদ্দেশ্য—এই অবসর দেওয়াটা সর্ব্বসম্মত, পাকা করা? মন্ত্রী মহাশয়! আপনিও তা'হ'লে এর মধ্যে?

মন্ত্রী। দোষ কি?

অভ্র। যুবরাজকে আমার অভিবাদন জানিয়ে বল্‌বেন—আমি এ ব্যাপারে নাই।

[গমনোদ্যত]

মন্ত্রী। শোন।

[অভ্রনীল ফিরিলেন]

মন্ত্রী। তুমি কোন ব্যক্তি বিশেষের সেনাপতি—না মগধ-সাম্রাজ্যের সেনাপতি ?

অভ্র। মগধ-সাম্রাজ্যেরই সেনাপতি ; তাতে কি ?

মন্ত্রী। সাম্রাজ্য ত সেই আছে—

অভ্র। সাম্রাজ্য সেই আছে ব'লে—সিংহাসন যে অধিকার করবে—সাম্রাজ্যের সেনাপতি আমি—অমনি তার পোষা হব ?

মন্ত্রী। হ'তে হবে সেনাপতি, এ ক্ষেত্রে। সিংহাসনটা অধিকার করেছেন কে—দেখ ? রাজ্যভার গ্রহণ করতে আসছেন—রাজার একমাত্র পুত্র, ভাবী রাজ্যেশ্বর ; দুদিন পরে আসতেন—না হয় আজই আসছেন ; আসুন না—আপত্তি কি ? অভ্র ! এটা হচ্ছে এঁদের পিতা পুত্রের কথা ; আমরা কেন পক্ষ অবলম্বন ক'রে কলঙ্কিত হই, আগুন জ্বালাই ? ও পিতা পুত্রের যিনিই আসেন—এস, আমরা সাদর অভ্যর্থনা করি।

টঙ্কার উপস্থিত হইল।

টঙ্কার। তা করবেন বই কি, মন্ত্রী মহাশয় ! আজ যুবরাজ আসছেন তাঁর অভ্যর্থনা করছেন, কাল তাঁর পুত্র আসবেন—করপুটে অভ্যর্থনা করবেন ; দুদিন পরে আমি আসব—আমিও পাব আপনার কাছে বিনা প্রতিবাদে সেই নতশির, সেই সাদর অভ্যর্থনা ;—সাম্রাজ্যের মন্ত্রী আপনি। সত্যই ত, মগধ-সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বটা ত অভ্যর্থনারই যন্ত্র।

মন্ত্রী। টঙ্কার—

টঙ্কার। থাক, কথা কইবেন না আর, মন্ত্রীত্ব করতে এসেছেন জগতে—মন্ত্রীত্বই করুন। সেনাপতি ! তুমি ত রাজনীতির ধার ধার' না,

তুমি সমর-নীতির উপাসক,—সরল, অবাধ, উন্মুক্ত তোমার জীবনের পথ। [তীব্রকণ্ঠে] মহারাজ বিম্বাসার অবরুদ্ধ ;—এখন তুমি কি কর্‌বে? মগধ-সাম্রাজ্যের সেনাপতিত্বই কর্‌বে—না একবার ধর্ম্মরাজ্যের ভগ্ন-তোরণে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াবে ?

অভ্র। মন্ত্রী মহাশয়। আপনি দূরদর্শী, মগধ-সাম্রাজ্যের চির-হিতাকাঙ্ক্ষী; আমার স্বর্গীয় পিতা আপনার পরামর্শে এই রাজ্যে সেনাপতিত্বে সুনাম নিয়ে গেছেন,—আপনার পরামর্শ দুরভিসন্ধি বল্‌তে সাহস হয় না,—তবে আমি তার মধ্যে প্রবেশ অধিকার পেলুম না—মার্জ্জনা কর্‌বেন। মহারাজ বিম্বাসার বন্দী—হোক্ মগধের যুবরাজ, হোক্ আমার পক্ষপাত, আমি সেনাপতিত্ব কর্‌বো না—বিদ্রোহ কর্‌বো !

ক্ষেমাদেবী উপস্থিত হইলেন।

ক্ষেমা। [কণ্ঠহার খুলিয়া] পুরস্কার নাও, সেনাপতি।

অভ্র। পুরস্কার কি মা! আশীর্ব্বাদ দাও। [প্রণাম করিলেন]

ক্ষেমা। কি আশীর্ব্বাদ চাও পুত্র? ব্রহ্মার পরমায়ু? স্বর্গের সম্পদ? ইন্দ্র—পুত্র?

অভ্র। না মা! আশীর্ব্বাদ কর—অবরুদ্ধ মহারাজকে মাথায় ক'রে এনে আবার যেন এই মগধসভায় বসাতে পারি ; আর কিছু না।

ক্ষেমা। তা'হ'লে শুধু তাই নয়, অবরুদ্ধ মহারাজকে মুক্ত ক'রে মগধ-সিংহাসনে বসাও, আর পিতৃদ্রোহী অজাতশত্রুর মুণ্ড এনে রাজপদে পূজা দাও।

বেণুদেবী উপস্থিত হইলেন।

বেণু। মা!

ক্ষেমা। এসে পড়েছ ? বেশী কিছু বলি নাই মা!

বেণু। তুমি না মহারাজের আদেশ জানাতে এলে সভায় ?

ক্ষেমা। [চমকিতা হইয়া] ও—সেনাপতি! আশীর্ব্বাদ ফিরিয়ে নিলুম, বিদ্রোহ হবে না—মহারাজের নিষেধ। তাঁর আদেশ—তাঁর আজ্ঞা যেরূপ সম্মানে প্রতিপালিত হয়েছে, শত্রুর ইচ্ছা যেন সেইভাবেই পূর্ণ করা হয়; তাঁকে যেমন অকপটে ভক্তি ক'রে এসেছ তোমরা—একে ঠিক সেই ওজনেই স্নেহের চক্ষে দেখো; তিনি যা পেয়ে এসেছেন এতদিন এই মগধ-রাজ্যে—সমস্তই আজ এর প্রাপ্য। [বেণুর প্রতি] কেমন—হয়েছে ত বাছা ? ভুল হ'য়ে গিয়েছিল আমার।

বেণু। উচিত হয় নি মা! পাছে অপরের এই ভুল হয় ব'লে মহারাজ তোমায় পাঠালেন; সহধর্ম্মিণী তুমি—তোমারও ভুল!

ক্ষেমা। হয় বাছা—হয়; উদয় যদি কখনও তোমার স্বামীকে এই রকম অবরোধ করে, আর তোমার স্বামী তোমায় দিয়ে রাজসভায় পুত্রকে এই রকম ক্ষমা ক'রে পাঠায়,—দেখ্‌বে—স্বামী-আজ্ঞা পালনে তোমারও ভুল হ'য়ে দাঁড়ায় কিনা। এর জন্য আমি পাতিব্রত্যে পতিতা নই বেণু! এ পাপ—আমার মনের অগোচর।

বেণু। অন্তঃপুরে চল।

ক্ষেমা। [ইতস্ততঃ করিতে করিতে] হাঁ—এই যাই, তা যেতে হবে বই কি! চল, চল—যাচ্ছি আমি

বেণু। সঙ্গেই এস না মা! এখানে আর অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে ? এস—[হস্ত ধারণ]

ক্ষেমা। আঃ—তা এত ব্যস্ত কেন ? এলাম—একটু দাঁড়াই না! অন্তঃপুর হ'তে এখানটা আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তুমি একটু আগেই

বা গেলে। ভয় নাই, যাও—স্বামী নিয়ে সুখে রাজ্য কর গে ; আমার আর ভুল হবে না।

বেণু। মা! তোমার কি ধারণা—তুমি ভুল ক'রে আমার স্বামী নিয়ে রাজ্য করার সুখে কাঁটা দেবে—সেই ভয়ে আমি ছুটে এসেছি? তোমায় সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি কর্‌ছি?

ক্ষেমা। না—তা কেন করবে? আমি স্বামীর আদেশ অমান্য ক'রে নারী-ধর্ম্ম কলঙ্কিত কর্‌ছি—তুমি একদিকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্যদিকে পুত্রবধূ—তোমায় আমি হাতে ক'রে বেণুদেবী করেছি—তোমার কাছে আজ আমায় নারীর কর্ত্তব্য শিখতে হবে—তাই ছুটে এসেছ আমার খড়ি-হাতে দিতে।

বেণু। সত্যই তাই ; তা না হ'লে তোমার বিদ্রোহে আমার ভয় কর্‌বার কারণ ছিল না, মা! আমি শুধু তোমার পুত্রবধূ নই—তোমার ভাই-ঝি—একই বংশের।

ক্ষেমা। [উত্তেজিতা হইয়া অভ্রের পতি] বিদ্রোহ কর, সেনাপতি! আমি ভুল কর্‌বো—নরকে যাব, এই ভাই-ঝিকে একবার দেখ্‌বো তাহ'লে!

অভ্র। [উত্তেজিত হইল]

বেণু। সাবধান সেনাপতি! বিদ্রোহের নাম মুখে এনো না। এ বিদ্রোহে—মহারাণীর আদেশ পালন ক'রে তাঁকে উচ্চে তোলা হবে না, তাঁর স্বামী-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-পাপে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁকে অধঃপতিতা করা হবে।

অভ্র। [সঙ্কুচিত হইল]

ক্ষেমা। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া অভ্রের প্রতি] মহারাজের আজ্ঞা পালনই সঙ্গত, সেনাপতি! অজাতশত্রুর অপরাধ নাই ; সে ভর্ত্তা—সাক্ষাৎ দুরাশা-রূপিণী রাক্ষসী আমার এই ভা । ওঃ—সপত্নী পুত্রের সঙ্গে

ভবিষ্যতে আমার না হয় ব'লে, মহারাজের অসম্মতি সত্বেও আমি জোর ক'রে এই পাপকে এসংসারে ঢুকিয়ে ছিলাম।

[কপালে করাঘাত ও প্রস্থান।

বেণু। ভাল কর নাই মা! কপালে ঘা মার্‌লে কি হবে? সপত্নী-পুত্রকে স্নেহের পাশে বাঁধতে না পেরে ভাইঝির ফাঁসে গেরো দিতে গেলে; সে গেরো টেকে? টেকে না; টেকা উচিতও নয়।

[প্রস্থান।

অদূরে অজাতশত্রু আসিতেছিলেন।

টঙ্কার। মহারাজ আসছেন—মন্ত্রী মহাশয়—মহারাজ আসছেন আপনাদের; অভ্যর্থনা করুন, সাম্রাজ্যের মন্ত্রী আপনি।

অজাতশত্রু উপস্থিত হইলেন।

অজাত। আমি আজ মগধের সিংহাসন গ্রহণ কর্‌তে এসেছি, রাজকর্ম্মচারীগণ!

মন্ত্রী। আসুন—আসুন, মগধের আনন্দের দিন আজ; সিংহাসন সজ্জিত।

অজাত। আপত্তি আছে কারও?

মন্ত্রী। কিছু না। কিসের আপত্তি? যুবরাজগণই চিরদিন মহারাজ হ'য়ে আসছেন,—শুধু মগধে নয়—সমস্ত জগতে। আমি আপনার সিংহাসন গ্রহণ-প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

অজাত। সেনাপতি?

অভ্র। আপত্তি নাই; আপত্তি উত্থাপন করা মহারাজ বিম্বাসারের নিষেধ।

অজাত। উত্তম। [সিংহাসনে উপবেশনোদ্যত হইলেন]

টঙ্কার। আমার আছে।

অজাত। তুমি কে?

টঙ্কার। আমি মহারাজ বিম্বাসারের দাস।

অজাত। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] কি তোমার আপত্তি? তুমি ত বল্‌বে—পিতা বর্ত্তমানে, পিতায় অবরোধ ক'রে রাজসিংহাসন গ্রহণ? ধর্ম্মের জন্য।

টঙ্কার। ধর্ম্মের জন্য?

অজাত। ধর্ম্মের জন্য অর্থে—ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য নয়, ধর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য; মগধের গণ্ডী হ'তে ধর্ম্মের গলা ধাক্কা দেবার জন্য।

টঙ্কার। ও—তা হ'লে মহারাজ অবরুদ্ধ হবেন বই কি; ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই।

অজাত। ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে;—বেছে দিতে পার—কোন্‌টা ধর্ম্ম, আর কোন্‌টা অধর্ম্ম? কে শ্রেষ্ঠ—কে নিকৃষ্ট? কার মূর্ত্তি সৌম্য—কার আকৃতি বীভৎস?

টঙ্কার। রামায়ণ পড়েছেন?

অজাত। পড়েছি। রাম পিতৃসত্য পালনে বনবাসী হয়েছিল—আর রাবণ বিশ্বশ্রবা ব্রাহ্মণের পুত্র হ'য়ে রাক্ষস হয়েছিল; এইত তোমার—"রামায়ণ পড়েছেন"—প্রশ্নের উদ্দেশ্য এখানে? এতে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিষ্পত্তি কই? রাম ধর্ম্ম, রাবণ অধর্ম্ম? কিসে? রামের পিতৃসত্য পালনের পরিণাম—পুত্রশোকে মহারাজ দশরথের মৃত্যু: রামের এ পিতৃসত্য পালন—না পিতৃহত্যা? আর রাবণ—দেখ তার পিতৃধর্ম্ম দণ্ড কমণ্ডলু দীন হীনতা পরিত্যাগের পরিণাম—দেবতা-পূজ্য দিগ্বিজয়ী রাজা।

টঙ্কার। তারপর? এই দেবতা-পূজ্য দিগ্বিজয়ী রাজা—এই পিতৃহন্তা অধম রামের হাতে কেমন সবংশে ধ্বংস হ'য়ে গেল, সে বিচারটাও করুন।

অজাত। ধ্বংস—কার না হয়? চিরস্থায়ী জগতে কে? রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়েছে—তোমার রাম কই? রাবণ ত তবু ধ্বংস হয়েছে সবংশে যুদ্ধ ক'রে বীরের মত রণস্থলে; তোমার রামায়ণ সাঙ্গ হয়েছে যে চার ভাইয়ে সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়ে—আত্মহত্যা ক'রে।

টঙ্কার। [উদ্দেশে] মহারাজ বিম্বাসার! তোমার এদশা হবে না ত হবে কার? তুমি নিজে মহাপ্রাণ পরম-জ্ঞানী যোগী হ'লে কি হবে—তুমি নিশ্চয় নিকষা বিবাহ করেছিলে; নিজে ত তুমি নির্ব্বিকার, জগতটায় যে মজালে! অজাতশত্রু! অভিমানান্ধ! রাম রাবণে সমান! রাম নাই—রাম নাম এখনও মুখে মুখে; অযোধ্যা ধূলিসাৎ—অযোধ্যার মাটী আজও পবিত্র তীর্থ।

[প্রস্থান।

অজাত। সেটা দুর্ব্বল-চিত্ত, ধর্ম্মান্ধ, পরমুখাপেক্ষী, ক্ষুদ্র সাধারণের; আত্মনির্ভর রাজাদের নয়। রাজাদের লক্ষ্য—চির-বসন্ত-প্রফুল্লিত স্বর্ণচূড়া লঙ্কা; রাজাদের অনুকরণীয়—ত্রিভুবন-বিজেতা, রাজনীতি-বিশারদ রাবণ। সভাসদগণ! এখনও বিবেচনা করুন; সিংহাসন দিচ্ছেন আমায়—বিনা বাধায়; আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই—আমি রাজা হ'তে চাই।

মন্ত্রী। রাজাই ত প্রয়োজন মহারাজ রাজসিংহাসনে। ধর্ম্মাধর্ম্ম—তারা থাকবে পর্ণকুটীরে, ভগ্ন-ভিক্ষা-পাত্রে, বদ্ধ-কৃতাঞ্জলিপুটে; আমরা রাজাই চাই।

অজাত। আপনারা সুযোগ্য, সুবিচারী রাজকর্ম্মচারী মগধের। রাজার আবার ধর্ম্ম কি? রাজায় থাকবে কেবল নীতি, বিচার, সমদর্শিতা, শাসন, শৃঙ্খলা। ধর্ম্মের চরণে লুণ্ঠিত হবে—রাজশির! সে রাজা রাজাই নয়, তার রাজ্যশাসন পক্ষপাতিত্বে বোঝাই। রাজশির থাকবে—সকল শিরে সমান দৃষ্টি পড়ে এমন সর্ব্বোচ্চে; ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, নিন্দা,

প্রশংসা, ঘৃণা, অর্চ্চনা—সব একাকারে প'ড়ে থাকবে তার সিংহাসন তলে। [আসন গ্রহণ]

রাজমুকুট হস্তে—রাজপুরোহিত উপস্থিত হইলেন।

পুরোহিত।—

গীত।

জয় মহারাজ অজাত শত্রুর জয়।
কুল পুরোহিতের আজ—জানিনা কিসের পরিচয়।
মহারাজ বিম্বাসার দিয়াছেন মগধ-তাজ
বলেছেন—ইচ্ছামত ক'রে যাও রাজ-কাজ ;
করেছেন আশীর্ব্বাদ,—পাও জীবনের স্বাদ,
বিফল জনম তোমার কখনও হবার নয়।
ধর বীর শিরে এই মুকুট আশীষ ছুয়ে,
এনেছি যতনে আমি, নয়নের জলে ধুয়ে,
কত হাত কেঁপেছিল, কত প্রাণ কেঁদেছিল,
এসেছি কঠিন আমি আশায় বেঁধে হৃদয়।

[অজাতশত্রুর মস্তকে মুকুট দিয়া প্রস্থান।

উল্কাবেগে উল্কা আসিয়া পড়িল।

উল্কা। [করতালি ও অট্টহাস্যসহ] হো—হো—হো—ঠিক হয়েছে, আমার শাপ হাড়ে হাড়ে ফ'লে গেছে। প্রমাণ পেয়েও ডাকাত খালাস দেয়—সে রাজা কখনও সিংহাসনে থাকে? তার ছাতা পুড়বে না? তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌বেই পড়্‌বে। ঠিক হয়েছে—হো—হো—হো—আমার শাপ ফ'লে গেছে।

কলম্ব উপস্থিত হইল।

কলম্ব। [অজাতশত্রুর প্রতি দৃঢ়স্বরে] কে তুমি? কে তুমি রাজ-সিংহাসনে?

উল্কা। স্বনাম-ধন্য মহারাজ অজাতশত্রু।

কলম্ব। নেমে এস, নেমে এস স্বনাম-ধন্য—ও পুণ্যাসন হ'তে।

উল্কা। প্রণাম কর, প্রণাম কর আসন তলে ভূমিষ্ট হ'য়ে।

কলম্ব। জন্মদাতায় আটক ক'রে গায়ের জোরে তাঁর আসন জুড়ে বসা—ডাকাতের ছেলে আমি—আমারও ঘৃণা আস্‌ছে তোমার দেখে; নেমে এস।

উল্কা। প্রমাণ পেয়েও ডাকাত ছেড়ে দেয়—সে পিতাকে পদচ্যুত করার জন্য—দস্যুর কন্যা আমি—পূজা দিচ্ছি সমস্ত জগতের হ'য়ে; প্রণাম কর।

কলম্ব। নেমে এস।

উল্কা। প্রণাম কর।

কলম্ব। নাও তবে দস্যুপুত্রের এই রাজপূজা।

[অজাতশত্রুর মস্তকে লাঠি তুলিল]

উল্কা। [অজাতশত্রুকে অন্তরাল করিয়া ছুরী ধরিয়া] এ রাজ-পূজায় অভীষ্ট বর এই দস্যুকন্যার হাতে।

ধনু উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল।

ধনু। অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

অজাত। [চমকিত হইয়া] কে! ধনুডাকাত না তুমি?

ধনু। না, ধনুডাকাত আর সংসারে নাই, তাকে বধ করেছেন মহারাজ বিম্বাসার;—অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

অজাত। বধ করেন নি—বধ করেন নি, সে দস্যুতা ছাড়িয়ে আর-এক নূতন দস্যুতা ধরিয়েছেন; সে দস্যুতা হ'তেও ভীষণ। সে দস্যুতা ক্ষণিক জীবনের উপর, এ দস্যুতা দীর্ঘ, অফুরন্ত, সুখের সারা জন্মের

উপর ; এ দস্যুতার মার্জ্জনা নাই। তোমায় দণ্ড নিতে হবে—[অস্ত্র উন্মোচনোদ্যত]

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। আগে আমায় দণ্ড দাও রাজা, এ দস্যুতার গুরু আমি।

অজাত। ও—তুমিই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারক কাশ্যপ ?

কাশ্যপ। আমিই জগতের মঙ্গলকামী ভগবান বুদ্ধদেবের দাস।

অজাত। তুমি দণ্ড নিতে এসেছ ?

কাশ্যপ। শুধু তাই নয়, দেখাতে এসেছি তার সঙ্গে—আমাদের এই উদার অহিংসা-ধর্ম্মের নিষ্কাম একটু জ্যোতিঃ।

অজাত। তোমায় বার বার নিষেধ ক'রে দেওয়া হয়েছে—ধর্ম্ম নিয়ে গণ্ডগোল করবে না ?

কাশ্যপ। হয়েছে ; তবে সে নিষেধের অর্থ আমি এই বুঝেছি—মহারাজ অজাতশত্রু ধর্ম্ম দেখতে চান।

অজাত। ধর্ম্মের আবার দেখ্‌ব কি ? ধর্ম্ম দেখা আমার হ'য়ে গেছে ; ধর্ম্ম নাই।

কাশ্যপ। দেখা হয় নাই রাজা! ধর্ম্ম আছে।

অজাত। চুপ কর, তর্ক ক'র না, তর্কের চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে।

কাশ্যপ। চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে—তর্কের! কার সঙ্গে তর্ক হ'ল রাজা ?

অজাত। মনের সঙ্গে ; মনের তুল্য তার্কিক আর জগতে নাই।

কাশ্যপ। মানি ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মন কি তোমার এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হয়েছে ? পরাজয় মেনেছে নত মস্তকে ? স্বীকার করেছে স্পষ্ট—ধর্ম্ম নাই—এর উপর আর তার বল্‌বার কিছু নাই ? হয়ত সে নীরব হয়েছে, হয়ত আর তার ভাষা যোগায় নাই, হয়ত তোমার আসুরিক

ক্রোধ, উল্কাপিণ্ড নেত্র, কুটীল দণ্ডাবমর্ষণ দেখে বুঝেছে—বাঙ্ নিষ্পত্তি বৃথা। কিন্তু সে হৃষ্ট হয় নাই—ক্ষুণ্ণ হয়েছে, পরাজয় মানে নাই—উপেক্ষা করেছে। তার বলবার আরও আছে ; এখানেই বিচারের শেষ নয়।

অজাত। শেষ ; আর বিচার করতে আমি যাব না। কি বল্‌বে সে ? যা বল্‌বে—তার উত্তরে আমারও বল্‌বার আছে ; তর্কের শেষ নাই।

কাশ্যপ। তর্কের শেষ নাই ব'লে—ধর্ম্ম নাই—এই সর্ব্বনেশে সিদ্ধান্তে সায় দিতে হবে তোমার ?

অজাত। হবে। আমার সিদ্ধান্ত—আমি রাজা।

কাশ্যপ। রাজার সিদ্ধান্ত অন্য সর্ব্ব বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে ঋষির সিদ্ধান্ত।

অজাত। আরে ঋষিত্ব তোমার এই ত—রাজাগুলোকে হাতের মুঠোয় ক'রে রাজার রাজা হওয়া ?

কাশ্যপ। না রাজা! ঋষিত্ব—রাজাদের শক্তির সঙ্গে নিজের চিন্তা যোগ ক'রে, জগতকে ক্রমোন্নতির পথে তুলে দেওয়া।

অজাত। ও ঋষিত্ব তোমার অধঃপতিত অন্য রাজ্যে দেখাও গে, কাশ্যপ! আমার মগধের আবশ্যক নাই।

কাশ্যপ। মগধেরই বিশেষ আবশ্যক রাজা! মগধের তুল্য অধঃপতিত আজ আর এ জগতে নাই।

অজাত। কাশ্যপ! সাবধান!

কাশ্যপ। বন্দী কর, হত্যা কর—তোমার যা অভিরুচি।

অজাত। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] যাও কাশ্যপ, ছেড়ে দিলাম তোমায়। তোমায় বন্দী ক'রে রাখ্‌বার তেমন ক্ষুদ্র কারা-কক্ষ আমার

নাই। বন্দী যা কর্‌বার আমি করেছি—তোমার শক্তি, সাহস, বুদ্ধি, ভরসায়। তোমায় আবার হত্যা কর্‌ব কি? তুমি ত মড়া; ধ্বংস কর্‌ব আমি—তোমাদের ঐ কল্পারাম্ভ হ'তে চ'লে আসা বহুরূপী ধর্ম্মকে। যাও, ছেড়ে দিলুম তোমায়; ছোট তুমি যত পার। তুমি আমায় ধর্ম্ম দেখাতে এসেছিলে—আমি তোমায় রাজা দেখাব। [গমনোদ্যত]

কাশ্যপ। রাজা দেখাবে রাজা, জগতের প্রীতি নাও।

অজাত। [ফিরিয়া] আমি বিম্বাসার নই কাশ্যপ—আমি অজাতশত্রু! প্রীতি ক্ষুদ্রের প্রাপ্য—রাজা আমি, চাই—ভয়।

[প্রস্থান।

উল্কা। জয় মহারাজ অজাতশত্রু! প্রীতি ক্ষুদ্রের প্রাপ্য, রাজ-পূজা ভয়—জয় হ'ক তোমার; মগধের রাজা তুমি—পৃথিবীর রাজা হও।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। এস সেনাপতি, ভাব্‌ছ কি? আমাদের ত দাসত্ব—রাবণের দাসত্বেও গ্লানি নাই,—ইন্দ্র, ব্রহ্মা ক'রে গেছেন।

[অভ্রনীল সহ প্রস্থান।

কাশ্যপ। ধন্যু! তুমি আর আমার সঙ্গ ছাড়া হ'য়ো না; রাজা দেখ্‌তে হবে আমায়। দস্যু-সর্দ্দার তুমি—ঠিক আমার পাশে পাশে থাক্‌বে,—আমি এক চোখে তোমায় দেখ্‌ব, আর এক চোখে রাজা দেখ্‌ব; মীমাংসা কর্‌তে বিলম্ব হবে না আমার—দস্যু আর রাজার কে বড? অশ্রু বন্যা বওয়াবার অধিকার কার বেশী।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কোশল-রাজসভা-সংলগ্ন নিভৃত কক্ষ।

প্রসেনজিৎ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, টঙ্কার দাঁড়াইয়া আবেদন করিতেছিল।

প্রসেন। [সম্মুখে সর্প দর্শনবৎ লাফাইয়া উঠিয়া] বন্দী করেছে।

টঙ্কার। বন্দী করেছে।

প্রসেন। পিতাকে!

টঙ্কার। হাঁ, মহারাজ!

প্রসেন। অজাতশত্রু!

টঙ্কার। পুত্র।

প্রসেন। [নীরবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন]

টঙ্কার। মহারাজ—

প্রসেন। চুপ—ভাব্‌তে দাও। [ক্ষণেক ভাবিয়া] আচ্ছা—মহারাজ বিম্বাসার যে তোমায় আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁর লিখিত কোন নিদর্শন আছে?

টঙ্কার। না, মহারাজ! মগধেশ্বর আমায় আপনার কাছে পাঠান নি,—তাঁর এ বিষয়ে কোন আজ্ঞা, অনুরোধ নাই। আমি নিজেই ছুটে এসেছি

—আমার প্রাণের আদেশে, মর্ম্মের ব্যাকুলতায়। তিনি শুধু মগধের মহারাজ নন, আমার জীবন-দাতা।

প্রসেন। হু। [পূর্ব্ববৎ পদাচারণা করিতে লাগিলেন]

টঙ্কার। উদ্ধার করুন, কোশলেশ্বর! আমার আরাধ্য দেবতায়। [পদধারণ]

প্রসেন। আরে বাপু, থাম ;—তোমার দেবতার উদ্ধার কর্‌ব—আগে আমি নিজে কায়দা হই। বীর্য্য!

বীর্য্যশ্বেত উপস্থিত হইল।

কুমার কোথায়?

বীর্য্য। তিনি রাজসভাতেই ছিলেন, এইমাত্র মগধ হ'তে আমাদের রাজ-জামাতার দূত আসায় তাকে নিয়ে নিজের কক্ষে গেলেন।

প্রসেন। কুমারকে অবরোধ কর—যে অবস্থায় থাকুন ; আর যেন তিনি নিজের কক্ষ হ'তে এক পা কোথাও যেতে না পান। আর তোমাদের রাজ-জামাতার দূতকে শৃঙ্খলিত ক'রে আমার কাছে এইখানে নিয়ে এস।

বীর্য্য। [সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

প্রসেন। দাঁড়িয়ে রইলে যে? কারণ পরে জান্‌বে, কার্য্য কর।

[বীর্য্যশ্বেত অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

দূত! তুমি কি বিশ্বাসে আমার সাহায্য-প্রার্থনায় এলে? যদিও মহারাজ বিম্বাসার আমার ভগ্নিপতি—কিন্তু জান বোধ হয়—অজাতশত্রুও আমার জামাতা?

টঙ্কার। ও দিক দিয়ে বিচার আমি করতে যাই নাই, মহারাজ! আমি ভেবে দেখেছি—কোশলেশ্বর ন্যায়ের পক্ষপাতী, কোশলরাজ কর্ত্তব্যপরায়ণ, কোশল সাহায্য প্রার্থনার যোগ্যস্থান।

প্রসেন। তূর্য্য !

তূর্য্য উপস্থিত হইল।

তুমি এখনই রওনা হও ; কাঞ্চি, কৌশাম্বী, কাশী, কণোজ—রাজ্য বল্‌তে যতগুলো জায়গা আছে, একধার হ'তে সব ঘোর ; সকলকে জানিয়ে দাও—মহারাজ বিম্বাসার বন্দী—পুত্র অজাতশত্রুর চক্রান্তে ; যাঁদের পুত্র আছে—তাঁরা সাবধান, যাঁদের ও পাপ নাই—আমার একান্ত অনুরোধ—তাঁরা যেন পুন্নাম নরকে ভীত হ'য়ে কেউ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ আর না করেন। যাও। [তূর্য্য চলিয়া গেল।

টঙ্কার। [বিস্ময়-নির্ব্বাক ; ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

প্রসেন। ভাব্‌ছ কি ছোকরা ! এ সব আবার আমি কর্‌ছি কি ? ঠিক কর্‌ছি ; পাগল হই নাই। কোন রোগীর চিকিৎসার জন্য আহূত হ'লে সুবৈদ্য কি করেন জান ? যাতে সে রোগ সংক্রামক না হয়, তার বীজ আর দেশটায় না ছড়ায়, তার ব্যবস্থাটা আগে ক'রে তবে রোগীর নাড়ীতে হাত দেন।

বীর্য্যশ্বেত পুনরুপস্থিত হইল।

কুমার অবরুদ্ধ ?

বীর্য্য। হাঁ, মহারাজ।

প্রসেন। কারণ জান্‌তে চাও এইবার ?

বীর্য্য। আর আবশ্যক নাই মহারাজ ! সব শুনে এলুম কুমারের কাছে।

প্রসেন। কি শুন্‌লে, শুনি ?

বীর্য্য। মার্জ্জনা কর্‌বেন ; মগধেশ্বর বিম্বাসার বন্দী—পুত্রহস্তে ; পাছে আপনারও সেই দশা ঘটে—এই তার কারণ।

প্রসেন। তাই ; এ অবরোধে কুমার কোন প্রতিবাদ করেন নি ?

বীর্য্য। না মহারাজ, তিনি বেশ হাস্তমুখেই এ অবরোধ বরণ ক'রে নিলেন।

প্রসেন। ভাল ; মগধের দূত কই ?

বীর্য্য। তাকে ধর্‌তে পারি নাই, মহারাজ ! সে খুব চতুর ; আমার পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সে প্রস্থান করেছে ; সম্ভব রাজাদেশের সুরাগ পেয়েছিল।

প্রসেন। যাক্, সৈন্য সাজাও—বাছাই ক'রে—সকল দিকে বলবান্ দেখে ; হৃদয়হীন দুর্ব্বল-চিত্ত যেন এক প্রাণী না থাকে ; মগধের সঙ্গে যুদ্ধ —জামাতার সঙ্গে সংঘর্ষ !

বীর্য্য। মহারাজ—

প্রসেন। বল ?

বীর্য্য। পুত্রকে বন্দী কর্‌লেন বুঝ্‌লাম তার কারণ, কিন্তু এই জামাতার সঙ্গে সংঘর্ষের কারণ ?

প্রসেন। কোশলেশ্বর ন্যায়ের পক্ষপাতী, কোশল-রাজ কর্ত্তব্য-পরায়ণ, কোশল দুর্ব্বলের সাহায্যকারী, ধর্ম্মের উদ্ধার কর্ত্তা।

(কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।)

কাশ্যপ। তুমি অহিংসা-ধর্ম্ম নাও কোশলেশ্বর।

প্রসেন। কাশ্যপ ঠাকুর ! তুমি এমন তালকাণা কেন ? ধান ভান্‌তে শিবের গীত ! যাচ্ছি যুদ্ধে—অহিংসা ধর্ম্ম নাও !

কাশ্যপ। হাঁ রাজা, যুদ্ধে যাচ্ছ—অহিংসা-ধর্ম্ম নাও, এই তোমার এ ধর্ম্ম গ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

প্রসেন। ঠাকুর ! তোমরা দেখ্‌ছি সব পার ; এই শুনি অহিংসা ধর্ম্মের অর্থ—কারও গায়ে কুশের ঘা দেবে না ; যুদ্ধে যাচ্ছি—বর্শা, তরবারি

নিয়ে—এই আমার এ ধর্ম্ম গ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণ ? ঠাকুর ! অহিংসা ধর্ম্ম নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া চলে ?

কাশ্যপ। চলে। তুমি ত রাজ্যবৃদ্ধি—জয়ের উন্মাদনা—যশের নেশায় সে রক্ত-প্লাবন দস্যু-যুদ্ধে যাও নাই, তুমি যাচ্ছ—দুর্ব্বলের সাহায্যে ধর্ম্ম-যুদ্ধে ; এ ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে এ যুদ্ধে যাওয়া চলে। তুমি অহিংসা-ধর্ম্ম নাও কোশলেশ্বর ! অহিংসা-ধর্ম্মের যোগ্য আধার তুমি।

প্রসেন। [ভাবিতে লাগিলেন]

গীতকণ্ঠে মদগালি উপস্থিত হইল।

মদগালি।—

গীত।

তুমি শিকলি কাটা শুক।
কেন গো আর কিসের আশায় অমন নীরব মূক।
উঠে পড় গাছের আগায়,
নাগাল যেন কেউ আর না পায় ;
ঘুরো না আর খাঁচার পাশে ক'রে তাজা বুক।

টঙ্কার। [কাশ্যপের প্রতি] ঠাকুর। দোহাই তোমাদের, আর সর্ব্বনাশ ক'রো না ; যা করেছ, এখনও তার প্রতিকার আছে ; দোহাই তোমাদের, স'রে যাও।

কাশ্যপ। কেন টঙ্কার, আমরা তোমাদের করেছি কি ?

টঙ্কার। আবার কর্‌বে কি ? সিংহকে নখদন্তহীন, পঙ্গু, পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে দিয়েছ তুমি—আবার কর্‌বার আছে কি ? ঠাকুর ! মহারাজ বিম্বাসার বন্দী কেন ? মগধের সম্রাট ? ভারতের নমস্য ? আজও যদি তিনি অবরোধ-প্রকোষ্ঠ হ'তে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, একবিন্দু তপ্ত

অশ্রু ফেলেন, একবার মুখের কথায় বলেন—আয় কে কোথায় আছিস্ —আজও অযুত তরবারি একসঙ্গে গর্জ্জন ক'রে—অজাতশত্রু ত শিশু - পৃথিবীকে রসাতলে দেয়। কিন্তু বাহবা তোমরা! আশ্চর্য্য তোমাদের ভেল্কি। ধিক্ তোমাদের অহিংসা-ধর্ম্মের মহিমায়!

কাশ্যপ। টঙ্কার! টঙ্কার! আবার বল, আবার বল—তোমার ঐ অভিমানাপ্লুত ওজস্বিনী ভাষায় অহিংসা-ধর্ম্মে ধিক্কার দিতে দিতে মহারাজ বিম্বাসারের পবিত্র অবরোধ-গাথা বিশ্ববক্ষে আবার বল,—ইঙ্গিতে অযুত তরবারি নৃত্য ক'রে ওঠে, তবু তিনি বন্দী, একটী দীর্ঘশ্বাস নাই—এক বিন্দু অশ্রু নাই—নির্ব্বিকার, মুক্ত; আমি তোমার এই মধুর ধিক্কার-বাণী আমাদের অহিংসা-ধর্ম্ম-পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ক'রে যাই। প্রসেনজিৎ! কোশলেশ্বর। ধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা! এখনও কি ভাব্ছ? শুন্‌লে ত মহারাজ বিম্বাসারের অহিংসা-ধর্ম্ম গ্রহণের ফল? অহিংসা-ধর্ম্ম নাও।

মদগালি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

ছাতু ছোলা নয় এ, পাখী, বনের পাকা ফল,
ঠুকরে দেখ—মধুর রসে প্রাণ হবে শীতল;
জন্ম সফল কর পাখী—শুধ্‌রে ফেল চুক।

প্রসেন। তাই ত ঠাকুর! বল্‌লে ত ভাল! কিন্তু পিতৃপিতামহের ধর্ম্মটা—

কাশ্যপ। পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম?

প্রসেন। বৈদিক ধর্ম্ম!

কাশ্যপ। বৈদিক ধর্ম্ম নয়—বৈদিক কর্ম্ম; বেদ ধর্ম্মপুস্তক নয়—কর্ম্মপুস্তক।

প্রসেন। চুলোয় যাক, যুদ্ধে যাওয়া চলে ত?

কাশ্যপ। সে ত পূর্ব্বেই ব'লেছি—ধর্ম্ম-যুদ্ধে যাবার জন্যই এই ধর্ম্ম।

প্রসেন। আচ্ছা—তোমার ধর্ম্ম আমি নিলাম।

কাশ্যপ। প্রণাম কর ভগবান্ বুদ্ধদেবের পাদপদ্মে।

প্রসেন। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] উদ্দেশে প্রণামের চেয়ে বুদ্ধদেবের প্রণামটা আমি তোমার পায়েই করি কাশ্যপ ঠাকুর!

[প্রণাম করিলেন]

কাশ্যপ। তা' হ'লে বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদটীও আমার হাত দিয়েই নাও প্রসেনজিৎ। [মস্তকে হস্ত দিয়া তুলিলেন] যাও প্রসেন, যুদ্ধে। অহিংসা-ধর্ম্মের অভেদ্য বর্ম্মে অঙ্গ আবৃত ক'রে, জ্ঞানের মুক্ত কৃপাণ তুলে —যাও প্রসেন! যুদ্ধে, ধর্ম্মের ব্যাভিচার বিনাশে, মানব-জাতির জীবন-পথে শান্তির বটবৃক্ষ প্রতিষ্ঠায়। অধর্ম্ম, উপধর্ম্মের প্রবল বন্যায় বিশ্ব-জগত আজ মগ্ন, মুহ্যমান; যাও শিষ্য, অগস্ত্যের মত একটী গণ্ডূষে সে অজস্র ফেনীল লবণাম্বু-তরঙ্গ শোষণ, উদরস্থ ক'রে, ছুটিয়ে দাও নির্ম্মল মন্তর পবিত্র জাহ্নবী-ধারা—"এক ধর্ম্ম অহিংসা"। খুলে দাও অন্ধ-বিশ্বাসের দিব্য চক্ষু—লক্ষ্য হ'ক জীবের দুঃখ, কর্ম্ম হ'ক্ আর্ত্তের সেবা, মানব হ'ক মানব।

[প্রস্থান।

মদগালি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

যাও পাখী, যাও আর কি তোমার মুক্ত স্বাধীন প্রাণ,
আকাশ বাতাস ভরিয়ে ফেল ছড়িয়ে প্রেমের গান,
খুলে যাক মোহ কায়া,
মরমে পড়ুক সাড়া,
জগতের যত ধারা ঐ সুরে মিশুক।

[প্রস্থান।

প্রসেন। চল টঙ্কার! কোথায় নির্ব্বিকার মহারাজ বিম্বাসার? কোথায় পিতৃদ্রোহী দস্যু অজাতশত্রু? কোশল ন্যায়ের পক্ষপাতী, কর্ত্তব্যপালক দুর্ব্বলের সাহায্যকারী ছিল, আজ আবার সে দিগ্বিজয়ী বলবান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্রাহ্মণ-সভা।

আজীবক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ।

আজীবক। আর ত এ বিষয়ে উদাসীন থাকা কোনক্রমেই মঙ্গল-জনক দেখ্ছি না—ব্রাহ্মণগণ! ম্লেচ্ছের দল দিনে দিনে প্রবলই হ'য়ে উঠ্ছে; তারা নালন্দার মাঠে—যেখানে লাঠিয়াল দস্যুর আড্ডা ছিল—মানুষ গেলে আর ফির্ত না—সেখানকার বন কেটে, ডাকাত বশ ক'রে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা ক'রেছে, বৌদ্ধের সংখ্যা প্রত্যহ বৃদ্ধিই পাচ্ছে, বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম ক্রমশই কম হ'য়ে আস্ছে। আর চুপ ক'রে থাকা কিছুতেই উচিৎ নয়। আমি তাই ডেকেছি সকলকে—যাই হ'ক একটা কর্‌তে হ'য়েছে আমাদের।

১ম ব্রাহ্মণ। নিশ্চয় ক'র্‌তে হয়েছে; এতদিন বরং করা উচিৎ ছিল—এতটা বাড়্‌ত না।

আজী। এতদিন আমি যুবরাজ অজাতশত্রুর ভরসায় ছিলাম; অবশ্য তিনি বৌদ্ধ-দমনে প্রাণপাত কর্‌ছেন—তার জন্য পিতাকে পিতা

বলেন নাই ; কিন্তু তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা আমাদের উচিৎ নয় : নিজেদের কাজ—নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো দরকার। এখন সকলের অভিপ্রায় কি ? একটা কিছু করা উচিৎ কি না ?

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয় !

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কিন্তু—

১ম ব্রাহ্মণ। আপনি স্থির হ'ন ত মশাই ! আপনি যেখানে যাবেন, সেইখানেই 'কিন্তু'—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তুমি ত বড় উদ্ধত দেখ্‌তে পাই হে ! আমি সকল ক্ষেত্রে বাধা দিয়েই বেড়াই—না ? কর্‌তে ত হবে একটা কিছু—কিন্তু —কি করা হবে—সেটা ভাব্‌তে হবে না ?

আজী। অবশ্য—অবশ্য ! রাগ কর্‌বেন না,—বালক ; কি করা হবে বলুন দেখি ? ধর্ম্মের এ ব্যাভিচার নিবারণের উপায় কি ? শুনি, আপনার পরামর্শ !

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তুমিই বল না ; তুমি যখন সভার আহ্বান করেছ— অবশ্য সকল দিকই ভেবেছ ; তুমিই কি স্থির করেছ—শুনি ?

আজী। আমি স্থির করেছি—আমরা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী সকলে সমবেত হ'য়ে উপস্থিত সর্ব্বাপদশান্তি যাগ একটা করি আসুন।

১ম ব্রাহ্মণ। উত্তম প্রস্তাব ; ব্রাহ্মণের যা কাজ। মশায়রা কি বলেন ?

সকলে। উত্তম প্রস্তাব ; এই ত চাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কিন্তু—

১ম ব্রাহ্মণ। এঃ ! আপনি বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লেন মশাই !

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তুমি ছোক্‌রা থাম ত ! বাড়াবাড়িটা কিসে দেখ্‌লে আমার ? যাগ ত করা হবে, কিন্তু তাতে কি ফল হবে, বিচার কর্‌বো না ?

আজী। এইবার কিন্তু অবিচার কর্‌ছেন ব্রাহ্মণ! যজ্ঞ ক'রে কি ফল হবে, এ প্রশ্ন কি আপনার মধ্যে ওঠা শোভা পায়? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমরা—যে কামনা নিয়ে যজ্ঞ কর্‌ব, যজ্ঞের ফল ত তাই হ'তে হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। তা যদি না হয়,—পুঁথি পুড়িয়ে দেব, পৈতে ফেলে দেব ; ব্রাহ্মণ নই আমরা,—চণ্ডাল!

সকলে। নিশ্চয়—নিঃসন্দেহ!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কিন্তু—

১ম ব্রাহ্মণ! আবার 'কিন্তু'? দোহাই মশায়দের, যাগ যজ্ঞ পরে হবে, উপস্থিত আপনারা ব্রাহ্মণসভা হ'তে সর্ব্বকার্য্যেষু এই 'কিন্তু'র একটা ব্যবস্থা করুন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! কি? এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার ব্যবস্থা! আজীবক! তুমি কি আমায় অপদস্থ কর্‌বার জন্য সভার আহ্বান করেছ? তোমাদের যা খুসী করগে, আমি এ সব ব্যাপারে নাই। [গমনোদ্যত হইলেন]

সকলে। [বাধা দিয়া] আরে মশায়, যান কোথা? চটেন কেন?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কি বল হে তোমরা? এটা ব্রাহ্মণ-সভা—না অর্ব্বাচীন বালকের—না, ছেড়ে দাও তোমরা আমায়। [বল প্রকাশ]

১ম ব্রাহ্মণ। দিন ত মশায়রা ছেড়ে, কোথায় যান উনি দেখি। আপনাদের সকলের মত ত? বাস—একজনের জন্যে কাজ আটকাবে না। যান আপনি—যান।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কি! তুমি আমায় পতিত কর্‌তে চাও? এতদূর দুঃসাহস? উৎসন্ন যাবে—মূর্খ যথেচ্ছাচারী অভদ্র ইতর কোথাকার! এই আমি বসলুম তবে—কার সাধ্য আমায় এখান হ'তে এক চুল সরায়। [উপবেশন]

আজী। করেন কি বৃদ্ধ! বৈদিক ধর্ম্মের এই রাহুগ্রাসের দিনে ব্রাহ্মণ

আপনারা—কোথায় তার উদ্ধারে সকল শত্রুতা ভুলে সমবেত বদ্ধপরিকর হবেন, না হাস্যাস্পদ গৃহবিবাদ আরম্ভ কর্‌লেন? ছি—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ কর,—যজ্ঞ কর আজীবক। আমার কোন অমত নাই; তবে ও ষণ্ড যেন সে যজ্ঞস্থলে না থাকে।

আজী। যাক্‌, তা' হ'লে আপনারা সকলেই একমত?

সকলে। সকলেই একমত।

আজী। আমি কার্য্যে অগ্রসর হ'তে পারি?

সকলে। শুভস্য শীঘ্রং।

আজী। আমি যাঁকে যে কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌বো, আপনারা প্রত্যেকেই সে দায়িত্ব গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত?

সকলে। প্রস্তুত।

আজী। আর বলবার কিছু নাই। ব্রাহ্মণগণ! এ কি কম কথা—বৈদিক ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, বৈদিক ক্রিয়া হত্যাকাণ্ড হিংসা কামনার বীজ? বেদ উপভোগের প্রার্থনা পুস্তক? আশ্চর্য্য! তাদের জিহ্বা এখনও খ'সে যায় নাই! তারা কর্ম্মপ্লাবিত ভারতবর্ষে আজও স্বচ্ছন্দে বেড়াচ্ছে! ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মণ্যতেজ দেখাও, বেদমন্ত্রের শক্তি দেখাও, বুঝিয়ে দাও যে ম্লেচ্ছাচারী বেদদ্বেষী অহিংসার আবরণে ক্রুর হিংস্রকদের—বৈদিক ধর্ম্মই ভারতের ধর্ম্ম, বেদবিহিত ক্রিয়াই মনুষ্যের আচরণীয়, বেদ—পুস্তক নয়,—অপৌরুষ—অনাদি—প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।

সকলে। জয় ব্রহ্মণ্যদেব।

গীতকণ্ঠে রাজপুরোহিত উপস্থিত হইলেন।

রাজপুরোহিত।—

গীত।

কর সর্ব্বাপদ শান্তি যদি তোমরা ব্রাহ্মণ।
দিয়ো না যেন ধর্ম্মের নামে, হিংসা-হোমে ইন্ধন।

লক্ষ্য যদি হয় প্রকৃত কোথা জগতের আঘাত,
যাও ছুটে অশনিমুখে হবে না কারও কেশপাত
যেতো না কভু জাতীয় মদে,
ভেসো না অহমিকা নদে—
ডুবিবে তরী গোস্পদে—রহিবে চির ক্রন্দন।

[প্রস্থান

ব্রাহ্মণগণ। জয় ব্রহ্মণ্যদেব।

আজী। সভা ভঙ্গ হোক তবে ?

সকলে। সভাভঙ্গ।

[সকলে গাত্রোত্থানে উদ্যত]

উল্কা আসিয়া প্রণাম করিল।

উল্কা। ব্রাহ্মণ-সভায় বিধবার এক নিবেদন।

আজী। কি ?

উল্কা। বিধবার বার, ব্রত, নিয়ম, ব্রহ্মচর্য্য এ কাদের বিধান ?

আজী। আমাদেরই, সংহিতা, স্মৃতির বিধান।

উল্কা। উদ্দেশ্য ?

আজী। আত্মসংযম, চিত্তস্থির।

উল্কা। আমার ভাগ্যে তা হ'লো না কেন ?

আজী। তুমি ব্রত নিয়মাদি নিয়মিতভাবে মনঃসংযোগ ক'রে করেছিলে ?

উল্কা। নিয়মিতভাবে ক'রে গেছি, মনঃসংযোগ হয় নাই।

আজী। এঃ! তাতেই ফল হয় নাই।

উল্কা। এ আবার কিরূপ আজ্ঞা কর্ছেন ব্রাহ্মণ! এই যে বল্লেন—বার-ব্রতাদির উদ্দেশ্যই আত্মসংযম চিত্তস্থির ? মনঃ সংযোগই যদি হবে,

মন যদি নিজের আয়ত্তাধীনেই আসবে, তা হ'লে আবার ব্রত নিয়মের আবশ্যক কি ?

আজী। তোমার বয়ঃক্রম কত ?

উল্কা। ষোল বৎসর সাত মাস সতের দিন।

আজী। আরও কিছুদিন নিয়মিতভাবে থাকগে বালিকা! বীজ রোপণ করলেই ফল হয় না ; যথাকালে ফল পাবে।

উল্কা। সে কবে ? যথাকাল কতদিনে ? জীবনের এই বুবুক্ষু সময় অনাহারে উদ্‌যাপন ক'রে—যথাকাল কি মৃত্যুকাল ?—যখন আর ফল আস্বাদনের শক্তি থাকবে না ? এই দোর্দ্দণ্ড যৌবনক্ষেত্রে অবাধ্য মনের সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে যুদ্ধ ক'রে চিত্তজয় হবে কি জরায় ? সে ত আপনিই হবে, প্রকৃতির নিয়মে। তখন ত স্বতঃই ইন্দ্রিয়গ্রাম শিথিল, মন নিস্তেজ, অন্তর স্থির ; তার জন্য বার-ব্রত ?

আজী। বালিকা! তুমি বোধ হয় জীবনটার এই একটা জন্মই সীমা ধরে নিয়েছ ? তা নয়, জীবন অসীম, জন্মও অনন্ত। এ যৌবন তোমার নিষ্ফলে যায়, পুনর্যৌবন আসবে—কর্ম্মের ফল যাবার নয়—এজন্মে না পাও, পরজন্মে পাবে।

উল্কা। [নীরব]

আজী। চুপ ক'রে কেন ? আর প্রশ্ন থাকে ত বল ?

উল্কা। না—আর প্রশ্নের সাধ্য নাই, চুপ করতেই আমি বাধ্য, পরজন্ম সম্বন্ধে আমার জানা নাই, অতটা দুরদর্শিনীও আমি নই।

আজী। যাও, নিয়ম পালন কর গে—যেমন ক'রে যাচ্ছ ; ফল তার পাবেই পাবে। [গমনোদ্যত]

উল্কা। আর একটী নিবেদন।

আজী। বল।

উল্কা। আমার এই যে অকাল বৈধব্য—এই যে শক্তিসত্ত্বেও সকল ভোগে বঞ্চিত—এই যে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত অবস্থা—এ কার পাপের ফলে ? আমার—না আমার স্বামীর—না আর কারও ?

আজী। তোমারই পাপের ফলে।

উল্কা। কই, আমি ত জীবনে এমন কোন পাপ করি নাই !

আজী। এ জীবনে না ক'রে থাক, পূর্ব্বজীবনে করেছ।

উল্কা। [নীরব]

আজী। আর কথা আছে ?

উল্কা। না ; কি ক'রে আর কথা থাকে বলুন, পরজন্মও যেমনি জানা নাই, পূর্ব্বজন্মও তেমনি স্মরণ নাই।

আজী। কর্ম্ম ক'রে যাও, কর্ম্ম ক'রে যাও, বালিকা ! কর্ম্মে আলস্য ক'রো না, সন্দেহ রেখো না ; এ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট, সংহিতা, স্মৃতির বিধান। পূর্ব্বজন্মের পাপ ক্ষয় হবে, পরজন্মে শান্তি পাবে। চলুন আমাদের।

[অগ্রগামী হইলেন।

সকলে। চলুন—চলুন, গুরুতর কার্য্য মাথায়।

[উল্কা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উল্কা। পূর্ব্বজন্ম- পরজন্ম ! সুন্দর দোহাই ! আর তর্ক নাই ! মীমাংসা মন্দ হ'লো না ; দুঃখ ভোগ করছি কেন বিনা পাপে ? পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল। সৎকর্ম্মের ফল পাই না কেন—নিয়মিতভাবে ক'রেও ? পরজন্মে পাব। সব অনির্দ্দিষ্ট, অমূলক, কল্পনার ওপর। আগুনে হাত দিয়েছি আরজন্মে—হাত পুড়লো আজ ! সুখাদ্য খেয়ে যাচ্ছি প্রত্যহ—স্বাস্থ্য পাব পরজন্মে ! তা হ'লে এ জন্মটা দেখছি কিছুই নয়,—পূর্ব্বজন্মের উপসংহার, আর পরজন্মের প্রস্তাবনা,—দূর—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

সনাতনী ও সেবানন্দ দাঁড়াইয়াছিল।

সনাতনী। প্রভু! আমি সকলকে ডেকে এসেছি। সবাই আসবে এখনই—আজ আমাদের দশমস্কন্ধের রাসলীলাটা বোঝাতে হবে।

সেবানন্দ। রাসলীলা? সনাতনী! রাসলীলা! আ-হা-হা! প্রাণকৃষ্ণ হে! বড় গুপ্তলীলা সনাতনী বড় মধুর! মুখে প্রকাশের নয়; কেবল প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌বার। মরি—মরি! রাধা বল্লভ! এ লীলার রসাস্বাদনও সনাতনী, গোবিন্দের অনুগ্রহ ভিন্ন উপায় নাই; যার প্রতি তাঁর অপাঙ্গ পড়েছে, অর্থাৎ যে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হ'তে পেরেছে—সেই মাত্র এ লীলা-রসের অধিকারী। হরি—হরি—হরি! আচ্ছা, আমিও অনেক দিন হ'তে মনে ক'রে আস্‌ছি—শ্রীমদ্ভাগবতের এই সার তত্ত্ব, শেষ তত্ত্ব তোমাদের বোঝাব—তোমাদেরও আগ্রহ হয়েছে—গোবিন্দের ইচ্ছা; হবে তাই। তবে আমি আগে বুঝ্‌তে চাই—কেমন তোমরা কৃষ্ণগতপ্রাণা হ'তে পেরেছ! গাও দেখি সনাতনী, শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপ গান—যে রূপ ব্রজেশ্বরী রাধা প্রথম দর্শনেই বর্ণনা করেছিলেন; দেখি—তোমার তদ্গত ভাব!

সনাতনী। আপনি বিশ্রাম করুন, প্রভু! আমি আপনার পদসেবা করি আর কৃষ্ণরূপ গাই।

[সেবানন্দ বেদীপরে উপবেশন করিলেন, সনাতনী তাহার পদসেবা করিতে করিতে রাধা ভাবে গাহিতে লাগিল]

সনাতনী।—

গীত।

অভিনব নীল জলদ তনু ঢরঢর
পিঙ্গ মুকুট শিরে সজনী রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর রুণু রুণু বাজনী রে॥
ইন্দীবর যুগ সুভগ বিলোচন
চঞ্চল অঞ্চল কুসুম শরে।
অবিচল কুল, রমণীগণ মানস
জর জর অন্তর প্রেম ভরে॥
বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল বহু মাতি।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
কিয়ে সে ফুকার উঠ মরমঘাতী॥

গীতকণ্ঠে নৈবদ্য-পুষ্পাদি হস্তে নাগরিকাগণ উপস্থিত হইল

নাগরিকাগণ।—[সনাতনীকে লক্ষ্য করিয়া সখি ভাবে]

গীত।

ব্রজ-রমণী-মণি রাধা বিনোদিনী
শ্যাম-সোহাগিনী ভাবিনী রে।
শশাঙ্ক বদনী, কুরঙ্গ নয়নী
কাঞ্চন বরণী দামিনী রে।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী
রস-আবেশিনী রঙ্গিনী রে,
প্রেম-তরঙ্গিনী নব অনুরাগিনী
অষ্ট কামিনী সখি সঙ্গিনী রে;

মধুরিম হাসিনী,　　মৃদু মৃদু ভাষিণী
রাস বিলাসিনী ভামিনী রে,
বেণী ভুজঙ্গিনী,　　কুঞ্জর গামিনী,
কুঞ্জ বিলাসিনী মানিনী রে ;
ভক্তি প্রদায়িনী,　　শক্তি বিধায়িনী,
তাপ নিবারিণী তারিণীরে।
আনন্দ রূপিণী,　　নিখিল বন্দিনী,
সকল শালিনী হ্লাদিনী রে ॥

সেবানন্দ। [ভাবোচ্ছ্বাসে] গোবিন্দ হে ! গোপিবল্লভ। [সকলের প্রতি] তোমরা সকলেই কৃষ্ণসেবার অধিকারিণী ; কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব তোমরা সকলেই অনুভব করতে পেরেছ। আচ্ছা, সনাতনী ! তারপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনে সখিদের কাছে নিজের অবস্থা কিরূপ অকপটে বর্ণন কর্‌ছেন—তুমি গাও ; আর ললিতা বিশাখাদি সখিগণ কিরূপ স্নেহসূচক ব্যঙ্গোক্তি কর্‌ছেন—[নাগরিকাগণের প্রতি] তোমরা সকলে বর্ণনা কর ; দেখি—পূর্ব্বরাগের উৎকণ্ঠা।

গীত।

সনাতনী।　　সজনি ! কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন, হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।

নাগরিকাগণ।　　চুপ চুপ—এ কি বলিস ধনি !
খাবি কি লো কুললাজ,　　গোকুল-নগরী মাঝ
তুই যে রমণীর শিরোমণি।

সনাতনী।　　গোকুল নগরী মাঝে,　　যতেক রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা,
নিরমল কুলখানি　　যতনে রাখিনু আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।

নাগরিকাগণ। আর বলিস না লো—

ছি—ছি রাই আর বলিস না লো ;

এ লক্ষণ তোর নয় তো ভালো—বলিস না লো !

ঝবে বারি দু নয়নে পিরীতি শঠের সনে

এত কি লেগেছে ভালো কালো !

সনাতনী। আমি পাগলিনী—

সেই কালোরূপে—আমি পাগলিনী ;

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় লো,

কি করিব কি হবে উপায়।

মরমে বিঁধেছে বাণ, গিয়েছে ত কুলমান,

বুঝিবা জীবন বাহিরায়।

নাগরিকাগণ। ভূত চেপেছে—

রাইয়ের ঘাড়ে ভূত চেপেছে ;

পিরীতে কে কোথা মূর্চ্ছা গেছে—ভূত চেপেছে—

ওলো কোথা লো বৃন্দে, ওঝা এনে দে,

এখনই ভূত ছাড়াই,

দেখ—এলায়েছে বেণী, গেছে সে চাহনি,

নহে তো বাঁচে না রাই।

সেবানন্দ। সুন্দর! মধুর! আচ্ছা—এইবার একটু আনন্দোৎসব কর দেখি—প্রাণবল্লভের মিলন আশায় কৃষ্ণভামিনী সখিদের নিয়ে যেরূপ কুঞ্জ সাজিয়ে আনন্দ করেছিলেন।

গীত।

সনাতনী। সখি! গাঁথলো মালা।

মম কুঞ্জে আসিবে আজু বিনোদ কালা ॥

নাগরিকাগণ। আজু দেব লো কিশোরি তোরে, মালা নয়—শৃঙ্খল,

ঘুচাব নাগরী তোর বিরহ জ্বালা।

সনাতনী। আজু, ফুলের আচির কর, ফুলের প্রাচীর তোল
ফুলে ফুলে ছেয়ে দে লো ঘর,
নাগরিকাগণ। ভেবো না লো ফুলরাণী, ফুল্ল কমলিনী,
প্রতি ফুলে শোব ফুলশর ;
সনাতনী। আজু, শুক সারি দ্বারী থাক, নাচুক শিখিনী শিখি
ভ্রমর ভ্রমরী গাক গান,
নাগরিকাগণ। আজু মদন রতিরে মোরা ক'রে দেব মূর্চ্ছিত
বসন্তের বধিব পরাণ ;
সনাতনী। আজু কর্পূর সুবাসিত তাম্বুল বারি রাখ,
মণিময় বাতি জ্বালা সই !
নাগরিকাগণ। আজু নয়নের ফাঁদ পেতে চাঁদেরে পাড়িব ভূমে
শয়ন করলো রসমই ॥

সেবানন্দ। ধন্য—ধন্য তোমরা কৃষ্ণবিলাসিনীগণ। ধন্য তোমাদের পবিত্র গোপিভাব! তোমরা রাসলীলা রসাস্বাদনের অযোগ্যা নও। বোস রসময়ী প্রেমপাগলিনীগণ !

[সকলে উপবেশন করিল]

শ্রবণ কর—শ্রীভগবানের রাসলীলা, জগতের গুহ্য তথ্য, জীবের পরমা গতি। বোঝাতে পার্‌ব কি না, ভাষায় সম্যক্ প্রকাশ হবে কি না—বল্‌তে পারি না ; তবে তোমরা যেন নিবিষ্টচিত্ত—স্ব-ভাবে মগ্ন থেকো ; এ ভাব বর্ণনায় বক্তার তেমন কিছু দায়িত্ব নাই, এ ভাব গ্রহণে শ্রোতারই কৃতিত্ব। এ অনুভূতিমূলক গোলোকের ভাব—সর্ব্বসন্তাপহারী, নিষ্কাম, শান্তিময়।

উল্কা উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্র প্রণাম করিল।

কে তুমি ?

উল্কা। বিধবা।

সেবানন্দ। কি চাও?

উল্কা। ঐ সর্ব্ব সন্তাপহারী নিষ্কাম শান্তিময় একটু কিছু। পাব কি?

সেবানন্দ। কেন পাবে না? তুমি ঠিক ঐ বস্তুই খুঁজ্‌ছ ত?

উল্কা। তা আমি বল্‌তে পারি না; তবে ও ছাড়া আমার জীবনে আর ত গত্যন্তর নাই!

সেবানন্দ। তা'হ'লে—আমিও আজ ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না বিধবা—তুমি তা পাবে কি না! তোমার এখনও লক্ষ্য স্থির হয় নাই!

উল্কা। কি! আমার লক্ষ্য স্থির হ'লে তবে তুমি বল্‌বে—আমি শান্তি পাবো কি না? সে তোমায় বল্‌তে হবে কেন? রোগীর বিকার কেটে গেলে সে সুস্থতা লাভ কর্‌বে কি না, সে ত সবাই জানে; তোমার কাছে আসা কি জন্য? আমার এই উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির লক্ষ্যকে স্থির ক'রে শান্তি দিতে পার্‌বে না?

সেবানন্দ। পারি; ধৈর্য্য ধ'র্‌তে পার্‌বে তুমি?

উল্কা। কতদিন?

সেবানন্দ। একখানি গ্রন্থের একটু অংশ পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত।

উল্কা। রক্ষে পাই—একটা জন্ম নয় তা'হ'লে?

সেবানন্দ। পাঠের মত পাঠ হ'লে—সাত জন্মেও শেষ হয় কি না জানি না।

উল্কা। প্রণাম হই; আমার অতখানি ধৈর্য্য নাই। [গমনোদ্যতা]

সেবানন্দ। বালিকা! শান্তি পাচ্ছ না—লক্ষ্য স্থিরের অভাবে, সে লক্ষ্যটা না হয় আমি স্থির ক'রে দিলাম; কিন্তু লক্ষ্য স্থিরের জন্য যে ধৈর্য্যের আবশ্যক—তাও কি আমায় গ'ড়ে নিতে হবে?

উল্কা। থাক্, আর প্রয়োজন নাই।

সেবানন্দ। প্রয়োজন হ'লে তাও পারি।

উল্কা। প্রয়োজন নাই। ধৈর্য্য দিয়ে তুমি আমার লক্ষ্য স্থির কর্‌বে? আমি ধৈর্য্য নেব না—তুমি হাজার দিতে পার্‌লেও। কেন নেব? শান্তি পাই নাই—লক্ষ্য স্থির নাই ব'লে—মরুকুণ্ডে এলাম; আবার লক্ষ্য স্থিরের জন্য ধৈর্য্য নিতে হবে? আবার ধৈর্য্য যদি সহজে না আসে, বল্‌বে—আসন, প্রাণায়াম; ঐ করি আর কি! কেন? নারীর স্বামী গেল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা বস্‌লো—তুমি সকল ভোগে বঞ্চিত; ভাল কথা! কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তার চিত্তবৃত্তি উল্টে, তাকে ভোগ-বাসনা ভুলিয়ে দেবার মন্ত্র এক পংক্তি আবিষ্কার হ'ল না কেন? তার জন্য লক্ষ্য-স্থির, ধৈর্য্য, আসন, প্রাণায়াম। প্রকৃতির ওপর চাল চাল্‌বে তুমি—আর তোমার আদেশ পালনে নূতন ক'রে ধৈর্য্য গড়াতে ত্রিভুবনটা ছোটাছুটী কর্‌বে নির্ব্বাক্ নিরীহ অবলা! যাও— [গমনোদ্যতা]

সেবানন্দ। দাঁড়াও; তোমায় আর নূতন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌তে হবে না। তোমার যা ধৈর্য্য আছে, আমি তারই মধ্যে তোমায় গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা একবার কর্‌ব।

উল্কা। তা' যদি পার—আমিও তোমার জয়শঙ্খ জগত জুড়ে বাজিয়ে দেব।

সেবানন্দ। [সকলের প্রতি] রাসরসিকা ভাবময়ীগণ! আজ তোমরা গৃহে যাও; রাসলীলা বর্ণনা আজ আর আমার ভাগ্যে হ'ল না; গোবিন্দের অনুগ্রহ হ'লে আবার তোমাদের সংবাদ দেব। সনাতনী! তুমি রাধামাধবের আরতি সজ্জিত ক'রে নিয়ে এস। [উল্কার প্রতি] এস তুমি আমার সঙ্গে।

[উল্কাসহ প্রস্থান।

সনাতনী।—

গীত।

আমি বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়নু
গাঁথনু ফুলের মালা।
আমি তাম্বুল সাজনু দীপ উজারনু
কোথা বা বিনোদ কালা॥

[প্রস্থান।

নাগরিকাগণ। সই! সব হলো যে লো আন্।
ওলো রসের নাগরে মিলিল না—
শুধু. বিঁধিল মদন-বাণ॥

[হতাশভাবে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নালন্দা-মঠ।

ভিক্ষুগণ বুদ্ধস্তোত্র গাহিতেছিল।

ভিক্ষুগণ।—

গীত।

যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্।
শান্তং সদা প্রাণীবধাত্তি ভীতং
বৃহজ্জটাজুট—ধরোত্তমাঙ্গম্
তমুল্লসদ্ গৈরিক-গৌর-বস্ত্রং
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহম্ ভজেয়ম্।

কুসুম-কেশর কাঞ্চন সুবর্ণং
প্রসন্ন বদনং কুণ্ডল শ্রেষ্ঠ কর্ণং
সুসিত সুভগ সৌম্যং দণ্ডপাণিম্
　　যোগীশ্বরং বুদ্ধমহম্ ভজেয়ম্।
দ্বিভুজং সুন্দরং বরাভয়করং
সতত সুহাস্যং পুণ্ডরীকাক্ষাম্
তারয়ন্তং ভবাম্বুধি জনান্ সর্ব্বান্
　　যোগীশ্বরং বুদ্ধমহম্ ভজেয়ম্।

কাশ্যপ উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কাশ্যপ। আসন গ্রহণ কর, শিষ্যগণ। আজ শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র শ্রবণ কর। [ভিক্ষুগণ উপবিষ্ট হইল] শিষ্যগণ! এই মহাচক্রের মূল-সূত্র—দুঃখ। মানবজীবন অনন্ত দুঃখময়, মানবজীবন জন্ম, বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যুময় দুঃখের অবিরাম প্রবাহ। এই দুঃখ নিবারণের জন্যই শ্রীভগবানের সংসার ত্যাগ। শোন তাঁর জীবনপাত চিন্তার অনুভূতি। দুঃখ কেন? দুঃখের কারণ—জন্ম; জন্ম না হ'লে জীবকে এত দুঃখ সহ্য করতে হ'তো না। জন্ম কেন? কর্ম্মফল জন্মের কারণ। কর্ম্মফলে কেউ রাজা, কেউ ভিখারী, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ, কেউ কদাকার, কেউ সুন্দর; কর্ম্মফলই জন্মের কারণ। কর্ম্ম কেন? কর্ম্মের হেতু সুখতৃষ্ণা, সুখের জন্য জীব কর্ম্মে রত। কেন এই সুখতৃষ্ণা? সুখ দুঃখ অনুভবই এই তৃষ্ণার কারণ; সুখে মন তৃপ্ত, দুঃখে ব্যথিত। কেন এই অনুভূতি? জগতের সঙ্গে মন, ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এই অনুভূতির কারণ; জগতের রূপ রস গন্ধে মন, ইন্দ্রিয় নিত্য আকর্ষিত। কেন মন-ইন্দ্রিয় আকর্ষিত? সত্যই কি জগত রূপ রস গন্ধময়? না; ধারণা করায় জ্ঞান। কেন এরূপ জ্ঞান? সংস্কার, জন্মগত—

জাতিগত ; একে যাকে সুন্দর দেখে, অন্যের চক্ষে সে কুৎসিৎ, চণ্ডালের সুখাদ্য দুর্গন্ধময় মাংস সাধুর অখাদ্য, অভক্ষ্য ; একই রূপ রস গন্ধ—জাতিভেদে জীবভেদে নানাভাবে রূপান্তর। জগতের রূপরসগন্ধ জ্ঞান—সংস্কারবশে। আর এই সংস্কার—অজ্ঞানসম্ভূত, ভ্রান্তিমূলক, অবিদ্যার মোহ। বুঝ্‌লে ভিক্ষুগণ ! দুঃখের কারণ—এই ভ্রান্তি ; এই ভ্রান্ত রূপরস-জ্ঞান সুখের তৃষ্ণা উৎপাদন ক'রে, জীবকে কর্ম্মে বাধ্য করে, কর্ম্মফলে জন্ম ; জন্ম দুঃখের নিদান। এই শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র।

বৌদ্ধগণ। [সুরে সমস্বরে] বুদ্ধং মে শরণং।

কাশ্যপ। এই সংস্কারমূলক অজ্ঞানসম্ভূত রূপ-রস গন্ধের ভ্রান্তি দূর হ'লেই, দুঃখের নিরোধ—জন্মের নিরোধ—জীবের নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধগণ। [পূর্ব্বভাবে] ধর্ম্মং মে শরণং।

কাশ্যপ। এই ভ্রান্তি দূর হবার উপায়—আছে অষ্টপথ ;—নির্ম্মল শুদ্ধদৃষ্টি, সত্যবাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধু ব্যবহার, পুণ্যকর্ম্ম, সাধু উপজীবিকা, শুদ্ধস্মৃতি আর অবিচল সত্যধ্যান।

বৌদ্ধগণ। [পূর্ব্বভাবে] সঙ্ঘ মে শরণং।

কাশ্যপ। শিষ্যগণ ! একদিকে ইন্দ্রিয়ের সুখ, অন্যদিকে ব্রহ্মচর্য্য-দেহনিষ্পীড়ন, উভয়দিক পরিত্যাগ ক'রে, মধ্য পথ ধ'রে, এই অষ্টপথে চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন- এই মানবজীবনের কর্ম্ম, আর এই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

উল্কা উপস্থিত হইল।

উল্কা। কর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম মিথ্যা।

কাশ্যপ। কে তুমি ?

উল্কা। ধর্ম্মে অবিশ্বাসিনী, কর্ম্মে নিষ্ফলতার প্রমাণ।

কাশ্যপ। কি কর্ম্ম ক'রেছ তুমি—ফল পাও নাই ?

উল্কা। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, উপবাস, স্নান, দান, তীর্থভ্রমণ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত—সংহিতা স্মৃতির যা যা—কিছু বাকী নাই,—হয়েছে শুদ্ধ দেহপাত ; ফল পাব পরজন্মে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত ; যমুনাপুলিন ঘুরেছি, বংশীধ্বনি শুনেছি, রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন দেখেছি, তাতেও তাই ; গিয়েছি শুষ্কতালু, ফিরেছিও শুষ্কতালু। রাধাকৃষ্ণের যে মিলনময় পঙ্কপ্রেম কি করবে এ যোড়ভাঙ্গা কাঁচা জীবনের ? বল্‌তে পারি না আমি অন্য অবস্থার কথা, কিন্তু এখানে সে নিষ্কাম, শান্তিদায়ক নয় বরং লুপ্ত স্মৃতির উদ্দীপক। আর দেখবার কি আছে ? কর্ম্ম নিষ্ফল, ধর্ম্ম প্রতারণা।

উত্থান সহ অজাতশত্রু উপস্থিত হইলেন।

অজাত। বল, বল বালিকা। কর্ম্ম নিষ্ফল, ধর্ম্ম প্রতারণা। কর্ম্মপ্লাবিত ধর্ম্মপাগল এই মূর্খ ভারতবর্ষের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আবার ঐ নিষ্ফল, প্রতারিত, সর্পগর্জ্জনে বল—কর্ম্ম নিষ্ফল, ধর্ম্ম প্রতারণা। আমি রাজা—আমি তোমার ঐ ইন্দ্রজালমুক্ত সত্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমার শাসনভেরী গায়ের জোরে বাজিয়ে দিই।

কাশ্যপ। হাঁ রাজা। তুমি আমায় রাজা দেখাবে বলেছিলে, তা হ'লেই তোমার রাজা দেখানও সম্পূর্ণ হয়।

অজাত। তুমি ধর্ম্ম দেখাও। কর্ম্ম দাও এই বিধবায়! উল্টোও প্রকৃতির এ একটানা বেগ—কর্ম্মের জোরে, ধর্ম্মের মহিমায় ?

কাশ্যপ। যদি পারি ?

অজাত। সাহস কম নয় তোমার! পশ্চিমের ঝড়কে তুমি ফুঁ দিয়ে দক্ষিণ বায়ু ক'রে দেবে ?

কাশ্যপ। তোমার প্রকৃতিতে কি চিরদিনই পশ্চিম ঝড় বয়—দক্ষিণ বায়ু বয় না?

অজাত। বয়; কারও বইয়ে দেওয়ায় বয় না—আপনি বয়, সময় হ'লে।

কাশ্যপ। মনুষ্যজীবনেও ঋতু পরিবর্ত্তন আছে রাজা! সময় হয়! আমি ঝঞ্ঝাকে দক্ষিণবায়ু ক'রে দিতে না পারি, কিন্তু ঝটিকা প্রবাহের ক্ষেত্র—দুরন্ত বৈশাখকে সরিয়ে দিয়ে দক্ষিণবায়ু সঞ্চারের বসন্ত উন্মেষ ক'রে দিতে পারি; সে ব্যবস্থা আছে।

অজাত। ব্যবস্থা দাও।

কাশ্যপ। বিধবা! তুমি ব্রত, উপবাস, পূজা, তীর্থভ্রমণ—মনুবিহিত সব কর্ম্ম করেছ, ব্যাসদেবের ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতও শুনেছ; এইবার তোমার কর্ম্ম—জীবের সেবা। শত্রু নাই, মিত্র নাই, আত্মপর ভেদ নাই, আপন আত্মার সঙ্গে সমবেদনা অনুভব ক'রে আহত, আর্ত্ত, পীড়িত, সর্ব্বজীবের সেবা—এই আমার ব্যবস্থা।

অজাত। বিধবা! আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি—অকপটে। তুমি যে চিত্তস্থিরের জন্য ধর্ম্মের দুয়ারে এত মাথা ঠুক্‌ছো—তোমার চিত্তবৈকল্যের কারণ কি? তুমি নারীজন্ম নিয়ে স্বামীর সেবা কর্‌তে পেলে না—এই তোমার দুঃখ? না স্বামী নিয়ে জীবনটায় সম্ভোগ কর্‌তে পেলে না—এই দুঃখ? সত্য বল্‌বে—রাজা আমি।

উল্কা। [ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

অজাত। বল,—লজ্জা কিসের? সত্যে সঙ্কোচ নিষেধ। যা বল্‌বে আমি জানি,—তবু শুনতে চাই স্পষ্ট—তোমার মুখ দিয়ে, বল।

উল্কা। রাজসকাশে মিথ্যা বল্‌তে নাই। রাজা! আমার ধারণা—আমার মত এই অবস্থায় প'ড়ে যদি কোন নারী কোন দিন কোথাও ঘৃণাক্ষরে ব'লে থাকে—স্বামীসেবার জন্যই নারীজন্ম—হয় তার মিথ্যা

কথা, উচ্চ চরিত্রের অভিনয়—নয় সে গল্প, কবির কল্পনা। সত্য বল্‌তে হ'লে—নিজের সম্ভোগে ব্যাঘাতই দুঃখের মুখ্য কারণ।

অজাত। কাশ্যপ। তোমার ব্যবস্থা—অব্যবস্থা। স্বামীর সেবা করতে পেলুম না—এই যদি এর দুঃখের কারণ হতো, তোমার সর্ব্বজীবের সেবায় আত্মার কতকটা পরিতৃপ্তি একদিন হ'লেও হ'তে পার্‌তো; কিন্তু প্রাণ চায় নিজের সম্ভোগ; তার ব্যবস্থা ঐ? রক্তপিপাসায় যার ওষ্ঠতালু নীরস, তাকে বল বুক চিরে শোণিত ধারা ঢাল্‌তে?

কাশ্যপ। হাঁ রাজা, তাই বলি; আর এ বলা শুধু আমার নয়—অতীত ভারতের চিন্তাশীল ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের। ত্যাগশিক্ষা ব্যতীত ভোগ-আশা নিবৃত্তির অন্য পন্থা নাই।

অজাত। বল্‌তে পার কাশ্যপ—ভোগ-আশা নিবৃত্তির জন্য তোমার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের এত চিন্তা কেন? কি ক্ষতি করেছে ভোগ-আশা—এই সম্ভোগের জগতের—যার জন্য জীবনপাত ক'রে তার বিরুদ্ধে এমন উঠে প'ড়ে লাগা? ভোগ-আশা—মানবজীবনের কি এমন উৎকট ব্যাধি—প্রকৃতির দেওয়া সুরসাল ভোজ্যবস্তুর মাঝখানে ব'সে জীবনব্যাপি অনাহার, সোনার জন্মটার মুখে ছাই দেওয়া যার একমাত্র চিকিৎসা? আমি ত দেখ্‌তে পাই—ভোগ-আশা আর ভোগ-নিবৃত্তি—দুয়েরই পরিণতি এক;—ভোগীর অন্তে যে শ্মশানচিতা আশ্রয়—যোগীরও তাই; কুল-ত্যাগিনী ভ্রষ্টা—সে হয় ত কাঁদ্‌ছে পাপচিত্র স্মরণ ক'রে মৃত্যু আশঙ্কায়, কুলবতী সাধ্বী—সেও কাঁদে দেখি অভাবের জ্বালায়, সন্তানদের সময়ে খেতে দিতে না পেরে। কেন ভোগ-আশা নিবৃত্তির জন্য তোমাদের এত মাথা ব্যথা? দুর্ল্লভ জন্মটার ওপর এমন নিষ্ঠুরতার বিধান কেন?

কাশ্যপ। পরজন্মের জন্য, রাজা! ভোগ-আশা-নিবৃত্তি ব্যতীত জন্ম-নিরোধের উপায় নাই, আর জন্ম-নিরোধ ব্যতীত দুঃখের পরিসমাপ্তি নাই।

অজাত। দোহাই কাশ্যপ! তোমার অন্য তর্ক থাকে ত বল; জন্মান্তর এনো না। জন্মান্তরের ভয় দেখিয়েই—এই উচ্চ ভূখণ্ডটায় তোমরা নির্ব্বীর্য্য, নত, উদ্যমহীন, অলস, পঙ্গু ক'রে দিয়েছ। স্বাধীন মনুষ্যজাতিকে পশু হ'তেও অধীন, অধম ক'রে তুলেছ; জন্মান্তর এনো না। জলের বুদবুদ; ফুট্‌লো—যার যতখানি তেজ নাচ্‌লো, ঘুরলো, মিলিয়ে গেল; জন্মান্তর আবার কি?

কাশ্যপ। না রাজা, তুমিও আর যা বলবে বল, কিন্তু জন্মান্তর সম্বন্ধে তর্ক ক'রো না; জন্মান্তর মানতেই হবে তোমায়।

অজাত। প্রমাণ দিতে পার?

কাশ্যপ। পারি বই কি?

শশব্যস্তে শিঞ্জন উপস্থিত হইল।

শিঞ্জন। মহারাজ! এখানে আপনি? আমি সমস্ত নগর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছি।

অজাত। কেন—কেন—ব্যাপার কি?

শিঞ্জন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ—আপনার শ্বশুর—সসৈন্যে আসচেন মগধ আক্রমণে।

অজাত। আমার শ্যালক?

শিঞ্জন। তিনি অবরুদ্ধ।

অজাত। তোমার এত বিলম্ব?

শিঞ্জন। ধন্নুডাকাতের ছেলে কলম্ব পথে আমায় আটকেছিল, মহারাজ! সপ্তাহকাল আমায় পর্ব্বতগুহায় লুকিয়ে থাক্‌তে হয়েছিল।

অজাত। যাও, সেনাপতিকে বল—সমস্ত মগধবাহিনী সুসজ্জিত কর্‌তে—যত সত্বর সম্ভব।

[শিঞ্জন অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কাশ্যপ! তর্কের আমার সময় নাই, জন্মান্তর এখন থাক, অনেক কথা —পরে দেখা যাবে। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি – ভোগ-আশার নিবৃত্তি হ'লেই আর জন্মান্তর হবে না, এর কারণ? সংক্ষেপে উত্তর দেবে।

কাশ্যপ। হাঁ রাজা! ভোগ-আশার নিবৃত্তি হ'লেই আর জন্মান্তর নাই। রাজা! জন্মের বীজ কর্ম্ম; রাজপুত্র, দরিদ্র-সন্তান, মূর্খ, জ্ঞানী জন্ম—কর্ম্মের পার্থক্যেই। আর ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় ভোগআশা,—এ সম্বন্ধে তর্ক উঠ্‌তে পারে না,এ স্বতঃসিদ্ধ। তা হ'লেই বুঝে দেখ রাজা! ভোগ-আশার নিবৃত্তি হ'লেই আর কর্ম্ম নাই; কর্ম্মের ধ্বংস হ'লেই—জন্মের নিরোধ।

অজাত। [উল্কার প্রতি] বিধবা! কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম প্রতারণা। বালক বুঝিয়ে দিতে চাও, কাশ্যপ! কর্ম্মের ধ্বংস হ'লেই জন্মের নিরোধ? ধর্‌লুম তোমার জন্মান্তর, আর কর্ম্মফলেই জন্ম; তা হ'লে বল্‌তে হবে—মৃত্যুও কর্ম্মফল? কর্ম্মফলেই যেমন রাজা, দরিদ্র, মূর্খ, জ্ঞানীজন্ম,—মানুষ মরেও কেউ বজ্রাঘাতে, কেউ গঙ্গাজলে, কেউ অনাহারে, কেউ উদরাময়ে; সেও কর্ম্মফল? কাশ্যপ! কেউ মৃত্যুরোধ কর্‌তে পেরেছে? জগতে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মধ্বংসের পন্থার আবিষ্কার হয়েছে—যাতে মরণ রোধ হয়? তোমার জন্মরোধ আন্দাজি কথায় বিশ্বাস কর্‌তে বল? মৃত্যুরোধের যখন ক্রিয়া নাই, যদি জন্মান্তর থাকে—কর্ম্মই কর, আর কর্ম্মের ধ্বংসই কর, জন্মেরও রোধ নাই! কি স্বার্থে ভোগ-আশার নিবৃত্তি—ভূতের বেগার! বিধবা! কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম প্রতারণা; জীবন উপভোগের।

প্রস্থান।

কাশ্যপ। বিধবা!

উল্কা। থাক, আমি কর্ম্ম পেয়েছি।

কাশ্যপ। সর্ব্বনাশ! কি কর্ম্ম?

উল্কা। এই রাজাকে বাঁচানো।

কাশ্যপ। জীবন উপভোগের নয়, বিধবা!

উল্কা। জীবন উপভোগের নয়—জীবন উপবাসেরও নয়;—জীবন অপব্যয়ের।

[প্রস্থান।

কাশ্যপ। বুদ্ধং মে শরণং।

বৌদ্ধগণ। বুদ্ধং মে শরণং।

কাশ্যপ। ধর্ম্মং মে শরণং।

বৌদ্ধগণ। ধর্ম্মং মে শরণং।

কাশ্যপ। সঙ্ঘ মে শরণং।

বৌদ্ধগণ। সঙ্ঘ মে শরণং।

[বৌদ্ধগণসহ কাশ্যপের প্রস্থান।

উত্থান।—

গীত।

খাও দাও—ওড়াও মজা—ভয় কর ভাই কারে!
ম'রে গেলেই ফুরিয়ে গেল—কে কার কড়ি ধারে।
পাপ, পুণ্য, পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কিছুই নয়,
আন্‌তে বশে, ধাত্রী যেমন ছেলেয় দেখায় জুজুর ভয়;
করুক গে সে চিত্তজয় যার মাছ জমে নাই চারে।
ভোগের জগত—ভোগের আলো—ভোগের বাতাস জল,
এ ভোগ-তুফানে ত্যাগের তরী বাঁধবে কে এক পল;
মুখোস প'রে বইবে ফসল কেবল বোকা ষাঁড়ে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গৃহাশ্রম।

সংসার দম্পতি

গীত।

উভয়ে। সংসার ধর্ম্মী—আমরা পুরুষ নারী।
আমাদের ধর্ম্মকথা—আমরাও কেন পাড়তে ছাড়ি।
দ্বিতীয়ে দুপুর-মাতন—

নারী। আমি যাই এলো চুলে রান্নাশালে পিণ্ডি চট্‌কাতে

পুরুষ। আমি যাই পিছু পিছু, আগুন নিতে—হুঁকোটা হাতে ;

নারী। আমার হাঁড়ির মাপে হয় না সরা
মন্দা জ্বালে চড়াই কড়া,
রাঁধি তাতেই রসের বড়া আমড়ার অম্বল
কচি আমের অম্বল,

পুরুষ। দ্রৌপদীর রান্নাগুলি, আমি যে তাইতে গিলি
দুবেলা চোখে আসে জল—
আমার চোখে আসে জল ;

নারী। তুমি পাবে কোথায় স্বাদ,
তোমার চোখের ক্ষিদে জিবের অবসাদ ;

পুরুষ। তোমার তৈরা হেঁসেল মাব্‌বে কুকুর
যদি দাও মিথ্যা অপবাদ ;

নারী। চ'টোনা—দই আছে দি, অরুচির যা দরকারী,

পুরুষ। আর দই ব'লে সই, চালিয়ো না ঘোল
ঐ চাঁদ মুখই মোর তরকারী।

উভয়ে। ইতি—সংসার ধর্ম্মে আমাদের দুপুর-মাতন।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মগধরাজপ্রাসাদ সংলগ্ন সেনাপতির কক্ষ।

অভ্রনীল ও মন্ত্রী দাঁড়াইয়াছিলেন।

মন্ত্রী। তোমার সৈন্যদের উৎসব দেখ্‌তে যাও নাই অভ্র?

অভ্র। আজ্ঞে না; চিত্তটার বেশ শান্তি নাই।

মন্ত্রী। কেন—কেন?

অভ্র। সৈন্যদের এরূপ অবাধ ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নাই, মন্ত্রী মহাশয়!

মন্ত্রী। বা! তারা বৎসরের মধ্যে একটা দিন আনন্দ করবে, তার জন্য তারা মাসাবধি ধ'রে আবেদন করছে—

অভ্র। সে আবেদন-পত্রে আমি স্বাক্ষর করতাম না, কেবল আপনার আগ্রহাতিশয়ে—

মন্ত্রী। শুধু তোমার আমার স্বাক্ষরে ত হয় নাই, মহারাজ নিজে মঞ্জুর করেছেন।

অভ্র। সেও আপনারই মন্ত্রণায়।

মন্ত্রী। তাতে হয়েছে কি তোমার?

অভ্র। ঝড় ওঠে যদি?

মন্ত্রী। সে কি! মেঘ কই?

অভ্র। বিনা মেঘেই?

মন্ত্রী। তা যদি ওঠে—তুমিই বা কি করবে, আমিই বা কি করবো! ভগবানের ইচ্ছা।

অভ্র। না মন্ত্রী মহাশয়; আমি চল্লুম, অস্ত্রাগার কায়দা করি; সৈন্যদের গোছাই।

শিঞ্জন উপস্থিত হইল।

শিঞ্জন। সৈন্য সাজাও, সেনাপতি! সমস্ত মগধ-সৈন্য—এই মুহূর্ত্তে—মহারাজের আদেশ।

অভ্র। কারণ কি শিঞ্জন? এ সন্ধ্যার অন্ধকারে যুদ্ধ সজ্জা!

শিঞ্জন। কোশল আস্‌ছে সেনাপতি—তার রক্ত-কণিকার কীটানুটী পর্য্যন্ত নিয়ে; এখনও এসে পড়ে নাই—এই সৌভাগ্য; দাঁড়িযো না।

অভ্র। বিনা মেঘেও ঝড় ওঠে, মন্ত্রী মহাশয়!

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। শিঞ্জন! শুধু কোশলই আস্‌ছে, না আর কেউ যোগ আছে?

শিঞ্জন। যোগ হয়েছে কি না এখনও—বল্‌তে পারি না, তবে যোগ দেবার জন্য প্রকারান্তরে ডাকা হয়েছে দু'চার জনকে—জানি।

মন্ত্রী। সংবাদটা বড় অসময়ে দিলে শিঞ্জন!

শিঞ্জন। আমার কোন ত্রুটী নেই, মন্ত্রী মহাশয়! কোশলরাজ আমায় বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন, আমি যথাসময়েই সরেছিলাম; কিন্তু বনুডাকাতের ছেলেটা আমার সময়টা নষ্ট ক'রে দিলে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে অভ্র পুনরায় উপস্থিত হইল।

অভ্র। মহারাজ কোথায়? শিঞ্জন, মহারাজ কোথায়?

শিঞ্জন। কেন—কেন?

অভ্র। মহারাজ কোথায় বল? প্রাসাদের ভিতর না বাইরে?

শিঞ্জন। বাইরেই ছিলেন, আমার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন দেখ্‌লুম; সম্ভব ভিতরে ঢুকেছেন।

অভ্র। এঃ !

শিঞ্জন। কেন ? ব্যাপার কি ? ফির্‌লে যে তুমি ?

অভ্র। যাবার উপায় নাই ; প্রাসাদ অবরুদ্ধ।

মন্ত্রী ও শিঞ্জন। অবরুদ্ধ !

অভ্র। সংখ্যাতীত সৈন্যে, একটা মক্ষিকার পর্য্যন্ত উড়ে যাবার ফাঁক নাই।

মন্ত্রী। ভগবান ! ভগবান !

শিঞ্জন। অস্ত্রাগার ?

অভ্র। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ স্বয়ং তার দুয়ারে।

শিঞ্জন। সৈন্যশিবিরও অধিকৃত তা'হ'লে ?

অভ্র। সে আর বল্‌তে ! শিঞ্জন, তুমি মহারাজের সন্ধানে যাও ; আমাদের দশায় যা হয় হোক্—তাঁকে নিরাপদ ক'র্‌তে হবে। মন্ত্রী মহাশয় ! আপনি রাজকোষ হ'তে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসুন, মহারাজকে সরাতে হবে ; গায়ের জোরে আর হবে না।

বীর্য্যশ্বেত উপস্থিত হইল।

বীর্য্যশ্বেত। স্বর্ণমুদ্রার জোরেও হবে না, মগধ-সেনাপতি ! কোশল-রাজ্য সে ধাতুর নয়। ধন্যবাদ দিই তোমার উপায় উদ্ভাবনকে ; মগধের সেনাপতি না তুমি ? তোমার মস্তিষ্ক এত কলুষিত ? হবেই ত, যেমনি রাজ্যপিপাসু রাজা—তেমনি তার অর্থপ্রিয় সেনাপতি।

শিঞ্জন। তোমার রাজারই বা এ কি নীতি কোশল-সেনাপতি ? এই অতর্কিত আক্রমণ ?

টঙ্কার উপস্থিত হইল।

টঙ্কার। পিতৃদ্রোহী শ্বাপদ হিংস্রককে আক্রমণের আবার নীতি কি ?

অজাতশত্রু উপস্থিত হইলেন।

অজাত। কে বলে অজাতশত্রু পিতৃদ্রোহী ?

টঙ্কার। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বলে।

অজাত। মিথ্যাবাদী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ; রসনা উৎপাটন কর, সেনাপতি।

প্রসেনজিৎ উপস্থিত হইলেন।

প্রসেন। আমার রসনা আগে উৎপাটন কর ; আমি বলি—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হতেও উঁচু গলায়—অজাতশত্রু পিতৃদ্রোহী।

অজাত। [ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া] আপনার রসনা আর উৎপাটন কর্‌বো না, আপনাকে আমি রসনা সত্বেও বোবা কর্‌বো। কিসে আমি পিতৃদ্রোহী ? মিথ্যাকথা—ভ্রান্তের কল্পনা। আমি ধর্ম্মদ্রোহী হ'তে পারি। পিতা আবার কে ? জীবের জন্মদাতা, জন্মদায়িনী—সব একমাত্র প্রকৃতি।

প্রসেন। চুপ কর, চুপ কর অজাতশত্রু ! এ কথা শুন্‌লে জীব-জগত ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—জন্মদান, গর্ভধারা সৃষ্টি হ'তে উঠে যাবে ; তোমার প্রকৃতি পর্য্যন্ত অপ্রকৃতিস্থা হ'য়ে দাঁড়াবে।

অজাত। হোক্ প্রকৃতি অপ্রকৃতিস্থা, উঠে যাক্ জন্মদান, গর্ভধরা ; উঠুক ক্ষেপে মূর্খ ভ্রান্ত জীব-জগত ;—শুনুক সে সত্য বাণী—জীবের জন্মদাতা, জন্মদায়িনী—প্রকৃতি।

প্রসেন। অজাতশত্রু !

অজাত। চুপ করুন আপনি, আপনার প্রতিবাদ শোভা পায় না ; আপনি আমা হ'তে কোন অংশে কম নন। আমি পিতাকে অবরোধ করেছি, আপনিও পুত্রকে বন্দী করেছেন। আমি যদি পতৃদ্রোহী, আপনিও

পুত্রদ্রোহী। আমার কথা শুনে জন্ম দেওয়া যদি জগত হ'তে উঠে যায়, আপনার কাণ্ড দেখে—জন্ম নেওয়াও উঠে যাবে।

প্রসেন। চমৎকার বিচার তোমার, অজাতশত্রু! পিতৃদ্রোহ—আর পুত্র শাসন—

অজাত। সমান। কে পিতা? কে পুত্র? আপনি যাঁকে পিতা বল্‌ছেন—তিনি অতীতের পুত্র, যাকে পুত্র বল্‌ছেন—সে ভবিষ্যতের পিতা।

প্রসেন। তা হ'লেও পিতা—পিতা; পুত্র—পুত্র।

অজাত। ছোট বড় দুয়ের কেউ নয়; দেনা পাওনা কারও সঙ্গে কারও নাই; উভয়েরই সমান আদান প্রদান। পিতা পুত্রের জন্ম দেয়—পালন করে, পুত্রমুখও পিতার প্রাণে আনন্দ দেয়—তৃপ্ত করে।

প্রসেন। জগত! কর্ণে অঙ্গুলি দাও, অন্যমনস্ক হও; এ ভাষা যেন তোমার কানে না যায়, এ ভাব যেন তোমার প্রাণে না ঢোকে। সেনাপতি! বন্ধন কর, বন্ধন কর।

ক্ষেমাদেবী উপস্থিত হইলেন।

ক্ষেমা। রজ্জু চাই? রজ্জু চাই? আমার কেশগুচ্ছ কেটে নাও।

বেণুদেবী উপস্থিত হইলেন।

বেণু। মা! আবার?

ক্ষেমা। হাঁ—আবার।

বেণু। এখনও তোমায় সাবধান কর্‌ছি, মা! মহারাজ বিম্বাসার তোমায় পাঠিয়েছেন—তাঁর আদেশ জানাও।

ক্ষেমা। মানি না—মহারাজ বিম্বাসারের আদেশ।

বেণু। তোমার স্বামীর আদেশ?

ক্ষেমা। মানি না।

বেণু। নারী ধর্ম্ম ?

ক্ষেমা। মানি না।

বেণু। [স্তব্ধ হইলেন]

ক্ষেমা। নারী-ধর্ম্ম—শুধু স্বামীর দুঃখে সারা হ'য়ে, স্বামীর উত্তরীয় প্রান্ত ধ'রে একত্রে ব'সে এক সুরে কান্নাই নয়, বেণু! স্বামীর দুঃখের কারণ ধ'রে, তাকে দলিত পেষিত শৃঙ্খলিত ক'রে, তার অনুতপ্ত নত মস্তকে স্বামীর চরণ পূজার আসন রচনা—সেও নারী-ধর্ম্ম। হোক্ মহারাজের আদেশ, হোক্ স্বামী আজ্ঞা,—আমি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়্বো না ;—সেই নারী-ধর্ম্ম পালন কর্‌বো! বন্ধন কর, প্রসেনজিৎ। বন্ধন কর।

বেণু। বাবা! মহারাজ বিম্বাসারের ইচ্ছা—তাঁর পুত্রের যেন বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা না হয়, ভারতবর্ষ তাঁকে ঠিক মগধেশ্বরই দেখে যেন। তিনি তাঁর অবরোধের প্রতীকার চান্ না ; প্রয়োজন হ'লে সে প্রতীকার তিনি নিজেই কর্‌তে পার্‌তেন, কারও সাহায্যের অপেক্ষা কর্‌তে হ'তো না। এ অবরোধে তিনি ব্যথিত নন, বরং আনন্দিত—নির্জ্জন, নিশ্চিন্ত ধর্ম্মচিন্তার জন্য। বুঝে কাজ কর, বাবা!

ক্ষেমা। তার চেয়ে বল না বেণু, স্পষ্ট কথা—'তুমি বাবা, আমি মেয়ে, আমি রাজ্যভোগ কর্‌ছি, মগধের মহারাণী হয়েছি—তোমার এ বুক-ব্যথা কেন ? আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও, তুমি স'রে যাও।'

বেণু। মা! আর আমি তোমার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লুম না ; তুমি বার বার আমায় রাজ্যই দেখাচ্ছ। রাজ্যসুখের প্রয়াসিনী আমি—না ক্ষেমাদেবী তুমি ?

ক্ষেমা। আমি—আমি ; সত্যই ত। তুমি আমার রাজ্য আত্মসাৎ

কর্‌ছ, মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ, ব্রহ্মতালুতে দংশন কর্‌ছ,—রাজ্য-প্রয়াসিনী আমি, সর্ব্বগ্রাসিনী আমি, বিষধরী ভুজঙ্গিনী আমি।

বেণু। শত বার। তোমার রাজ্যটা কিসের মা, আত্মসাৎ কর্‌ছি? তোমার মুখের গ্রাস কাড়্‌তে গেল কে? তোমার ব্রহ্মতালুতে দংশন ত কেউ করে নাই। পিতার রাজ্য—পুত্র নিচ্ছেন, যাঁর মুখের গ্রাস—তিনি হাতে তুলে দিচ্ছেন, যাঁর ব্রহ্মতালু ক্ষত—তিনি নির্ব্বিকার স্থির; তুমি কে? তোমার এত গায়ের জ্বালা—ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছ?

ক্ষেমা। শুন্‌ছো প্রসেন, শুন্‌ছো তোমার বিদুষী কন্যার উক্তি? আমি কে! ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছি! বেণুদেবী! রাজ্য-অপহারক অজাতশত্রুর তুমি যে, হৃতসর্ব্বস্ব বিম্বাসারের আমিও সে। তুমি যদি মহারাজ বিম্বাসারের আদেশের ভাণে শত্রুর শত্রু রোধ ক'রে বেড়াতে পার, আমারও এ ছট্‌ফটানি অসঙ্গত নয়,—যাও। প্রসেন! ভাব্‌ছ কি? কন্যার মুখ? বন্ধন কর—বন্ধন কর।

বেণু। কার সাধ্য, মগধেশ্বর বিম্বাসারের আদেশ অমান্য করে!

ক্ষেমা। আমার সাধ্য; আমি করি।

বেণু। সাবধান, ক্ষেমাদেবি!

ক্ষেমা। সাবধান, বেণুদেবি!

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। শান্ত হও মা মগধেশ্বরী—বিম্বাসার-মহিষী!

ক্ষেমা। গুরুদেব! [অভিমানে কাঁদ-কাঁদ হইলেন]

কাশ্যপ। মহারাজ বিম্বাসারের আদেশ না মান, তোমার স্বামীর আদেশ না মান, নারী-ধর্ম্ম না মান,—মানব-ধর্ম্ম তোমায় মান্‌তেই হবে যে মা মমতাময়ি!

ক্ষেমা। মানব-ধর্ম্ম?

কাশ্যপ। অহিংসা। মানব-ধর্ম্ম—নির্ম্মল শুদ্ধ দৃষ্টি, সত্য বাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধু ব্যবহার, পুণ্য কর্ম্ম, সাধু উপজীবিকা, শুদ্ধ স্মৃতি, সত্য ধ্যান—এই অষ্টবিধ অনুষ্ঠান আর হিংসা, চৌর্য্য, পিশুনতা, যথেচ্ছ-আচার, মিথ্যাচার, পরুষতা, বিরুদ্ধভাষিতা, মিথ্যা মনোযোগ; মিথ্যা-দৃষ্টি, প্রাণীবধ—এই দশবিধ পরিত্যাগ।

ক্ষেমা। গুরুদেব! বড় জ্বালা।

কাশ্যপ। কিসের জ্বালা, শান্তিময়ি। দুঃখের? দুঃখ নাই; দুঃখ অবিদ্যার ভ্রান্তি। সুখের তৃষ্ণা রোধ কর,—কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, আত্মা অস্পন্দ, অক্রিয়, অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার। যাও মা দেবসহধর্ম্মিনী—অন্তঃপুরে।

ক্ষেমা। [নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন]

টঙ্কার। দিলে! দিলে—অমন বজ্রবিদ্যুৎভরা বৈশাখী মেঘখানায় হাওয়ায় উড়িয়ে? দিলে—রোষ-দোদুল উদ্যত ফণাটায় মন্ত্রমুগ্ধ জরসর ক'রে? দূর—

কাশ্যপ। তুমিও শান্ত হও টঙ্কার, তোমার জীবনদাতা আবার বন্দী কোথায়? দেখ, এখনও তিনি বন্দীর মুক্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন।

প্রসেন। ঠাকুর—

কাশ্যপ। তুমি অহিংসাধর্ম্মী, প্রসেনজিৎ। কথা কয়ো, না; এস আমার সঙ্গে।

[প্রসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

অজাত। কাশ্যপ! সাবধান!

কাশ্যপ। কিসের সাবধান, রাজা!

অজাত। সিংহকে পিঞ্জরমুক্ত করছো—সে পোষ মান্‌বে না; সাবধান।

কাশ্যপ। আমি ত সিংহকে পিঞ্জরমুক্ত করি নাই, রাজা! আমি এক তরুণ সূর্য্যকে মেঘমুক্ত কর্‌ছি।

অজাত। এখনও বল্‌ছি কাশ্যপ, সাবধান! সে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে আশ্রয় নেবার বৃক্ষতল—তৃণাঙ্কুরটী পর্য্যন্ত থাক্‌বে না!

কাশ্যপ। তার জন্য সাবধান হবার কিছু নাই রাজা! যে সূর্য্য-তাপ বৃক্ষ তৃণ শুষ্ক করে, সেই সূর্য্যতাপই আকাশে মেঘের সঞ্চার এনে অশ্রান্ত জলধারায় নূতন বৃক্ষ নূতন তৃণের জন্ম দেয়;—ধ্বংসেও ধর্ম্ম আছে।

[প্রসেন, টঙ্কার ও বীর্যশ্বেত সহ প্রস্থান।

অজাত। ধ্বংসে ধর্ম্ম নাই, কাশ্যপ! ধর্ম্মেই ধ্বংস। আর প্রমাণ নয়, বিচার নয়, এবার আমি তা প্রত্যক্ষ করাব' তোমায়! কাশ্যপ! মগধেশ্বর শক্তিহীন, অমনি কোশলেশ্বরকে ধরেছ! কোশলও থাক্‌বে না। মনেও ক'রো না—কোশল যাবে, আবার কৌশাম্বী আছে; কোশলকে আমি এমনভাবে যাওয়াব—মাথা তোলা ত দূরের কথা—পৃথিবী খুঁজে আর উঁকি মারবার লোক পাবে না।

[প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিঞ্জনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। অভ্র! আর না, আমার রাজ কার্য্যে অবসর।

[প্রস্থান।

অভ্র। আমার অবসর বোধ হয় একেবারেই।

[প্রস্থান।

বেণু। ক্ষমা কর মা! আমাদের ক্ষমা কর। [ক্ষেমার হাত ধরিলেন]

ক্ষেমা। চেষ্টা কর্‌ছি, বেণু! চেষ্টা কর্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞভূমি।

যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানাদি সজ্জিত।

আজীবক ও ব্রাহ্মণগণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

আজীবক। [উদ্দেশে] ম্লেচ্ছ-যুগের বিলম্ব আছে, ভারতবর্ষ। এখনও যজ্ঞোপবীতধারী বাসব-শাসক ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান, এখনও তাদের আরাধ্য উপাস্য সর্ব্বস্বধন—বেদ ; এখনও তার প্রত্যেক মন্ত্রপুংক্তি জীবন্ত, অব্যর্থ ;— দেরী আছে যথেচ্ছাচারের। ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মণ্যদেবকে জাগ্রত ক'রে—আপন আপন আসন গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণগণ। জয় ব্রহ্মণ্যদেব। [স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন]

আজীবক। [উদ্দেশে] ঋষি দুর্ব্বাসা! আজ তুমি কোথায়? কর্ম্ম-কাণ্ডের বজ্রকীট কৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ দ্বাপরব্যাপি প্রতিযোগিতায় বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে গেছ তুমি ; আবার যে তার পুনরভিনয়! প্রণাম তোমায় ; যেথায় থাক—আশীর্ব্বাদ কর তোমার কুল পুত্রদের ; শক্তি দাও—জীর্ণ দেহে জগত শাসনের। ব্রাহ্মণগণ! গায়ত্রী চিন্তা ক'রে কর্ম্ম আরম্ভ কর। [নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন]

ব্রাহ্মণগণ। ওঁ—

গীতকণ্ঠে মদগালি উপস্থিত হইল।

মদগালি।—

গীত।

কেন ভস্মে ঢাল ঘৃত।
যত নাড়া দাও—দাঁড়াবে না—যা জীবনশূন্য, মৃত।

আজী। ব্রাহ্মণগণ! অত্যাচারটা দেখ একবার! স্বর্গ-দুন্দুভির প্রথম নিনাদেই বিঘ্ন-দৈত্যের বিকট চীৎকার। [মদগালির প্রতি] তোমার নাম বোধ হয় মদগালি? তোমায় পাঠিয়েছে; কাশ্যপ—না?

মদগালি।—

[পূর্ব্বগীতাংশ]

আমি সত্যের প্রেরণা—
আমার স্বেচ্ছাগতি—স্বভাব গীতি—
মদগালি সেবক কারো না;
আমার রাজ জীবনী শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃত।

আজী। দূর হও, দূর হও বেদনিন্দুক বুদ্ধের উপাসক! দূর হও উচ্ছৃঙ্খল, যথেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছ!

মদগালি।—

[ ]

আছি দূরে—অতি দূরে—
শান্তি-সুখ-সম্পদ ভরা প্রেমের রাজপুরে.
কেন হিংসায় মর পুড়ে, হও প্রভুর অনুসৃত।

আজী। ব্রাহ্মণগণ! কি দেখ্ছ? নরক। কি শুন্ছ? প্রেতের অর্থহীন উন্মাদ চীৎকার। শান্তি দাও—শান্তি দাও; ওর সমুচিত শাস্তি

—ওর গর্ব্বিত পাপ মস্তকে মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণের এই পাদুকা প্রহার।
[পাদুকা প্রহারে উদ্যত]

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইল।

ভিক্ষুগণ।—

গীত।

শত শির পাতা—শতেক পাদুকা কর গো কর প্রহার।
শত বুক চিরে পান কর—একই শোণিত-ধার।
শত জীবনের মরণ হাসে,
যাও শতক্রতুর স্বরগ বাসে,
শোন জয় গান শত কণ্ঠে—স্বতঃ নির্ব্বিকার,—
পাবে না অশ্রু শতটি বিন্দু,
ডুবিবে না সৎ অমল ইন্দু,
হবে না শুষ্ক শত অগস্ত্যে প্রেমের পারাবার।
[প্রহারার্থে সকলে মস্তক পাতিয়া দিল]

আজী। [উদ্দেশে] ঋষি ভার্গব! একবার তোমার আচারভ্রষ্ট ক্ষত্ররক্ত-স্নাত পুণ্য কুঠারখানি এই আজীবক ব্রাহ্মণকে দিতে পার? দাও না, দেব! তুমি ত্রিসপ্তবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছিলে—আমি একটা মুহূর্ত্তও বসুন্ধরাকে বৌদ্ধশূন্য করি।

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। আর তা হয় না, আজীবক! তোমার ভার্গবের হিংসাময় উগ্র কুঠার সত্য-অবতার দাশরথির শান্তিময় শ্যামরূপে মুগ্ধ—মূর্চ্ছিত—নিস্তেজ।

আজী। কাশ্যপ! কাশ্যপ! যাই কর—তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার

যজ্ঞে বিঘ্ন দিয়ো না ; আমার অনুরোধ—তোমার স্বেচ্ছাচারী সহযাত্রীদের নিয়ে যজ্ঞস্থল হ'তে যাও।

কাশ্যপ। যাচ্ছি, আজীবক! অনুরোধ করতে হবে না ; আমায় বুঝিয়ে দাও—তোমার এ যজ্ঞ কি জন্য? জগতের কল্যাণে, না—জগতের প্রতি হিংসায়?

আজী। এঃ, কাশ্যপ! তুমি কখনও ব্রাহ্মণ-সন্তান নও।

কাশ্যপ। সত্য বলেছ, আজীবক! তোমার এ যুক্তির প্রতিবাদ আমি করতে পারব না। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান নই, আমি মানব-সন্তান।

আজী। তুমি চণ্ডাল। তুমি ব্রাহ্মণের অনুরোধ অগ্রাহ্য কর, বৈদিক যজ্ঞ হিংসা বল, অতীতের আর্য্য ঋষিদের দুর্নাম দাও,—তুমি চণ্ডাল।

কাশ্যপ। বাধ্য হ'লাম ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল হ'তেই। যদিও চণ্ডাল জগতের চক্ষে নির্ম্মম—কঠোর, কিন্তু তার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের এ কদর্য্য গর্ব্ব নাই—তাতে বেশ একটা নীচতার নিঃসঙ্কোচ আনন্দ আছে। আমি তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করি, আজীবক! তুমি একাধিপত্যের নেশায় জগতের বুকে বিষ উদ্গীরণ করবে, আর তুমি ব্রাহ্মণ ব'লে আমি তোমার অনুরুদ্ধ হস্তপদবদ্ধ বোবা হ'য়ে থাকব? আমি তোমার এ যজ্ঞকে সহস্রবার হিংসা বলি ; তুমি বেদের দোহাই দিয়ে প্রতি সূর্য্যাস্তে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নির্ব্বাক্ প্রাণী বধ করবে, আর যজ্ঞের বিধান ব'লে মস্তক অবনত ক'রে, আমি তা দয়া, করুণা, কল্যাণ, পুণ্য ব'লে মেনে নেব? তোমার আর্য্য ঋষিদের দুর্নাম আমি দিই না, তাঁদের চরণে শত কোটী প্রণাম ; এ হত্যাময় রক্ত-প্লাবিত ক্রূর উদ্দেশ্য কখনই তাঁদের নয়—তাঁদের যজ্ঞের অর্থ নিশ্চয় অন্যরূপ ; তাঁদের যজ্ঞস্থল—মানবের পবিত্র হৃদয়, যজ্ঞানল—জ্ঞান, যজ্ঞ-পশু—কাম।

ব্রাহ্মণগণ। [সমস্বরে] সত্য—সত্য—সত্য।

আজী। [সপদদাপে] স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও, অপরিণামদর্শীগণ! কার উত্তেজনায় সায় দিচ্ছ? আচমন কর—আচমন কর, জিহ্বা তোমাদের অপবিত্র হ'য়েছে। বল—ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা—

কাশ্যপ। প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মণগণ! সত্যের পোষকতায় সত্য শব্দ উচ্চারণ ক'রে—যদি জিহ্বা অপবিত্র হয়, তাকে পবিত্র কর্‌বার আচমন-মন্ত্র কোন শাস্ত্রে নাই, তার আচমনীয়-জল কারও কমণ্ডলুতে নাই।

ব্রাহ্মণগণ। সত্য—সত্য।

আজী। ভস্ম হবে—ভস্ম হবে। দেখ্‌তে পাচ্ছো—পামরগণ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গময় উদ্ধে কি? তোমাদেরই মর্ম্মাহত পিতৃপিতামহগণের ক্রুদ্ধদৃষ্টি! সাবধান—সাবধান!

কাশ্যপ। নির্ভয়! নির্ভয়! অন্তরে অনন্ত ধারায় বিশ্বপ্রেমের জীবন-সিন্ধু উদ্বেলিত; কি ভয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের? ঐ দেখ পবিত্রাত্মাগণ! বজ্র তোমাদের পুণ্য-চরণে প্রণাম ক'রে সজল-নয়ন—স্থির।

ব্রাহ্মণগণ। সত্য।

আজী। কুলাঙ্গারগণ! স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

কাশ্যপ। ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের স্বধর্ম্ম কি? তোমরা শ্বাপদ পশু নও, তোমরা মানব—মানবের শ্রেষ্ঠ; তোমাদের স্বধর্ম্ম কি পিশুনতা, পরুষতা, দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছাচার! না, তোমাদের স্বধর্ম্ম—শুদ্ধ দৃষ্টি, সুসঙ্কল্প, জগতের প্রতি সাধু ব্যবহার? মানব-ধর্ম্ম—হিংসা, না অহিংসা?

ব্রাহ্মণগণ। অহিংসা মানব-ধর্ম্ম।

আজী। [ক্রোধে আত্মহারা হইয়া নিজে নিজেই আচমন করিতে লাগিলেন] ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু!

কাশ্যপ। মানবশ্রেষ্ঠগণ! কামনার সহস্রভুজা প্রতিমা-পূজা:

তোমাদের ধর্ম্ম নয়, তোমাদের লক্ষ্য—নির্ব্বাণ ; তার যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, বিধান—নিষ্কাম ; তার প্রকৃষ্ট অনুষ্ঠান—অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণগণ। [আনন্দ উচ্চকণ্ঠে] অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

আজী। [পূর্ব্বভাবে] ওঁ বিষ্ণু ! ওঁ বিষ্ণু !

কাশ্যপ। এস, বন্ধুগণ ! বন্ধুর এ ভেদভূমি হ'তে শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র সমতলে ! [অগ্রসর হইলেন]

ব্রাহ্মণগণ। জয় ভগবান বুদ্ধদেব ! [কাশ্যপের অনুসরণোদ্যত]

আজী। [বাধা দিয়া] দাঁড়াও, কাশ্যপ ! [যজ্ঞ ভূমি হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া] খড়্গ নাও, আমায় হত্যা ক'রে যাও।

কাশ্যপ। তোমায় আমি হত্যা কর্‌ব, আজীবক ! ও পশুঘাতী খড়্গে নয় ; তোমায় হত্যা কর্‌ব—প্রেমের বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়। তুমি মানবশ্রেষ্ঠ।

আজী। আমি পশুর অধম। আমার চক্ষের সমক্ষে আমার যজ্ঞস্থল হ'তে আমার সহধর্ম্মী ব্রাহ্মণদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে নরকে নামিয়ে নিলে, ওঃ—না কাশ্যপ, আমি তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী ; হত্যা কর, আমায় আত্মহত্যাটা করিয়ো না।

কাশ্যপ। নির্ভয় ! রক্ষা কর্‌ব তোমায় আত্মহত্যাপাপে। আত্মহত্যা—বক্ষে খড়্গাঘাত ক'রে জীবন বিসর্জ্জন নয়, আজীবক ! প্রকৃত আত্মহত্যা—আপনার স্বরূপ না বুঝে জীবন্তে জীবন অপব্যয়।

আজী। [খড়্গ ফেলিয়া] যাও, কাশ্যপ ! আমি মর্‌তে চাই না—তোমার অনুগ্রহে পদাঘাত করি। যাও—জীবন অপব্যয়, আত্মহত্যা, সৃষ্টির অনন্ত পাপ আসুক আমার মাথায়, জেনে যাও—আমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমার বুদ্ধের পায়ে মাথা নোয়াব না। মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর

আমার পথপ্রদর্শক। আমি আমার বৈদিক যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা কর্‌বই কর্‌ব।

[প্রস্থান।

কাশ্যপ। কর আজীবক, মহাযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা—প্রাণপণে, প্রত্যেক মন্ত্রপুংক্তির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি ক'রে ; আমি তোমার বিরুদ্ধাচারী নই—সাহায্যকারী। সাবধান। সে যজ্ঞে যেন কামনা না থাকে, হিংসা না থাকে, অহমিকা না থাকে ; আগে তার বেদী নির্ম্মাণ কর, হৃদয় পবিত্র কর ; স্বভাব গঠন কর।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুগণ।—

গীত।

ওরে স্বভাব গঠন কর—আগে স্বভাব গঠন কর।
সাধন, ভজন, যজ্ঞ, যোগ সব ক্রিয়া তার পর।
শস্তের ক্ষেত কর্‌বি সেচন ফাটাল পথে রাখিস যদি,
পৌঁছাবে না বিন্দু বারি যতই ঢালিস পুকুর নদী ;
তোর ফুলের শয্যায় কি কর্‌বে বল্ হ'লে সাপের ঘর।
কাম-লালসার বদ্ হজমে ধর্ম্ম-পিপাসা
উল্টো হবে বাড়্‌বে জ্বালা দেখবি তামাসা
ওরে ভুষ্টু ক্ষিদেয় খাস্ না পাগল, ছাড়া বিষম জ্বর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

খঞ্জনী বাজাইয়া সনাতনী গাহিতেছিল।

গীত।

আমি পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব তা বিনু সকলই পর॥
আমার সেই ত আপন—
কালার পিরীতি যে বুঝেছে সেই ত আপন—
আমি পিরীতি দ্বারের কপাট করিব, পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আশেকে সদাই থাকিব, পিরীতে গোঙাব কাল॥
আমি আন কথা কইবো না গো—
কানুর পিরীতি ছাড়া—আন কথা কইবো না গো—
আমি পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব, পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি বালিশে আলিস ত্যজিব—থাকিব পিরীতি সাথে॥
আমি যাব না গো—
পিরীতি হীন মরুভুমে আমি যাব না গো—
আমি পিরীতি সরসে সিনান করিব পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম পিরীতে পরাণ দিব॥
আমার মরণ হবে—
সেই শ্যামবরণের পিরীতে আমার মরণ হবে—
সে মরণ আমার সুখের মরণ॥

সেবানন্দ উপস্থিত হইল।

সেবানন্দ। [আপনমনে] পাপিষ্ঠা—প্রগলভা—অপরিণামদর্শনী ;
কি বল সনাতনী ?

সনাতনী। গোবিন্দ ব'লে—কার কথা আজ্ঞা করছেন প্রভু ?

সেবানন্দ। এই, যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ক'রেও সম্প্রদায়ভুক্ত হয় না, গোবিন্দ-প্রেমরসে অবগাহন ক'রে দ্রব হ'য়ে যায় না, সুমধুর রাসলীলায় উপেক্ষা ক'রে মক্ষিকার মত ক্ষতস্থানে উড়ে বেড়ায়,—নয় কি ?

সনাতনী। প্রভু বুঝি এখনও সেই বিধবা বালিকার বিষয় ভাবছেন ? হা গোবিন্দ !

সেবানন্দ। ভাব্‌বো না ? কি বল তুমি সনাতনী ! সে আমায় অবাক্ আশ্চর্য্য ক'রে গেছে ! তার জন্য আমি এত যত্ন কর্‌লাম, এমন পুলককণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন কর্‌লাম,—যুগল-মিলন, বস্ত্র-হরণ, মান-ভঞ্জন, যত সারাংশের টীকা টিপ্পনিটী পর্য্যন্ত বাদ দিলাম না—ও-হো-হো—গোবিন্দ হে ! সে বুঝ্‌লো না, সনাতনী ! ভগবত-প্রেম সে বুঝ্‌লো না !

সনাতনী। তার দুর্ভাগ্য প্রভু ! গোবিন্দ—গোবিন্দ ! আপনি অনুগ্রহ কর্‌লে কি হবে ?

সেবানন্দ। আ-হা-হা ! প্রাণবল্লভ ! সনাতনী ! সে যদি তার সেই অর্দ্ধস্ফুট উন্মুখ যৌবন কৃষ্ণসেবায় ঢাল্‌তে পার্‌তো, তার ব্রীড়াচকিত সম্মোহন কটাক্ষ মদনমোহনের মোহ উৎপাদনে হান্‌তে পারতো, তার লালিম অধরের ললিত হাস্য হরিকথায় মাখামাখি হ'তো,—ও-হো-হো—গোপিনাথ ! কি সুখের হ'তো বল দেখি, সনাতনী ! আমার কান্না আস্‌ছে, ক্রোধের উদ্রেক হ'চ্ছে,—হতভাগিনী, পাপিষ্ঠা সে !

সনাতনী। শুধু সে নয়, প্রভু ! গোবিন্দের চক্রে সংসারের সবাই ঐ রকম ; আপনার যারা শিষ্যা হয়েছিল—গোবিন্দের কৃপায় এখন বুঝছি—তারা কেবল মুখে হা গোবিন্দ—হা গোবিন্দ কর্‌তো, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব তাদের কেউ বোঝে নাই ; তারাও শুন্‌ছি নাকি সবাই গোবিন্দ ব'লে নালন্দার বৌদ্ধমঠে আশ্রয় নিয়েছে।

সেবানন্দ। এঁ্যা! বল কি সনাতনী! নালন্দার বৌদ্ধমঠে! আমার শিষ্যারা! গোবিন্দ হে—গোপিনাথ! [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] সনাতনী! আর না, আমি এ স্থান ত্যাগ করবো।

সনাতনী। কেন প্রভু?

সেবানন্দ। গোবিন্দের অনুগ্রহে এখানকার বৌদ্ধমঠের যেরূপ প্রবল বিস্তার দেখ্‌ছি, কোন্‌দিন আমাকে পর্য্যন্ত গোবিন্দ ভুলিয়ে দেবে, শ্রীমদ্ভাগবতে অবিশ্বাস জানিয়ে দেবে। আমি এস্থান ত্যাগ করবো— এই মুহূর্ত্তে—এখনই। [গমনোদ্যত]

আজীবক উপস্থিত হইল।

আজী। কোথা যাবে সেবানন্দ?

সেবানন্দ। আজীবক? যাব আত্মগোপনে!

আজী। পরাজিত হ'য়ে?

সেবানন্দ। গোবিন্দের ইচ্ছায়।

আজী। আমার স্বধর্ম্মীরাও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে—সেবানন্দ, আমি কিন্তু কোথাও যাই নাই।

সেবানন্দ। তোমার ধর্ম্মে আমার ধর্ম্মে—গোবিন্দের ইচ্ছায় এইটুকুই যে পার্থক্য আজীবক!

আজী। তোমার ধর্ম্মে আমায় দীক্ষিত করতে পার সেবানন্দ! আমিও বুকের ঘা হাত চাপা দিয়ে তোমার মত ঐরকম গোপনে গোপনে দেশত্যাগ করি! পার? দেখি তোমার ধর্ম্ম? পার না, পার না! তোমার ধর্ম্ম অশ্রুময়, বৈদিকের এ আগ্নেয়স্তূপে এক বিন্দুর সম্ভাবনা নাই। তার চেয়ে তুমি এস আমার ধর্ম্মে, আমি জলকে তপ্ত ক'রে নিতে পারবো। পালিয়ো না, সেবানন্দ! ভয় কিসের? তুমিও উৎপীড়িত,

আমিও মর্ম্মাহত ; এস, মিলিত হই,—বৌদ্ধমঠ ভস্ম করি, বৌদ্ধধর্ম্ম নরকে ডুবিয়ে দিই।

সেবানন্দ। গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! আমায় অব্যাহতি দাও আজীবক ! তোমার সহিত মিলিত হবার সাহস—গোবিন্দের কৃপায়—আমার মোটেই নাই। তোমার ধর্ম্ম এমন হিংসাময় ?

আজী। সেবানন্দ ! ক্রোধ যদি দুর্ব্বল-পীড়কের রক্তদর্শনে জাগ্রত হয়, সে ক্রোধ পশুত্ব ?—মহত্ব। কাম যদি সৃষ্টিরক্ষার্থে সুপুত্র উৎপাদনে উত্তেজিত হয়, সে কাম ব্যাভিচার ?—নিষ্কাম। হিংসা যদি অধর্ম্মের উচ্ছেদে অনল উদ্গার করে, কে বলে সে হিংসা ধর্ম্মের গ্লানি ?—ধর্ম্মের সগৌরব আত্মপরিচয়।

সেবানন্দ। শ্রীবৃদ্ধি হোক্ তোমার ধর্ম্মের—গোবিন্দের কৃপায়। যদিও ও সিদ্ধান্ত আমার ধর্ম্মের নয়, তবু ও সম্বন্ধে বৃথা বাদানুবাদের আবশ্যক বুঝি না। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আজীবক, বৌদ্ধধর্ম্ম যে অধর্ম্ম, তুমি কি প্রমাণে বিচার করলে ?

আজী। দোহাই সেবানন্দ ! তোমার হাতে ধর্‌ছি ভাই ! তুমি অন্য প্রসঙ্গে যত পার বাদানুবাদ কর, বৌদ্ধের নাম মুখে এনো না, ও সম্বন্ধে তর্ক তুল্‌লে আমি আমার জিহ্বাকে সংযত রাখ্‌তে পার্‌ব না— আমার সমস্ত ভাষা অশ্লীল হ'য়ে যাবে। তুমি এস আমার সঙ্গে, প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? চোখে চোখে দেখিয়ে দি—বৌদ্ধধর্ম্ম কি ?

সেবানন্দ। গোবিন্দ—গোবিন্দ ! রক্ষা কর আজীবক ! আমার সমদর্শী শুদ্ধ চক্ষুকে ছিদ্র-অনুসন্ধিৎসু ক্ষুদ্র ক'রো না। কি দেখাবে তুমি ? ধর্ম্মের ব্যাভিচার ? সকল ধর্ম্মেই আছে। মূলধর্ম্ম কেউ উদ্দেশ্যহীন— কলুষিত নয়। শান্ত হও, আজীবক ! আমি এখন দেখ্‌ছি—গোবিন্দের ইচ্ছায় বৌদ্ধধর্ম্মই বর্ত্তমান ভারতের যুগধর্ম্ম। ধর্ম্মের গণ্ডগোলে ভারতবর্ষ

আজ ধর্ম্মহীন—লক্ষ্যভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী ; তাকে গোড়া ধ'রে নূতন ক'রে ধর্ম্ম-বিদ্যার হাতেখড়ি দিতে হবে। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বভাব গঠনের ধর্ম্ম, ঠিক এ সময়কার উপযোগী ; সকল সাধন ভজনেরই প্রথম সোপান—স্বভাব-গঠন। আমি বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদে প্রশ্রয় দিতে পার্‌ব না, আজীবক ! আমায় অব্যাহতি দাও, আমার নমস্কার নাও।

আজী। নরকে যাও, নরকে যাও—মূর্খ অপদার্থ অদৃষ্টবাদী ক্লীব ! আমি ভুল ক'রেছি—তোমার সাহায্য প্রার্থনা ক'রে। গোপিভাব যার সাধনা, নারীত্বময় যার প্রতি লোমকূপ—প্রতি রক্তবিন্দু, ভ্রান্ত আমি—তাকে আহ্বান কর্‌তে এসেছি পুরুষোচিত কার্য্যে ! সেবানন্দ ! বৌদ্ধধর্ম্ম স্বভাব গঠনের ধর্ম্ম ? যে যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল না—সে যুগে কি আর স্বভাব গঠন হ'ত না ? 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' এ বাক্য কি বুদ্ধের আবিষ্কার ? বুদ্ধের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে—এ মহাবাক্য লিপিবদ্ধ মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশে। সেবানন্দ ! আবিষ্কার যা হবার হ'য়ে গেছে, আর নূতনত্বের উদ্ভাবন কারও ক্ষমতায় নাই ; এখন যার যা কিছু লাফালাফি—পুরাতনেই রং ফলিয়ে। আমি তা হ'তে দেব না। আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছিলাম—মনে করেছিলাম—শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসেরই বাক্যান্তর, তা নয়। আমি তোমার সাহায্যে থুৎকার করি, তুমি আমায় নমস্কার ক'রেছ—তার প্রতি-নমস্কারে আমি তোমায় শতবার ধিক্কার দিই।

[প্রস্থান।

সেবানন্দ। শ্রীগোবিন্দ ! তোমার থুৎকার আমার চন্দন লেপন, তোমার ধিক্কার আমার বৃন্দাবন-রজ আজীবক। সনাতনী ! চল, আমরা এস্থান ত্যাগ করি।

সনাতনী। এ স্থানের গতি? ভাগবতপ্রেম ব্যতীত যে জীবের নিস্তার নাই, প্রভু!

সেবানন্দ। নিস্তার হ'বে সনাতনী! বহুদূরে—এখন নয়। আমি প্রেমের উন্মাদনায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হ'য়েছিলাম; কিন্তু দেখ্‌ছি—ভারতবর্ষ চরিত্রহীন, এখন এ ধর্ম্ম ধারণা ক'র্‌তে পার্‌বে না, আমায় আত্মগোপন কর্‌তেই হবে। বর্ত্তমানে তার কর্ম্ম—চরিত্র গঠন, ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্ম। তারপর ব্রহ্মজ্ঞানশিক্ষা, ধর্ম্ম—সোহং। তারপর চৈতন্যের বিকাশ হ'লে ভাগবতপ্রেমের ছড়াছড়ি। দূরে—সনাতনী, দূরে। জয় শ্রীহরি—

[প্রস্থান।

সনাতনী।—

গীত।

আমি পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর।

[পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে সেবানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মগধ-অন্তঃপুর—উদ্যান।

উষাদেবী গাহিতেছিল।

উষা।—

গীত।

কেন ফুলে ভোমরা বসে কি মানসে গায় সে গান?
হয় না ত কই ঝালাপালা ফুল, তারই বা এ কিসের টান?
কেন লতা বেড়া পাকে
তরুর বুকে জড়িয়ে থাকে,
সোহাগে দাঁড়িয়ে তরু তার কেন এ আদর দান?
কেন রে চাঁদ মেঘের আড়ে,
উঁকি মারিস দেখিস্ কারে,
কেন ধরা হাসিস্ লো তায় ঢাকিস্ না তোর সরম মান?
কেন অত কিসের সুখে
মুখোমুখী সারী শুকে,
কেন রে আজ আমার বুকে ডাক্‌ছে এত 'কেন'র বান!

ক্ষেমাদেবী উপস্থিত হইলেন।

ক্ষেমা। আজ বোধ হয় ভাল আছিস উষা, কেমন?

উষা। হাঁ ঠাকু-মা, তোমাদের এখান আমার খুব ভাল লেগেছে। এই ক'দণ্ড এসেছি, আমার মনে হচ্ছে—আর কোন অসুখ নেই। ভাগ্যে তুমি আমায় এখানে আন্‌লে; কোশলে থাক্‌লে—ব্যারামে হ'ক না হ'ক—কব্‌রেজ মুখপোড়ার পাচন খেয়ে খেয়ে আমার হাড় মাটী হ'য়ে

যেত। সে কি আমায় এখানে আস্‌তে দেয় ? তার মুখের ওপর যমকে ডেকে দিয়েছি—তবে সে ছেড়েছে। [উদ্গার তুলিয়া] একটু বদহজম হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। তা রোজ যা হ'ত, তার কাছে কিছুই নয়। তোমার কাছে যে বদহজমের বড়ি আছে বল্‌ছিলে ঠাকু-মা—কই ?

ক্ষেমা। দেব—দেব, হাঁপাস কেন ? সন্ধ্যেটা উত্তীর্ণ হ'য়ে যাক্।

ঊষা। কেন, ঠাকু-মা। সে বড়ি কি রাত্রি না হ'লে খেতে নাই ?

ক্ষেমা। সে বড় চড়া অসুধ দিদি। ঠাণ্ডার সময় না খেলে বমি হবার ভয় আছে।

ঊষা। বেশ, তা—আমি কিন্তু সে বড়ি মুখে জল দিয়ে একেবারে গিলে খেয়ে নেব, তুমি যে মেড়ে চেটে-চেটে খেতে বল্‌বে তা হবে না।

ক্ষেমা। তোর যেমন ইচ্ছে খাস্; অসুধ চড়া হ'লেও খেতে বিস্বাদ নয়। চেটে, চুষে, চিবিয়ে—কিছুতেই তিত লাগ্‌বে না। আমি তোর মনের মত অসুধ ঠিক দেব, তবে অসুখ ভাল হ'লে আমায় বদ্দি-বিদেয় কি কর্‌বি বল দেখি ?

ঊষা। বদ্দি-বিদেয় ? তা—ঠাকু-মা ! তুমি যখন বদ্দি—তাইতো—তোমায় কি দিয়ে বিদেয় কর্‌ব ! এঃ ! মুস্কিলে ফেল্‌লে যে ? আচ্ছা তুমিই বল না—তুমি কি চাও ?

ক্ষেমা। দিবি ?

ঊষা। দেব।

ক্ষেমা। দেখিস্ ?

ঊষা। দেখ্‌ব আবার কি ! যা চাইবে—দেব। কি চাও, বল ?

ক্ষেমা। আজ নয়, চাইবো একদিন ; এখন চাইলে বুঝ্‌তে পার্‌বি না। তবে মনে রাখিস, ভুলিস না, স্বীকার কর্‌লি—যা চাইব—দিবি।

ঊষা। খুব—খুব ; আমি এই মাথার চুলে গেরো দিয়ে রাখলুম।

অদূরে উদয় আসিতেছিল।

ক্ষেমা। [উদয়ের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেতে] ঐ তোর বদহজমের বড়ি আস্‌ছে।

ঊষা। ও—মা। [লজ্জা-সঙ্কুচিত-আনন্দে ক্ষেমার পশ্চাতে দাঁড়াইল।

উদয় উপস্থিত হইল।

উদয়। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ালে আজ আর ছাড়ব্‌ না, ঠাকৃমা! আমার প্যাঁচ খেলা হচ্ছে না; তুমি যে আমায় কোশল থেকে লাটাই আনিয়ে দেবে বলেছিলে, কই?

ক্ষেমা। বা—রে! তুই এর মধ্যেই সন্ধান পেয়েছিস? ভাল; তা— এখনই কি তুই প্যাঁচ খেল্‌ছিস না—কি? দেব দরকার হ'লে।

উদয়। দরকার হয়েছে, যখনই খেলি, আমায় লাটাই দেখে নিতে হবে না? তার স্থতো কেমন—পরখ ক'রে রাখ্‌ব না? পলকা স্থতোয় ঘুড়ি ছেড়ে—শেষ লোকের হাততালি খাব না কি? তুমি ত বেশ!

ক্ষেমা। হাততালি খেতে হবে না রে! ভয় নাই; এর স্থতো মাজা। [ঊষাকে সম্মুখে ধরিয়া] এই দেখ্‌, পরখ কর্‌; কেমন দেখ্‌ছিস্‌?

উদয়। [ঊষাকে ক্ষণেক দেখিয়া লজ্জিত আনন্দে] এ—কে ঠাকৃমা?

ক্ষেমা। এই সেই লাটাই, তোকে যা দেব বলেছিলাম।

উদয়। ওর স্থতো কই?

ক্ষেমা। এর স্থতো বড় স্থক্ষ্ম দাদা! চোখে দেখা যায় না—প্যাঁচ লাগালেই টের পাবে।

উদয়। [কল্পিত ক্রোধে] যাও—তোমার লাটাই চাই না, তোমার সব দমবাজি বুঝ্‌তে পেরেছি। [পুনঃ পূর্ব্বোক্ত গদগদভাবে] বল না ঠাকৃমা—এ কে?

ক্ষেমা। একেই জিজ্ঞেস কর না, আমি আর পরের বোঝা কত বই ?

উদয়। [একটু চেষ্টা করিয়া] আমার লজ্জা পাচ্ছে।

ক্ষেমা। দূর ! [ঊষার প্রতি] তুই পার্‌বি পরিচয় দিতে ? ওর ত লজ্জা পাচ্ছে।

ঊষা। [একটু চেষ্টা করিয়া] আমার হাসি আস্‌ছে ঠাকু-মা ! [পরে উদয়ের প্রতি সঙ্কোচ আবেগে] তুমি আমায় জান না ? এঃ ! আমাদের বাড়ী কোশল, আমি মহারাজ প্রসেনজিতের পৌত্রী ! তুমি বুঝি এখানকার কুমার ? এঃ ! কেমন কুমার তুমি—লজ্জা পায় ?

উদয়। [লজ্জাজড়িত অনিচ্ছায়] ঠাকুমা ! আমি চল্লুম !

ক্ষেমা। কেন—কেন, যাবি কেন ?

ঊষা। লজ্জা পাচ্ছিল এতক্ষণ, এইবার বোধ হয়, ভয় পাচ্ছে ঠাকু-মা।

উদয়। পায় বই কি ভয়, তোমাদের কোশলের যে দেখ্‌ছি, ঠান্‌দি হ'তে নাত্‌নি পর্য্যন্ত একধার হ'তে সব সিংহরাশ।

ক্ষেমা। ভাল দাদা, ভাল ; তোমাদের মগধের যে ঠাকুর-দা হ'তে নাতি পর্য্যন্ত সব মেষরাশি—তা আমরা জানি ; তবে ভয় নাই তোমাদের, কোশল শীকার কর্‌তে আসে নাই, বন দখল কর্‌তে এসেছে, পালিয়ো না।

[প্রস্থান।

উদয়। [ক্ষেমাদেবীর গমন প্রতীক্ষা করিয়া ঊষার হস্ত ধরিয়া] তোমার নাম কি ?

ঊষা। [একটু আড়ষ্ট হইয়া] আমার নাম ? [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] আমার নাম কি হ'লে তোমার ভাল লাগে বল দেখি ?

উদয়। বা ! আমার ভাল লাগার জন্য তুমি কি নাম পাল্‌টে দেবে নাকি ?

উষা। তা দিতে হয় বই কি, মানুষের ভাল লাগার জন্যে মানুষ যখন দেহ পাল্‌টাতে পারে শুনেছি—তখন আর উষার সন্ধ্যা হ'তে কতক্ষণ ?

উদয়। সেজন্য তোমায় অত ব্যস্ত হ'তে হবে না, তুমি উষাই থাক—আর সন্ধ্যাই হও, আমি উদয়—ও দুয়েতেই আছি ; উষা হও—আমি উদয় আদিত্য, সন্ধ্যা হও—আমি উদয় চন্দ্র।

উষা। [কৃত্রিম ভয়ে] সর্ব্বনাশ! ছাড় কুমার—ছাড়, আমি ভুল করেছি। তুমি উদয়? তোমাতে অস্ত আছে ত তা'হ'লে!

উদয়। না—না—না, ভয় ক'রো না কোশল-কুমারী! উদয়ে অস্ত থাক্‌লেও আমি যে উষার উদয়। [চিবুক ধরিয়া বক্ষে লইল]

উষা।—

গীত।

এসো না উদয় উষার বাতাসে,
সে ত সারাদিন রবে না হে!
উষার কবরী নিমেষে এলায়,
পিপাসা পূরণ হবে না হে!
আমার নিমেষের আসা, নিমেষের হাসা, নিমেষের সুধা বর্ষণ,
আমি পাবো না কাহারও অনিমেষ আঁখি, দিয়ে নিমেষের দর্শন,
এ চপলা চমকে চাহিয়ো না বঁধু
আঁধারের অবধি রবে না হে!
যাও, সখা, যাও—অটুট মধুরে, কেন হেথা বৃথা গুঞ্জর,
এসো না খেলিতে বাসনার বশে শতদলসনে কুঞ্জর ;
তুমি দেবে না ত বাঁধা, দলিত করিয়ে
চ'লে যাবে কথা কবে না হে—
ছিঁড়ে যাব আমি মরমের টানে
সে বেদনা প্রাণে সবে না হে!

উদয়। [উন্মত্ত হইয়া] কর্‌লে কি—কর্‌লে কি কোশল-কুমারী? কোথায় দিলে আমার বাল্য? এ কার কণ্টকিত অসংযত স্পর্শ? তোমায় দণ্ড নিতে হবে এ ওলোট-পালটের। তোমার দণ্ড—তোমার দণ্ড—[গণ্ডে তীব্র চুম্বন করিলেন]

ঊষা। [অব্যবস্থভাবে] উঃ বিশল্যকরণী? এ কি শিহরণ। এ যে লঘুপাপে গুরুদণ্ড কুমার!

ক্ষেমাদেবী পুনরুপস্থিত হইলেন।

[ঊষা ও উদয় চমকিত হইয়া উভয়ে উভয়দিকে সরিয়া দাঁড়াইল]

ক্ষেমা। কি নাতনি! বদহজম সার্‌লো? কেমন বড়ি? [উদয়ের প্রতি] ঘুড়ী ছাড দাদা! আর দেখ্‌ছো কি? কথা কচ্ছিস না যে? ভাবছিস্ বুঝি—এ মাগী আবার এ সময় এখানে কি জন্য? দাদা। এ বাজারের চিঁড়ে মণ্ডা নয় যে, দমভোর খেতে হবে; এ কোশলের কস্তুরী—একটুগন্ধ পেটে গেছে ত, যাও ওতেই এখন একমাস ধাত বজায় থাক্‌বে।

উদয়। তা হ'লে ঠাক্‌মা! এ জিনিষ আমায় না দিয়ে—দাদা-মশাইকে দিলেই ভাল হতো; তাঁর ধাত বাঁধা বিশেষ দরকার—নাভি-শ্বাসের সময় হয়েছে।

ক্ষেমা। তোমার দাদামহাশয়ের জন্য ভাব্‌তে হবে না, ভাই! কস্তুরীর দরকার নাই—তাঁর কাছে এখনও মণভোব মকরধ্বজ আছে; তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাও। নাও, মালা বদল কর। [উভয়ের হস্তে মালা দিলেন]

উদয়। সে কি! বাবা জান্‌লেন না—মা জান্‌লে না—

ক্ষেমা। মন বদলের সময় ক'জনকে জানাতে গিয়েছিলে

ঊষা ওর আক্কেল ক'রে ! [ঊষার হস্ত ধরিয়া] মন্তর বল—লোহার বাঁধন দিলুম গলে। [উদয়েয় গলে মাল্য দেওয়াইলেন ; পরে উদয়ের হস্ত ধরিয়া] তুই বল্—নিলুম শরণ চরণ তলে। [ঊষার গলে মাল্য দেওয়াইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন]

গীতকণ্ঠে সখিগণ উপস্থিত হইল।

সখিগণ।—

গীত।

সরমে সোহাগে আজ আবির খেলা
যোগায় হাসির রং নয়ন চারি।
তার সুধার দুয়ারে আজ অধর দ্বারী।
পিয়াসা দাঁড়ায়ে আজ সাগর-কূলে,
শয়ন নয়ন ঠারে ঘুমের ঢুলে ;—
আজ সুষমা স্বভাবসনে রতিরতা,
আজ কথায় কথায় ভাবের গভীরতা,
আজ কবির ছন্দে কানন ছবি,
আজ গায়ক কণ্ঠে তুম-তা-না-রি।

বেণুদেবী উপস্থিত হইলেন।

বেণু। একি ! এ সব কি ? শঙ্খধ্বনি ! হুলুধ্বনি ! তোমার অন্তঃপুরে আজ কি মা ? এ কিসের উৎসব ?

ক্ষেমা। তোমার সপত্নিপুত্রের বিবাহ-উৎসব, বেণু !

বেণু। আমার পুত্রের বিবাহ ? কার সঙ্গে ?

ক্ষেমা। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—ঊষাদেবীর সঙ্গে।

বেণু। [উত্তেজিতভাবে] কি রকম ?

ক্ষেমা। [শ্লেষভরে] এই আমার সপত্নিপুত্রের সঙ্গে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—তোমার হয়েছিল যে রকম ?

বেণু। মা! তোমার উদ্দেশ্য কি ?

ক্ষেমা। উদ্দেশ্য বিশেষ কিছু না ; এই তোমরা হ'চ্ছ—সকল প্রকারে আমাদের উত্তরাধিকারী ; আমাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যশ, মান, সুখ, শান্তি—যা কিছু সবই তোমাদের প্রাপ্য ; তোমাদিকেই দিয়ে যেতে হবে, বা দিয়েওছি, কি তোমারই নিয়ে নিয়েছ ; যাক্, যখনই হোক্ নিতে ত ? তবে বর্ত্তমানে আমরা যে সুখে ভাস্ছি—অর্থাৎ আমার ভাইঝি তুমি—আমার পুত্রবধূ হ'য়ে এসেই আমায় রাজ্যচ্যুত কর্‌লে, এ সুখের উত্তরাধিকারী হবার তোমাদের কোন আশা-ভরসাই ছিল না। সবই পেলে যখন আমাদের, সে সুখও ত তোমাদের পাওয়া উচিৎ !—যাতে ভবিষ্যতে তা হ'তে বঞ্চিত না হও,—আমার এই রাবণের চিতা—তোমার বুকেও অবিশ্রান্ত জ্বলে—এই উদ্দেশ্য ! আর কি ? বুঝ্‌তে পেরেছ ?

[তির্য্যগ্‌দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিলেন।

বেণু। [কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া উদ্দেশ্যে] তা হ'লে তুমিও বুঝে রেখো মা ! তোমার উদ্দেশ্য অমূলক। আমি যদি সপত্নিপুত্রকে তোমার মত জঘন্য বাঁধনে না বেঁধে, যথার্থ ই স্নেহের চক্ষে দেখে এসে থাকি, তাকে কিছুতেই আমার সপত্নিপুত্র ক'রে দিতে পার্‌বে না ; আমি যদি মনেপ্রাণে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্থান হ'তে এক পদ স্খলিত না হ'য়ে থাকি, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—আমার কিঙ্করী—সেবিকা—দাসী হ'য়ে থাক্‌বে। তোমার উদ্দেশ্য আকাশ-কুসুম, তোমার অভিশাপ ব্যর্থ ; তোমার রাবণের চিতা—আমার বুকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়। এস পুত্র ! এস নববধূ আমার ! আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি, আমি তোমাদের

বরণ করি—নিষ্কাম সংসারের নির্ব্বিকার সিংহাসনে। [সখিগণের প্রতি] শুভাকাঙ্ক্ষিণীগণ! শঙ্খধ্বনি কর, হুলুধ্বনি দাও, আনন্দ কর,—আমার পুত্রের বিবাহ-উৎসব।

[প্রস্থান।

সখিগণ।—

[পূর্ব্ব-গীতাংশ]

আজ হিঙ্গুল কপোলে চুমের রাগ,
আজ নিটোল পযোধরে নখের দাগ,
আজ মানের অবসানে মদন-যাগ,
আজ দেনা-পাওনা দুয়ে থাড়াথাড়ি।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নালন্দা-মঠ।

জলন্ত মশাল হস্তে আজীবক উপস্থিত।

আজী। ধর্ম্মরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা; নীতি নাই, বিচার নাই, দয়া নাই, মায়া নাই, ন্যায় নাই, অন্যায় নাই,—ধর্ম্মরক্ষা—বৈদিকের কঠোর কর্ত্তব্য। সমস্ত দুয়ার বন্ধ ক'রেছি, ম্লেচ্ছের দল নিদ্রিত; এইবার—এইবার—[হস্তস্থিত অগ্নির প্রতি] অগ্নিদেব! তুমি আমার বেদের পরম দেবতা, তুমি আমার পরম পূজনীয়। সেদিন তুমি বড় অপদস্থ হয়েছ—অভুক্ত উঠে গেছ—আমার আরব্ধ যজ্ঞে আহুতি পাও নাই! আজ সেই

অপমানিত অনশনের প্রতিশোধ-পারণা। প্রসন্ন হও দেবতা আমার! জ্ব'লে ওঠ দুর্ভিক্ষ-ক্ষুধায়, আহুতি নাও—বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম। [মঠে অগ্নি প্রদান করিয়া তাণ্ডব উল্লাসে] হো—হো—হো—হো। ধর্ম্মরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। জাগ—জাগ এইবার ম্লেচ্ছের দল! প্রচার কর—অহিংসা-ধর্ম্ম। অগ্নিদেব! সর্ব্বভুক্! কি সুন্দর তোমার মূর্ত্তি, প্রভু! কি সুন্দর তোমার ধীকি ধীকি আক্রমণ! কি সুন্দর তোমার লক্ লক্ গ্রাস! তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও, দেবতা! শান্ত হও—শান্ত হও, ভারতবর্ষ। নিশ্চিন্ত নির্ভয় বিপ্রকুল! ধর্ম্মরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা—হো—হো—হো—

[অস্থির আনন্দে প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর।

মঠ—অভ্যন্তর।

সুপ্তোত্থিত কাশ্যপ।

কাশ্যপ। [ব্যগ্রকণ্ঠে] ধনু! ধনু! ওঠ—ওঠ, নিদ্রা রাখ, ভিক্ষুদের জাগাও—বিপদ উপস্থিত।

সুপ্তোত্থিত ধনু চক্ষু মুছিতে মুছিতে উপস্থিত হইল।

ধনু। প্রভু! প্রভু! কাকে ডাক্‌ছেন? কি আজ্ঞা কর্‌ছেন? কি হয়েছে?

কাশ্যপ। বিপদ হয়েছে ধনু! ঘরের মধ্যে এত ধোঁয়া কিসের? নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

ধনু। [হতভম্বের ন্যায়] তাই তো! তাই তো প্রভু! এ—কি?

কাশ্যপ। ভিক্ষুদের জাগাও ; বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—নিশ্চয় মঠে অগ্নি সংযোগ হয়েছে। ঐ অগ্নিশিখা! ভিক্ষুগণ—ভিক্ষুগণ—

ধনু। জাগান প্রভু আপনি ভিক্ষুদের, আমি দুয়ারের সন্ধান করি—ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাচ্ছে না।

[প্রস্থান।

কাশ্যপ। [উচ্চকণ্ঠে] ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণ! ঘুমিয়ো না আর ; গৃহে অগ্নি সংযোগ হয়েছে—জাগো।

ভিক্ষুগণ ছুটিয়া আসিল।

ভিক্ষুগণ। আগুন—আগুন, জাগো—জাগো ভাই সব! কে কোথায় ঘুমিয়ে ?

কাশ্যপ। দেখ—দেখ, কে কোথায় আছে, বিলম্বের সময় নাই,—এখনই সমস্ত ছাদ জ্বলে উঠ্‌বে। [ভিক্ষুদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া] উদ্দালক ?

জনৈক ভিক্ষু। আছি প্রভু!

কাশ্যপ। [ক্ষণেক অনুসন্ধান করিয়া] সারিপুত্র ?

দ্বিতীয় ভিক্ষু। এই যে দাস।

কাশ্যপ। [পূর্ব্বভাবে] সুজাত ?

তৃতীয় ভিক্ষু। সেবক উপস্থিত।

কাশ্যপ। [ক্ষণেক পর] মদগালি কই ? তাকে যে দেখ্‌ছি না—মদগালি।

মদগালি উপস্থিত হইল।

মদগালি। [সুরে] বুদ্ধং মে শরণং—সঙ্ঘ মে শরণং—ধর্ম্মং মে শরণং।

কাশ্যপ। আর কেউ নাই, সকলেই উপস্থিত। ঐ ছাদ জ্বলে উঠ্‌লো, চল—চল, গৃহত্যাগ করি, এই দিকে—এই দিকে দুয়ার। [অগ্রগামী হইলেন -পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিক্ষুগণ চলিল]

ধন্নু উপস্থিত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

ধন্নু। প্রভু! সর্ব্বনাশ! যাবার উপায় নাই, সকল দুয়ার বাইরে হ'তে বন্ধ।

কাশ্যপ। [দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলেন]

ধন্নু। দুয়ার ভাঙ্গবার চেষ্টারও ত্রুটী করি নাই। আমি ধন্নু ডাকাত—পদাঘাতে অমন অসংখ্য দুয়ার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছি; কিন্তু প্রভু, প্রত্যেক দুয়ারে আগুনের যেরূপ প্রবল প্রকোপ—আমার ডাকাতি-শক্তিও একতিল সেখানে দাঁড়াতে পার্‌লে না।

কাশ্যপ। [উদ্ধপানে চাহিলেন]

ধন্নু। পার্‌লুম না, প্রভু! পার্‌লুম না; সঙ্গ নিয়েছিলুম—মনে করেছিলুম, জীবন ভোর ত মানুষ ঠেঙ্গিয়ে এসেছি, এইবার জীবন দিয়ে ঐ পুণ্যজীবন রক্ষা ক'রে জন্মের পাপক্ষয় কর্‌বো। প্রভু! প্রভু! মহাপাপিষ্ঠ আমি, আমার মার্জ্জনা জগতের ইচ্ছাবিরুদ্ধ;—আপনাকে বাঁচাতে পার্‌লুম না।

কাশ্যপ। প্রয়োজন নাই; আমায় মর্‌তে হবে।

ভিক্ষুণীগণ। [নেপথ্যে] আগুন—আগুন, রক্ষা কর—রক্ষা কর, জীবন যায়।

ধন্নু। ও কি! কিসের চীৎকার ওদিকে আবার! নারীকণ্ঠ!

কাশ্যপ। বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—ভিক্ষুণী-কুটিরেরও এই অবস্থা।

ধন্নু। ও-হো-হো! কে রে? কে রে? কোন্ দুর্ব্বৃত্ত—

কাশ্যপ। [বাধা দিয়া] অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

ভিক্ষুণীগণ। [নেপথ্যে] রক্ষা কর—রক্ষা কর।

ধম্মু। ও-হো-হা—[মস্তকে হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িল, পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তেজিতভাবে] না প্রভু ! আমি যাব ; দুয়ার ভাঙ্গতে না পারি—সেইখানেই মাথা ঠুকে মর্‌বো। [গমনোদ্যত]

কাশ্যপ। [ধম্মুকে ধরিয়া] এইখানেই মরি এস, ধম্মু ! এক সঙ্গে, গলা ধরাধরি ক'রে।

ভিক্ষুণীগণ। [নেপথ্যে] রক্ষা কর—রক্ষা কর।

কাশ্যপ। [উচ্চকণ্ঠে] মা সকল ! কাকে ডাক্‌ছো রক্ষা কর্‌তে ? শরণ নিচ্ছ কার ? আমার এতদিনের চেষ্টা, যত্ন, শিক্ষা কি নিষ্ফল ? ধর্ম্মচিন্তা কর , ধ্যানস্থ হও, নির্ব্বাণ লাভ কর।

ভিক্ষুণীগণ। [নেপথ্যে সুরে] বুদ্ধং মে শরণং, সঙ্ঘ মে শরণং, ধম্মং মে শরণং।

কাশ্যপ। [ভিক্ষুগণ-প্রতি] বৌদ্ধগণ। আজ আমার মানবজীবনের সুপ্রভাত। বৌদ্ধধর্ম্ম কি, আমি তোমাদের প্রাণপণ যত্নে শিক্ষা দিয়েছি। আজ তোমাদের পরীক্ষা ; যদিও তোমরা পরীক্ষিত বহুবার, বহুক্ষেত্রে, কিন্তু পরীক্ষার এমন যোগ্যক্ষেত্র জীবনে কখনও ঘটে নাই ; এই তোমাদের শেষ পরীক্ষা, আর এই আমার শেষ কার্য্য। শিষ্যগণ ! কখনও মৃত্যুকে নিকটস্থ, সম্মুখীন, চক্ষের উপর দেখেছ ? কল্পনাই ক'রে আস্‌ছো মৃত্যুর রূপ, শুনেই আস্‌ছো তার সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত,—আজ প্রত্যক্ষ কর—গৃহদ্বার অবরুদ্ধ, গৃহচূড়া প্রজ্বলিত ; দেখ্‌তে পাচ্ছো ত মৃত্যুর স্বরূপ মূর্ত্তি ? বল দেখি শিষ্যগণ ! মৃত্যু কেমন ?

ভিক্ষুগণ। সুন্দর—সুন্দর !

কাশ্যপ। [কৃত্রিম বিস্ময়ে] সুন্দর ! মৃত্যু সুন্দর ? শিষ্যগণ !

অগ্নির ঐ উন্মাদ অগ্রসর, পলায়নের এই কম্পিত অক্ষমতা,—এই ত এখানে মৃত্যুর মূর্ত্তি? এই মৃত্যু সুন্দর?

ভিক্ষুগণ। অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

কাশ্যপ। শিষ্যগণ! আর বিলম্ব নাই; ঐ প্রজ্জলিত গৃহচূড়া—বজ্র-গর্জ্জনে এখনই মাথার উপর ভেঙ্গে পড়্‌বে, এই বহু যত্ন-পালিত নশ্বর দেহ অস্থির যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে ছাই হবে, এই উন্মুক্ত মানব-জন্ম - অবরুদ্ধ, নিঃসহায়, নীরব বেদনায় লুপ্ত হ'য়ে যাবে,—এই মৃত্যু অতি সুন্দর?

ভিক্ষুগণ। মৃত্যু স্বভাব সুন্দর।

কাশ্যপ। উত্তীর্ণ—মৃত্যু স্বভাব সুন্দর; পরীক্ষার শেষ তোমাদের,—কাশ্যপও মুক্ত গুরু দায়িত্ব হ'তে। শিষ্যগণ! সাধনায় সিদ্ধি আর কিছু নয়, কেবল মৃত্যুকে সুন্দর দেখা। মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর, ভীষণ দেখে কারা? বাসনার নেশায় যারা আত্ম-বিস্মৃত, কামনার কটাক্ষে কলুষিত, আশার ছলনায় প্রলুব্ধ পথহারা—তারা। বাসনা যাদের শূন্য, কামনা যাদের শূন্য, আশা যাদের শূন্য—তাদের চক্ষে মৃত্যু স্বভাব সুন্দর; তাদের মৃত্যু—মৃত্যু নয়—নির্ব্বাণ। [উদ্দেশে] এস মৃত্যু! এস নির্ব্বাণ! আমাদের কার্য্য শেষ, আমরা স্ফীতবক্ষে তোমার প্রতীক্ষা করি।

ভিক্ষুগণ।

গীত।

এস মৃত্যু—এস নির্ব্বাণ—এস বন্ধু—এস মিত্র।
আমরা জাগ্রত সদা দর্শনে সেই মূর্ত্তি সুপবিত্র॥
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান তোমার অনন্ত বিস্তার।
সত্য তুমি শাশ্বত তুমি তুমিই অখিল নিস্তার॥
এস মৃত্যু— এস নির্ব্বাণ ইত্যাদি—

ক্ষিতি অপ তেজ মরুত ব্যোমে তোমার বিজয় বাদ্য ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম তোমারই অর্ঘ পাদ্য ॥
এস মৃত্যু—এস নির্ব্বাণ ইত্যাদি—
শিক্ষাগুরু প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি হে চির সুন্দর ।
তোমারই বজ্র-শাসনে দ্রব কঠিন শৈল কন্দর ॥
এস মৃত্যু—এস নির্ব্বাণ —ইত্যাদি—
আমরা সাগ্রহে করি তব প্রতীক্ষা উদ্যত ভুজ-বন্ধনে ।
এস, এস হে সখা এস হে সুহৃদ রোধ এ মিথ্যা স্পন্দনে ॥
এস মৃত্যু—এস নির্ব্বাণ—ইত্যাদি—

কাশ্যপ। বুদ্ধং মে শরণং।

ভিক্ষুগণ। বুদ্ধং মে শরণং।

কাশ্যপ। সঙ্ঘ মে শরণং।

ভিক্ষুগণ। সঙ্ঘ মে শরণং।

কাশ্যপ। ধর্ম্মং মে শরণং।

ভিক্ষুগণ। ধর্ম্মং মে শরণং।

[সকলে ধ্যানস্থ হইলেন]

নেপথ্যে দস্যুগণ কলরব করিয়া উঠিল।

কলম্ব। [নেপথ্যে] ভাঙ্গ—ভাঙ্গ—দরোজা ভাঙ্গ ; জল দাও, জল দাও—পথ ক'রে নাও।

দস্যুগণ। [নেপথ্যে] জয় কালী ! জয় তারা !

দস্যুগণসহ কলম্ব উপস্থিত হইল।

কলম্ব। [ভিক্ষুগণ-প্রতি] বাইরে এস, বাইরে এস তোমরা, দুয়ার খোলা, পথ পরিষ্কার।

ধন্ধু। কে ! কলম্ব ?

কলন্দ। বাবা! বেরিয়ে এস এঁদের নিয়ে—দাঁড়িয়ো না আর!

ধনু। তুই এ সময় এখানে কি করে কলন্দ?

কলন্দ। কাছেই একটা ডাকাতি ছিল, এই পথেই ফির্‌ছিলুম, দেখ্‌তে পেলুম— আগুন। বেরিয়ে এস,—ছাদ পড়্‌লো ব'লে।

ধনু। [কলন্দকে বুকে ধরিয়া] কলন্দ! পুত্র! তুই আমার পরিত্রাণ কর্‌লি অনুতাপের নরককুণ্ড হ'তে, আমার ইহকাল পরকাল প্রভুকে রক্ষা ক'রে। তুই দস্যু নোস্, ধর্ম্মের দূত; তুই আজ ডাকাতি ক'রে ফির্‌ছিস্ নাই, তীর্থস্থান হ'তে আসছিস্। বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধগণ। নির্ব্বাণ-লাভ আজ আর তোমাদের ভাগ্যে নাই; সমাধি ভঙ্গ কর—ধর্ম্মের আদেশ [কাশ্যপের প্রতি] প্রভু। প্রভু—

কাশ্যপ। কে! কে সমাধি ভঙ্গ কর্‌লে?

ধনু। দাস! নির্ব্বাণানন্দের লোভ আজকের মত সম্বরণ কর্‌তে হবে, প্রভু! আমার জন্য; আমি আজও ঠিক বৌদ্ধ হ'তে পারি নাই;—এখনও আমি প্রভুর প্রাণ রক্ষার কামনা রাখি, এখনও আমি প্রভুর দাস হবার গৌরব চাই। আমি নিজে পারি নাই—আমার সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ক'রে দিতে এসেছে—আমার আত্মজ, আপনার দাসানুদাস। বাইরে চলুন।

কাশ্যপ। মদ্‌গালি। তুমিই ত সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান, তুমি ধনুকে বৌদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে না? আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে নির্ব্বাণের—আমার প্রিয় শিষ্যা ভিক্ষুণীদের দেখে!

কলন্দ। ভিক্ষুণীদের কেউ মরে নাই, ঠাকুর! তাদের সকলকে আগে উদ্ধার ক'রে, তবে তোমাদের কাছে এসেছি; তাদের কুটীর ভস্ম, কিন্তু তাদের একগাছি কেশ কারও খসে নাই।

কাশ্যপ। [সোৎসাহে] ধনু! বাইরে চল; তোমার কথাই রইল; নির্ব্বাণ আজ আর আমি নেব না; তোমাকে বৌদ্ধ কর্‌বার জন্য নয়—

তোমাদের পিতা পুত্রের কাছ হ'তে আমি দিনকতক একটু ডাকাতি শিখ্‌ব ; তোমরা এমন ডাকাত !

[কলম্ব ও ধম্মুর হাত ধরিয়া অগ্রগামী হইলেন।

ভিক্ষুগণ। জয় ভগবান্ বুদ্ধদেব !

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গৃহাশ্রম।

সংসার-দম্পতি।

উভয়ে। সংসার-ধর্ম্মী আমরা পুরুষ নারী।
আমাদের ধর্ম্মকথা – আমরাও কেন পাড়্‌তে ছাড়ি !
তৃতীয়ে তিন-সন্ধ্যে—

নারী। আমি কলসী কাঁকে জলের ঘাটে যাই হেলে দুলে,

পুরুষ। আমি খোঁজ করি—কেউ আছে কি না কদম্ব মূলে ;

নারী। ফিরে এসে সন্ধ্যে জ্বালি,

পুরুষ। কুঞ্জে ঢোকে গোষ্ঠ ছেড়ে এই বনমালী,—

নারী। এবার, মাথা বেঁধে আল্‌তা প'রে সাজতে বসি পান,

পুরুষ। আমার শুক্‌নো গাঙ্গে বান, আমার শুক্‌নো গাঙ্গে বান,

নারী। বঁধু পানের সনে প্রাণটী দিলাম,

পুরুষ। আমারও সই প্রাণের নিলাম ;

নারী। এস, বসি মুখোমুখী বদল প্রাণে শুক সারী,

পুরুষ। ধনি, এসো লো তাই চাঁচর পোড়াই, জানাই— নিকট দোল-বাড়ী

উভয়ে। ইতি—সংসার-ধর্ম্মে আমাদের তিন-সন্ধ্যে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মগধ-রাজসভা।

অজাতশত্রু আসীন, ও অভ্রনীল দাঁড়াইয়াছিল।

অজাত। আমি দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প করেছি, সেনাপতি! সাহস হয় তোমার?

অভ্র। দিগ্বিজয়! উদ্দেশ্য কি মহারাজ?

অজাত। এরূপ প্রশ্নের ক্ষমতা তোমায় দেওয়া নাই; তোমায় যা জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দাও,—সাহস হয়?

অভ্র। মহারাজেরও এরূপ জিজ্ঞাস্য—মগধ-সেনাপতির অসম্মান-সূচক। কবে, কোথায়, কোন্ জীবন-মরণে ঝাঁপ দিতে তার বক্ষ সঙ্কুচিত দেখেছেন?

অজাত। সন্তুষ্ট হলাম, সেনাপতি! যাও—সেনাসন্নিবেশ করগে।

অভ্র। যথা আজ্ঞা। [অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত]

অজাত। শুনে যাও, আমার দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য। [অভ্র ফিরিল] তুমি যেমনি মগধ-সেনাপতি—প্রতিকার্য্যে উচ্চবক্ষ, আমিও তেমনি রাজা —সেই মগধের—জরাসন্ধের সিংহাসনে,—প্রতি মুহূর্ত্ত উচ্চাশয়। আমি দ্বিতীয় রাজা থাকতে দেব না সেনাপতি, এই ভারতবর্ষে; রাজা থাক্‌বে একমাত্র মগধ। আমি শৃঙ্খলিত করব সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন পৃথিবীকে যথার্থ সত্যের এক শাসন-সূত্রে। আমি প্রত্যক্ষ করাব প্রত্যেক দেহীকে— ধর্ম্মের শ্বাসরোধী প্রাচীর ভেঙ্গে—স্বাধীন বায়ুর এক মুক্ত প্রান্তর।

অভ্র। জয় হ'ক্ মহারাজের।

[দুর্গাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

মৃত শিশু বক্ষে আজীবক উপস্থিত হইলেন।

আজী। কই মহারাজ! কে মহারাজ? এ রাজ্য এখন কার?

অজাত। তুমি বৈদিক-ধর্ম্মী আজীবক—না! কি প্রয়োজন তোমার?

আজী। [শিশুকে দেখাইয়া] এ অকাল-মৃত্যুর দায়ী কে? আমার বংশধর—এই একমাত্র পৌত্র—সবে নবম বর্ষে পা দিয়েছিল। তোমার নামই ত অজাতশত্রু? তুমিই ত বর্ত্তমানে মগধের রাজা?

অজাত। কেন—রাজাকেই এ অকালমৃত্যুর দায়ী কর্‌তে চাও না কি?

আজী। কর্‌ব না? রাজা রামচন্দ্র একদিন এই রকম এক অকাল-মৃত্যুর দায়ী হ'য়ে গেছেন—জান না?

অজাত। সর্ব্বনাশ! রামচন্দ্রের—সে অকালমৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল—শুন্‌তে পাই—শূদ্রের বিপ্রাচার; তোমারও তাই না কি।

আজী। সেইরূপই; এ অকালমৃত্যুর কারণ—বিপ্রের ম্লেচ্ছাচার।

অজাত। কে সে বিপ্র—কাশ্যপ?

আজী। কাশ্যপ।

অজাত। কাশ্যপের শিরচ্ছেদ কর্‌তে হবে—কেমন? যেমন সেই শূদ্রের করা হয়েছিল? আমি রামচন্দ্র নই বৃদ্ধ—আমি অজাতশত্রু। হ'তে পারি রামচন্দ্র,—তুমি বল্‌তে পার—কাশ্যপের শিরচ্ছেদ কর্‌লেই তোমার পৌত্র বেঁচে উঠ্‌বে? গল্পই হ'ক আর যাই হ'ক—সে অকাল-মৃত্যুটায় হয়েছিল সেই রকম। হবে এতে?

আজী। [ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া] না—হ'ক্‌, আমি পৌত্র চাই না; আমার বংশ যাক,—তুমি রামচন্দ্র হও,—হত্যা কর কাশ্যপকে। বড় আশাভঙ্গ—বড় প্রতিঘাত—বড় দাগা; হত্যা কর—রামচন্দ্র হও।

অজাত। রক্ষা কর, বৃদ্ধ! আমি রামচন্দ্র হ'তে পারব না। এইরূপ হত্যাই যদি হয় রামচন্দ্রের কৃতিত্ব—আমি রাবণের সুখে বিভোর আছি—বেশ আছি। রামের বালি-বধ হ'তে রাবণের ভিক্ষুক বেশ গ্লানির নয়; সীতার বনবাস হ'তে রম্ভাবতী হরণ—গৌরবের। ছি, ব্রাহ্মণ! নিজের জাতক্রোধ নিবারণে, ধর্ম্মের ব্যাভিচার দেখিয়ে, একজন রাজাকে অকারণ নরহত্যায় লিপ্ত করা—এই বুঝি তোমার বেদের ধর্ম্ম?

আজী। ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই—

অজাত। [অট্টহাস্যে] হা—হা—হা—হা। বৃদ্ধ! সত্য বলছ—ধর্ম্ম নাই?

আজী। সত্য বল্‌ছি, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে;—ধর্ম্ম নাই।

অজাত। ধর্ম্ম নাই?

আজী। কোথা ধর্ম্ম? কই ধর্ম্ম? ধর্ম্মের জন্য আমি না করেছি কি? ধর্ম্ম যদি থাক্‌ত, নাই—নাই,—ধর্ম্মের রক্ষায় আমি যাই—আর ডাকাতে আমার ঘর লোটে। আমার বংশ ধ্বংস করে। ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই—

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। আছে; ধর্ম্ম আছে।

অজাত। ধর্ম্ম আছে!

কাশ্যপ। প্রত্যক্ষভাবে। যে দস্যু—আজীবক ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে গেছে, সেই দস্যুই এই কাশ্যপ ভিক্ষুকে অগ্নিদাহ হ'তে উদ্ধার ক'রে গেছে; ধর্ম্ম আছে।

অজাত। সুন্দর প্রহসন; এ দস্যু ত তা'হ'লে বড় সুরসিক দেখ্‌তে পাই!

কলম্ব উপস্থিত হইল।

কলম্ব। দস্যুতেও ধর্ম্ম আছে, মহারাজ! দস্যুরা শুধু মানুষ মেরেই বেড়ায় না, সময়ে মানুষ বাঁচায়।

অজাত। তুমিই বুঝি সেই দস্যু? ভাল,—তোমারই ধর্ম্ম দেখি। দস্যুরা শুধু মানুষ মেরে বেড়ায় না, সময়ে মানুষ বাঁচায়! তুমি একটা তালিকা দিতে পার আমায়—এ জীবনে কতগুলো মেরেছে, আর কতগুলো বাঁচিয়েছে? মারার বোধ হয় সংখ্যা নাই?

কলম্ব। না, মহারাজ! বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বেন কি না জানি না—আমার হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটাও মরে নাই।

অজাত। [রক্তচক্ষে] সাবধান।

কলম্ব। মিথ্যা বলি নাই, মহারাজ! বিচার ক'রে দেখুন—ডাকাত হ'লেই সে যে মানুষ-মারা হবে—তার প্রমাণ কি? ডাকাতদের উদ্দেশ্য ত নরহত্যা নয়, তাদের লক্ষ্য—অর্থ; তাদের হাত দিয়ে যে মরে, নিশ্চয় জান্‌বেন—তাদের অনিচ্ছায়, নিরুপায় হ'য়ে,—সে হতভাগা নিতান্ত অর্থপিশাচ ব'লে। মহারাজ! আপনারা সম্পর্কহীন সুন্দরী যুবতীর সর্ব্বাঙ্গে হাত দিয়ে শুদ্ধ মনে ফির্‌তে পারেন? আমরা প্রত্যহ ফিরি, প্রায় প্রত্যহই আমরা সুন্দরী যুবতীর গা হ'তে অলঙ্কার খুলে নিই; কেমন ভাবে নিই—মায়ের কাছ হ'তে সন্তানের স্তন্য শোষণ করার মত। দস্যুর ধর্ম্মও বড় কম ধর্ম্ম নয়, মহারাজ! বিশ্বাস করুন—ধর্ম্ম সাক্ষ্য, সত্য বল্‌ছি—আমার হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও মরে নাই!

অজাত। মিথ্যাবাদী! প্রবঞ্চক! ধর্ম্ম দেখাতে এসেছ?

কলম্ব। সত্য বল্‌ছি, মহারাজ! আমার হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও মরে নাই।

অজাত। [আজীবকের পৌত্রকে দেখাইয়া] এ প্রাণীটা জীবিত না মৃত? [কলম্ব একদৃষ্টে শিশুটীকে দেখিতে লাগিল] কে আছ?

জনৈক সশস্ত্র প্রহরী উপস্থিত হইল।

দাঁড়াও! [কলম্বের প্রতি] কি দেখ্‌ছ?

কলম্ব। শিশু—মৃত।

অজাত। আজীবক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কাল রাত্রে ডাকাতি করেছিলে?

কলম্ব। করেছিলাম।

অজাত। প্রহরী—

কলম্ব। এ শিশুকে ত আমরা চক্ষে দেখি নাই, মহারাজ!

অজাত। [প্রহরীর প্রতি] শৃঙ্খল—

[প্রহরী শৃঙ্খল ঠিক করিল]

কলম্ব। দেখুন, মহারাজ! এর দেহের কোনস্থানে একটী আঁচড় পর্য্যন্ত নাই! আমাদের হাতে মর্‌লে, নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আঘাত-চিহ্ন থাকৃত।

অজাত। কিসে মর্‌লো?

কলম্ব। [শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া] আমার অনুমান—এ সর্পাঘাত।

সকলে। [স্ব স্ব ভাবে] সর্পাঘাত!

ধনু উপস্থিত হইল।

ধনু। কোথায়—কোথায় সর্পাঘাত?

কাশ্যপ। ধনু! দেখ, দেখ এই শিশুটীকে—[ধনু পরীক্ষা করিতে লাগিল] কি দেখ্‌ছ?

ধন্ন। সর্পাঘাত।

কাশ্যপ। তারপর—

ধন্ন। বহুক্ষণ হ'য়ে গেছে প্রভু -

কাশ্যপ। একটু চেষ্টা কর্‌তে ক্ষতি কি ছিল ?

আজী। [ক্রোধ, অভিমান ও আত্মগ্লানি-সমবায়ে] থাক্ – থাক্, আর তোমাদের চেষ্টার দরকার নাই ; আমার অদৃষ্টে যা ছিল—হ'য়ে গেছে ; আর আত্মীয়তা কেন ? দাও—শ্মশানঘাটে নিয়ে যাই।

কাশ্যপ। চেষ্টার ক্রুটী হবে না, আজীবক ! তুমি আমাদের যে চক্ষেই দেখ, আমাদের ধর্ম্মে শত্রু মিত্র নাই। ধন্ন—

[ধন্ন শিশুকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল]

আজী। [অভিমান ও আত্মগ্লানি-সমবায়ে] ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না, ব্রাহ্মণের শব।

কাশ্যপ। শবেও ব্রাহ্মণ মাখান' আছে আজীবক ? তাতেই বা ক্ষতি কি ? চণ্ডালে দেবতা স্পর্শ কর্‌লে, তাকে পবিত্র ক'রে নেবার প্রক্রিয়া, মন্ত্র আছে যখন তোমাদের—তখন আর শব শুদ্ধ হবে না ? দাও আমাদের একটু চেষ্টা কর্‌তে।

আজী। [আত্মগ্লানিপূর্ণ অনুতপ্তভাবে] বৃথা চেষ্টা—বৃথা চেষ্টা ! কোন ফল হবে না ; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—এ সাপে খাওয়া নয়।

কাশ্যপ। সাপে খাওয়াই, অভিশাপে নয় ; ধন্ন ! চেষ্টা কর।

ধন্ন। আমার একার চেষ্টায় আর তেমন সুবিধা হবে ব'লে বিবেচনা হয় না, প্রভু ! আমার শিষ্যদের সকলকে স্মরণ করুন, তারা মন্ত্র-গান করুক, আমি ফুঁক ঝাড়ি। [ঝাড়িতে আরম্ভ করিল]

কাশ্যপ। [ভিক্ষুদের স্মরণ করিলেন।]

মন্ত্র-গান করিতে করিতে ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইল।

ভিক্ষুগণ।—

গীত।

ভেসে যায়   ভেসে যায় গো আমার সোণার লখিন্দর।
সাঁতালি পর্ব্বতের মাঝে গো এমন লোহার বাসর ঘর,
তার ভেতরেও বাছারে তুই বিষে জর জর ॥
ভেসে যায়—ভেসে যায় গো ইত্যাদি—
করিলে কি—কহে রাণী গো—বিষহরিরে না মেনে।
গাল পাড়ে চেঙমুড়ি কানী তখনও চাঁদবেণে ॥
ভেসে যায়—ভেসে যায় গো ইত্যাদি—
তখন দাঁড়াল দুয়ারে এসে গো সেই বেহুলা-সুন্দরী,
বলে—জীয়াব পতিরে আমি বিদায় ভিক্ষা করি ;—
তখন কলার ভেলা তৈরী হলো গো ভাসলো অগাধ জলে।
উঠলো সতী বেহুলা সেই মরা পতি কোলে ॥
ভেসে যায়—ভেসে যায়—গো ইত্যাদি—

কাশ্যপ। [আনন্দে] বুদ্ধং মে শরণং !—শিশুর শ্বাস-সঞ্চার হয়েছে ; ঝাড ধন্নু ! গাও—গাও তোমরা।

ভিক্ষুগণ।—   পুনঃ গীত।

ভেসে ভেসে চল্‌লো ভেলা গো এ পৃথিবীটা ছেড়ে, ।
লাগ্‌লো ভেলা শেষকালে সেই স্বরগের দুয়ারে ॥
ভেসে যায়—ভেসে যায় গো—ইত্যাদি—
বেহুলার চাঁদ মুখটী দেখে গো—হ'লো দেবতা সব অজ্ঞান,
বলে, কার নারী গো কোথায় বাড়ী, কি হেতু এখান ;—

ওগো, বেহুলা যে নামটী আমার গো, বলে—আসি পতির-লাগি।
দেখ, বিষহরি খেয়েছে মাথা—পতির জীবন মাগি ॥
ভেসে যায়— ভেসে যায় গো ইত্যাদি—
তখন, ইন্দ্র বলে নাচনীর মণি তুমি গো—আমরা দেখিব আজ চোখে,
যদি পার করতে খুসী বেঁচে যাবে ল'খে ;—
তখন কিশোরা বেহুলা ধনি গো, সে কি আরম্ভিল নাচ।
দেবতারা সব অবাক্ হলো দেখে নাচের ধাঁচ ॥
ভেসে যায়—ভেসে যায় গো ইত্যাদি—

কাশ্যপ। [আনন্দাতিশয্যে] ধর্ম্মং মে শরণং দেখ—দেখ আজীবক! তোমার বালক চক্ষু মিলেছে—আর ভয় নাই! তোমরা বিরাম দিয়ো না—এখনও বিষ আছে।

ভিক্ষুগণ পুনঃ গীত

তখন খুসী হ'য়ে দেবতারা সব মনসায় দিল ডাক,
আর মনসা বলে না রাখিব চাঁদবেণের জাঁক ;—
যদি অনাদরেও একদিন তরে গো, সে আমার পূজা করে।
তখনই জীয়াব গো তার যত ছেলে মরে ॥
ভেসে যায়—ভেসে যায় গো—ইত্যাদি—
তখন দেবতারা সব দলে দলে গো, গেল চাঁদবেণের কাছে,
বলে বাঁ হাতে ফুল দাওনা ফেলে ইথে কি দোষ আছে ;—
তখন, পিছু ফিরে গাল পেড়ে চাঁদ গো, সেই বাঁ হাতে ফুল দিল।
আর মরা লখিন্দর অমনি উঠিয়া বসিল ॥
ফিরে এলো—ফিরে এলো রে—আমার সোণার লখিন্দর।

[শিশু বিষমুক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল]

কাশ্যপ। [আত্মহারাবৎ] সঙ্ঘ মে শরণং! [শিশুকে তুলিয়া] নাও আজীবক, তোমার পৌত্র। [আজীবকের হস্তে দিলেন।]

আজী। [ক্ষণেক বিস্মিত থাকিয়া] কাশ্যপ ! তোমার মঠে আগুন দিয়েছে কে—জান ?

কাশ্যপ। জানি।

আজী। কে বল দেখি ?

কাশ্যপ। তুমি।

আজী। আমার বংশরক্ষা করলে ?

কাশ্যপ। বৌদ্ধধর্ম্ম।

আজী। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া গর্ব্বভরে] নেব না, নেব না—কাশ্যপ ! তোমার দান আমি প্রাণান্তেও নেব না ; আমি বৈদিক ব্রাহ্মণ আজীবক —জীবনের পরপারে দাঁড়িয়েও পরাজয় স্বীকার ক'রবো না। নাও কাশ্যপ ! তোমার দান ফিরিয়ে নাও,আমার যা স্বত্ব ছিল এতে—তা পর্য্যন্ত তোমায় দিচ্ছি। তুমি এর জীবন দান করেছ—আমি এর জীবন, দেহ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধন, তপস্যা সব তোমাতে অর্পণ করলাম। আজ হ'তে এ আর আমার নয়, সর্ব্বপ্রকারে তোমার ; আজীবকের পৌত্র কাশ্যপের দাস।

[শিশুকে কাশ্যপের হস্তে দিয়া প্রস্থান।

কাশ্যপ। তোমার দান আমি আদরে বুকে নিলাম, আজীবক ! [বালকের প্রতি] প্রিয় বন্ধু আমার ! তোমার নাম কি ?

বালক। দুন্দুভি।

কাশ্যপ। আজ হ'তে তোমার নাম রইলো জয়মাল্য। [অজাতশত্রুর প্রতি] ধর্ম্ম আছে, রাজা !

কলম্ব। ধর্ম্ম সাক্ষ্য মহারাজ ! আমরা মানুষ মারি না।

উল্কা উপস্থিত হইল।

উল্কা। ধর্ম্ম—প্রতারণা। তোমরা মানুষ মার না ? আমার সিঁথীর

সিঁদুর কি হ'লো ? চুপ ক'রে যে ? ধর্ম্ম দেখাতে এসেছ ? নালন্দার মাঠ বুঝি আজ ধর্ম্ম-মঠ হয়েছে ? রত্নাকরের দল বাল্মীকি সেজে বসেছ—ভুলে গেছ অমনি সব ? আমি কিন্তু ভুলি নাই, ভুলতে কি পারি ? আমি যে উল্কা—সেই উল্কাই আছি যে ! উদ্ভ্রান্ত গতি, অস্থির জ্বালা, অগ্নিমুখী। মহারাজ ! ধর্ম্ম দেখছেন ? আমি কে জানেন ত ? এই দস্যুদের ভগ্নী, দস্যুদের কন্যা ; তারা মানুষ মারে না ! এমন মারে—নিজের পাঁজর ব'লেও লক্ষ্য রাখে না। ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম—প্রতারণা।

অজাত। কাশ্যপ ! বৃদ্ধ, শিথিল আজীবক ব্রাহ্মণের কাছ হ'তে জয়মাল্য নিয়েছ ব'লে অজাতশত্রুকে ধর্ম্ম দেখাও ? আজীবক তোমার ঘরে আগুন দিয়েছে, তুমি তার পৌত্রের জীবন দিলে—এই বুঝি তোমার মানবধর্ম্ম ? এ ধারা ত' উদ্ভিদ, পশু, পক্ষীর। গাভীর সম্মুখে বৎস নির্যাতন করছো—সে দুধ দিচ্ছে ; পক্ষীর স্বাধীনতা হরণ ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ করছো—সে বুলি বলছে ; বৃক্ষের মূল ছেদন করছো—সে ছায়া দিচ্ছে, ফল দিচ্ছে ; মানুষ—প্রকৃতির সারসৃষ্টি—উদ্ভিদ, পশু, পক্ষীর দেবাদিদেব—তাকেও তুমি এই দলে ফেলতে চাও ? পশুর এই অক্ষমতা, পক্ষীর এই পরাধীনতা, উদ্ভিদের এই নির্জীবতা—তার ধর্ম্ম ? সাবধান কাশ্যপ ! মানুষকে নামিয়ে নিয়ে যেয়ো না ; মানুষ—মানুষ ; সক্ষম, স্বাধীন, সজীব। মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্মের বাইরে—মানুষের ধর্ম্ম আবিষ্কার হয় নাই, মানুষের ধর্ম্ম নাই।

উল্কা। ধর্ম্ম প্রতারণা—জীবন উপভোগের।

অভ্রনীল উপস্থিত হইল।

অভ্র। সৈন্য প্রস্তুত, মহারাজ !

অজাত। অগ্রসর হও।

অভ্র। প্রথম অভিযান ?

অজাত। কোশল। [অভ্র অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

শিঞ্জন উপস্থিত হইল।

শিঞ্জন। সামন্তরাজগণ সাহায্যার্থে সসৈন্যে উপস্থিত, মহারাজ !

অজাত। অনুসরণ কর।

শিঞ্জন। সেনাপতির ?

অজাত। সেনাপতির।

[শিঞ্জন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

কাশ্যপ। যে দস্যু আজীবক ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বান্ত করেছে, সেই দস্যু তোমায় অগ্নিদাহ হ'তে উদ্ধার ক'রে গেছে—এই বুঝি তোমার ধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ? এ ত প্রকৃতির রহস্যময়ী বিচিত্রতা—নিত্যই হয়। এক ঝড় বয়—আশ্রমের আলো নিবে যায়, শ্মশানের নিবন্ত চুল্লী জেগে ওঠে ; এক বন্যা আসে—শস্যক্ষেত্র বালুকাস্তূপে তলিয়ে দেয়, পতিত উষর উর্ব্বর করে ; এক তারা—দেবগুরু বৃহস্পতির করে অপমান, কলঙ্কী চন্দ্রকে দেয় বুধ ;—ধর্ম্ম ? এর ভিতর ? সাবধান কাশ্যপ ! মানুষকে প্রত্যক্ষ দেখা ছাড়িয়ে—কল্পনায় নিয়ে এসো না। মানুষ—মানুষ ; প্রত্যক্ষ, পূর্ণ ; ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। ধর্ম্ম নাই।

[প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহরীর প্রস্থান।

উল্কা। ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম প্রতারণা ; জীবন উপভোগের।

[প্রস্থান।

বৌদ্ধগণ। [সুরে] বুদ্ধং মে শরণং, ধর্ম্মং মে শরণং, সঙ্ঘ মে শরণং।

[নিষ্ক্রান্ত।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

কোশল-সৈন্যগণসহ বীর্য্যশ্বেত ও প্রসেনজিৎ দাঁড়াইয়াছিলেন।

বীর্য্য। এ কিরূপ ভাব যুদ্ধ মহারাজ?

প্রসেন। এখনও তোমার সেই কথা! যেরূপ ভাবই হোক্—যুদ্ধ দাও।

বীর্য্য। এ যুদ্ধ না কর্‌লেই হ'তো, মহারাজ!

প্রসেন। আবার! সেনাপতি! তুমি আচার ব্যবহার জান না।

বীর্য্য। কেন মহারাজ?

প্রসেন। যুদ্ধ না কর্‌লে হ'তো। জামাতা—যাকে সেধে কন্যা দান কর্‌ছি, যার তুল্য দান আর পৃথিবীতে নাই—আজ দ্বারস্থ—সসৈন্যে, যুদ্ধ-প্রার্থনায়;—দেব না? পাদ্য অর্ঘ দিয়ে যুদ্ধ দাও।

বীর্য্য। মহারাজ—

প্রসেন। তুমি মর্‌তে ভয় পাও?

বীর্য্য। মরবার ভয়ে ইতস্ততঃ করি নাই, মহারাজ! ইতস্ততঃ কর্‌ছি—আপনার কোন দিকেই লাভ নাই; মগধ যায়—কন্যার ম্লান মুখ, কোশল যায়—নিজে সর্ব্বস্বান্ত।

প্রসেন। কোন দিকেই লোকসান নাই, সেনাপতি! নিজে সর্ব্বস্বান্ত হই—জামাতায় দান ক'রে সর্ব্বস্বান্ত—ব্যবহারিক জগতে সে গৌরবের;

কন্যা বিধবা হয়—আমি ধূমাবতী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কর্‌বো বাড়ীতে। যুদ্ধ দাও।

টঙ্কার উপস্থিত হইল।

টঙ্কার। আমার প্রণাম, আমার আন্তরিকতা, আমার ধন্যবাদ নাও, কোশলেশ্বর।

প্রসেন। মগধ-দূত! কোথায় ছিলে এতদিন?

টঙ্কার। রাজা খুঁজছিলাম একজন, সাজানো নয়—সঠিক রাজা। ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, তার উপর বল্‌বার কেউ নাই; পেলাম্ না। সবাই পরের কাণে শোনে, পরের হাতে কাজ করে, পরের মুখে কথা কয়; সবারই মাথার ওপর গুরু আছে। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায়—আস্‌ছিলাম আমি অজাতশত্রুর কাছে—অপরাধ স্বীকার ক'রে শরণ নিতে; আর যাই হোক—সে একজন রাজা; নিজের বিচারে চলে, কারও শাসন মানে না; তার মাথার ওপর গুরু নাই। অকস্মাৎ আপনার একটা রাজার সুস্বর কাণে গেল—'যুদ্ধ দাও'—আর যেতে পার্‌লাম না, ফির্‌লাম;—আর একবার দেখ্‌তে হ'লো আপনাকে। এ যুদ্ধে আমি আপনার কি সাহায্য কর্‌বো কোশলরাজ?

প্রসেন। হা—হা—হা! তুমি আর অন্য কি সাহায্য কর্‌বে, মগধদূত! তুমিই ত এ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ—তুমি রথ চালাও, আর শাঁখ বাজাও।

মগধ সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয় পৃথ্বীশ্বর অজাতশত্রুর জয়!

প্রসেন। যুদ্ধ দাও, যুদ্ধ দাও সেনাপতি! 'পৃথ্বীশ্বর অজাতশত্রু'—যুদ্ধ দাও।

বীর্য্য। সৈন্যগণ! সাবধান; এ সংঘর্ষ শত্রুর সঙ্গে নয়, শুদ্ধ আত্মরক্ষা ক'রে চল; আক্রমণ কেউ ক'রো না।

গীতকণ্ঠে মদগালি উপস্থিত হইল।

মদগালি।—

গীত।

যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
শিঙ্গায় বাজাও,—দাও—কোশলের পরিচয়।
দেখাও মানব রণ, হও হৃদয়-অপহারী,
ক'রো না শকুনি প্রায় শব লয়ে কাড়াকাড়ি—
ভেসো না রুধির ধ'রে
ডোব বোধি-পারাবারে ;
পরার্থে আত্মদান—সেই জয় আপ্রলয়।

[প্রস্থান।

কোশল-সৈন্যগণ। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।

সৈন্যগণসহ অভ্রনীল উপস্থিত হইল।

অভ্র। প্রস্তুত—কোশল-সেনানী ?

বীর্য্য। প্রস্তুত।

অভ্র। আজ সেই অতর্কিত আক্রমণের প্রতিশোধ।

বীর্য্য। তা' হ'লে আজ সেই অসম্পূর্ণ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি!

অভ্র। আত্মরক্ষা কর [অস্ত্রধারণ]

বীর্য্য। আক্রমণ কর। [অস্ত্রধারণ]

[প্রসেনজিৎ ও টঙ্কার ব্যতীত যুধ্যমান সকলের প্রস্থান।

প্রসেন। [টঙ্কারের প্রতি] শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও, শ্রীকৃষ্ণ। পাঞ্চজন্য নয়—সর্ব্বনাশী শঙ্খ! ঐ দুর্য্যোধন আমার অন্বেষণ কর্‌ছে—চক্ষে বিশ্বদাহী উল্কা, হস্তে ধর্ম্মনাশী গদা ; আমি চল্লাম—সম্মুখীন হই। তুমি শাঁখ বাজাও ; শাঁখ বাজাও, জানিয়ে দাও—আমি আছি ; লুকিয়ে নাই।

[প্রস্থান।

টঙ্কার। অজাতশত্রু! অভিমানান্ধ দুর্য্যোধন! এইবার তোমার উরুভঙ্গ; আমি এই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ। [গমনোদ্যত]

শিঞ্জন উপস্থিত হইল।

শিঞ্জন। নমস্কার কৃষ্ণ মশাই।

টঙ্কার। কে! অজাতশত্রুর চর?

শিঞ্জন। কুরুক্ষেত্রের শকুনি।

টঙ্কার। এখানে কেন? সহদেবকে খুঁজে পাওনি?

শিঞ্জন। সে আমি খুঁজে নেব এখন, আগে অভিমন্যু বধ করি!

টঙ্কার। নারকী! পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখেও ব্যাভিচারের পোষকতা?

শিঞ্জন। চ'টো না দাদা, কৃষ্ণ-চরিত্র অভিনয় করতে নেমেছ। পরিণাম দেখাচ্ছ কি? পরিণাম মৃত্যু,—জগতের। শকুনির মৃত্যু—সহদেবের খড়্গে, তোমার কৃষ্ণ-লীলাও সমাপ্ত—জরা ব্যাধের শরে; বাদ দাও পরিণাম। ব্যাভিচারের পোষকতা কোনখানটায় দেখ্‌লে আমার, বল? ধর্ম্ম নাই, জীবন উপভোগের—এর মধ্যে ব্যাভিচারটা কোথায় পেলে তুমি—গোপী-বল্লভ! আমি ত দেখ্‌ছি—ব্যাভিচার তোমার।

টঙ্কার। দূর হও, দূর হও স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছভাষী!

শিঞ্জন। দূর হ'তে বল্‌লেই দূর হ'বো না, দাদা! এ রণস্থল—হারিয়ে দাও—চাঁদ পানা মুখে চলে যাচ্ছি।

টঙ্কার। ব্যাভিচার আমার?

শিঞ্জন। একশো বার; স্বভাব-চিন্তা, স্বেচ্ছা-ভোজন, স্বাধীন-বিহার—ব্যাভিচার নয়; আসল ব্যাভিচার—পরমুখাপেক্ষী কর্ম্ম, আত্মহারা গতিবিধি, কল্পনাময় জীবন-যাত্রা। ব্যাভিচার তোমার।

টঙ্কার। আমি পরাজিত, পরাজিত শকুনি! বিদায়—[গমনোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া] পামর! বিম্বাসার-ধর্ম্মরাজের উদ্ধার ক'রে ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপন যার একমাত্র লক্ষ্য—তার জীবন-যাত্রা কল্পনাময়! অজাতশত্রু-দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ যার পরম উদ্দেশ্য, তার গতিবিধি আত্মহারা, উদ্‌ভ্রান্ত? প্রসেনজিৎ-ভীমসেনে তর্জ্জনী-সঙ্কেত যার কর্ম্ম, তার কর্ম্ম পরমুখাপেক্ষী? ক্ষুদ্রদৃষ্টি, স্বেচ্ছাচারী! তোমার বাক্য-শ্রবণ পাপ, তোমার ছায়াস্পর্শ পাপ; তোমার মুখদর্শন মহাপাপ।

[প্রস্থান।

শিঞ্জন। পালিয়ো না—পালিয়ো না, দাদা! দাঁড়াও; শুধু গোবর্দ্ধন-ধারণ শুনিয়ে গেলেই আসর ভাঙ্গবে না,—আমি তোমার বস্ত্র-হরণ গাইবো—শুনে যাও। দাঁড়ালে না? যাবে কোথা তুমি? শকুনি তোমায় ছাড়্‌বে না, ভাই! [আত্মানন্দে] ধর্ম্ম নাই—জীবন উপভোগের—কচে বারো।

[প্রস্থান।

প্রসেনজিৎ ও অজাতশত্রু উপস্থিত হইলেন।

অজাত। আপনি পুত্রকে অবরোধ করেছেন কেন—আজ আমি জান্‌তে চাই।

প্রসেন। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর।

অজাত। উত্তর দেন—আপনি পুত্রকে অবরোধ করেছেন কি কারণ?

প্রসেন। তুমি পিতাকে অবরোধ করেছ কি কারণ?

অজাত। যে কারণেই হোক্—আমি যদি আমার দেবালয় রুদ্ধ রাখি, আপনি কি সেই দৃষ্টান্তে আপনার অতিথিশালা বন্ধ কর্‌বেন?

প্রসেন। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর!

অজাত। উত্তর চাই।

প্রসেন। দেব না।

অজাত। বলুন—অকারণ!

প্রসেন। যুদ্ধ কর—কোন কথা শুন্‌তে চাই না, কোন কথার উত্তর নাই।

অজাত। আপনি পরাজিত।

প্রসেন। উত্তর না দেওয়ায় যদি প্রতিপন্ন হয়—পরাজয়, আমি পরাজিত—বাক-যুদ্ধে।

অজাত। তা' হ'লে অসি-যুদ্ধই আপনার অভিপ্রেত একান্ত?

প্রসেন। একান্ত।

অজাত। পরিণতি চিন্তা করেছেন?

প্রসেন। সুস্পষ্টভাবে। আমি যাই—তোমায় একটা চিরস্থায়ী মর্য্যাদা দেব; তুমি যাও—বিধবা কন্যাকে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ীতে এনে আমি ধূমাবতী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কর্‌বো।

অজাত। এতদূর!

প্রসেন। কেন, তুমি কি মনে করেছিলে—প্রাণভয়ে না হ'লেও, অন্ততঃ কন্যার মুখ চেয়েও প্রসেনজিৎ অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌বে না? ভুল ক'রেছ, যে পুত্রকে অবরোধ কর্‌তে পারে, সে কন্যার বৈধব্য দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে।

অজাত। তা' হ'লে আর আমারও ইতস্ততঃ নাই; আমারও ঐ সিদ্ধান্ত—হয় আপনার ধূমাবতী প্রতিষ্ঠা, নয় আমার চিরস্থায়ী মর্য্যাদা লাভ। যে জন্মদাতার গতিরোধ কর্‌তে পারে, কন্যাদাতার বাকরোধ, শ্বাসরোধ তার কাছে কিছুই নয়। চলুক অসিযুদ্ধই। [অস্ত্রধারণ]

প্রসেন। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়। [অস্ত্রধারণ]

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

গীতকণ্ঠে পরিচারিকাগণ তরুমূলে জল ঢালিতেছিল।

পরিচারিকাগণ—

গীত।

ওলো, জল ঢাল গাছে ফুটবে ফুল।
যাস না শুধু রসিয়ে ওপর, ভাসিয়ে দেলো আসল মূল।
কানায় কানায় কলসী ভরা,
বশে বশে কোমর নড়া;
ধ'রে ধ'রে ছিটিয়ে ছড়া, পড়বে না ফাঁক একটী চুল।
ধরবে কুঁড়ি বেলাবেলি
ফুটবে বেলি জুঁই চামেলি;
মালঞ্চে ঢুক্‌বে মালী—কোন্‌টী তুলি কর্‌বে ভুল।

[প্রস্থান।

অব্যবস্থভাবে উষাদেবী উপস্থিত হইল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদয়।

উষা। [কৃত্রিম কোপে] যাও,—বুঝ্‌তে পেরেছি,—তোমার সব দুষ্টুমি, ফুল দেবার ছুঁতো ক'রে তুমি আমার চুল খুলে দিলে।

উদয়। হা-হা-হা-হা—ধরেছ! তা মন্দ করেছি কি? আল্‌গা চুল যদি কারও ভাল লাগে—

উষা। ওমা! আল্‌গা চুল আবার ভাল লাগে বুঝি! তা' হ'লে আমাদের এত যত্ন ক'রে বাঁধবার দরকার?

উদয়। তোমাদের চাতুরী! তোমরা মুখে বল—আমাদের ভালো লাগার জন্য দেহ পাল্‌টাতে পার, কাজে কিন্তু ঠিক তার উল্টো! তোমরা মুখ ঢাক কেন? পাছে আমরা আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে দিন রাত দেখি,—এই ত?

ঊষা। দূর—তুই বুঝি!

উদয়। তা নয় ত কি! খাবার জিনিষ নয় ত—যে মাছি লাগ্‌বে?

ঊষা। আমরা মুখ ঢাকি কেন জান? তোমাদিকে দেখ্‌বার সুবিধা হয় ব'লে।

উদয়। তাই নাকি! তা হ'লে ত তোমরা আরও ভয়ানক দেখ্‌তে পাই। তোমরা নিজেদের সুবিধার জন্য—তোমাদের দেখ্‌বার যা কিছু, সব গোপন ক'রে রাখ্‌বে—আর আমরা ব্যগ্র, উন্মাদ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌বো—কতক্ষণে একটু আবরণ স'রে যায়,—বটে! থাম, আমি রাজা হই—সব ছেড়ে আগে আমি তোমাদের নিয়ে পড়্‌বো;—সৌন্দর্য্য সাধারণের জিনিষ, কেন তাকে আমার ব'লে আড়াল দিয়ে রাখা হয়?

ঊষা। আমিও রাণী হই, তোমাদেরও ছেড়ে কথা কইবো না; তোমরা হচ্ছ—সকল রকমে আমাদের, কেন আমরা ইচ্ছামত পাই না—তোমরা সাধারণের হ'তে যাও?

উদয়। [ইতস্ততঃ করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে] তা-ই-তো! হারিয়ে দেবে নাকি! বাক্—আপোষ ক'রে রাখি এস।

ঊষা। কি রকম?

উদয়। তোমরাও নখচন্দ্র হ'তে মুখপদ্ম পর্য্যন্ত তোমাদের সর্ব্বাঙ্গের শিল্প-নৈপুণ্যের আল্‌গা ছবি আমাদের চোখের ওপর ধ'রে দাও,—আমরাও ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংসার, স্বর্গ—সকল সাধারণ হ'তে পিছ্‌লে প'ড়ে সেই স্বভাব-সৌন্দর্য্যের তৃপ্তি-তুফানে ভেসে যাই, ডুবে যাই, মিশে যাই।

উষা।—

গীত।

ঢাকাই ভালো, বঁধু ঢাকাই ভালো।
মধুর কলস বঁধু ঢাকাই ভালো।
পদ্ম পত্রে ঢাকা সরসীর জল
দেখ প্রাণবঁধু কেমন শীতল,
ঢাকা—কণ্টকে কেতকী, ভ্রমর পাগল,
ঝোপে ঢাকা কোকিল ডাকাই ভালো।
বঁধু, ভালো নয় রসকূপ আলগা খোলা
অবাধ সাঁতারে হয় সাগর ঘোলা ;
আলোয় আলোয় করে পথ-ভোলা
অসি—উলঙ্গ, না থাকাই ভালো।

উদয়। [তন্ময় হইয়া] উষা!

উষা। [ভাবাবেশে] উদয়!

অদূরে ক্ষেমাদেবী আসিতেছিলেন।

উদয়। [চমকিত হইয়া] ঠাক্-মা আস্‌ছে! আমি—যাই।

[অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্থান।

উষা। [ঈষৎ বিরক্তভাবে] ঠাকুমায়েরও আমাদের সময় অসময় নাই।

ক্ষেমাদেবী উপস্থিত হইলেন।

ক্ষেমা। এইবার আমার সেই বিদেয়টা দে ত, উষা!

উষা। সেই বদ্দি-বিদেয়?

ক্ষেমা। মনে আছে তা হ'লে?

উষা। এই দেখ—এখনও চুলের গেরো খুলি নি। কি চাও বল?

ক্ষেমা। স্বীকার?

ঊষা। আবার!

ক্ষেমা। [দৃঢ়স্বরে] তুই মগধেশ্বরী হ'!

ঊষা। [সবিস্ময়ে] মগধেশ্বরী হবো! আমি! বেণুদেবী বর্ত্তমানে!

ক্ষেমা। নীতি আছে—নীতি আছে; বেণুদেবী হ'লো কি ক'রে? ক্ষেমাদেবী ত মরে নাই! চম্‌কে উঠিস্ না; মগধেশ্বরী হ', উদয়কে দিয়ে সিংহাসন অধিকার কর্; এমন সুযোগ আর জীবনে পাবি না—শত্রু কোশলে।

ঊষা। সর্ব্বনাশ! সিংহাসন অধিকার! কি ভয়ানক কথা! কি ক'রে হবে ঠাকু-মা?

ক্ষেমা। কিছু ভাবতে হবে না তোকে, তুই কেবল উদয়কে হাত কর; যা কিছু কর্‌বার, আমি সব ঠিক করেছি। কোলাহল শুনছিস্? কাশী, কৌশাম্বী, কনোজ—তিন শক্তি সসৈন্যে মগধে উপস্থিত—আমার আহ্বানে; কেবল উদয়ের একবার বলবার অপেক্ষা—তারা তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিংহাসন অধিকার কর, মগধেশ্বরী হ'; কথা রাখ। চুপ ক'রে যে! ভাব্‌ছিস কি?

ঊষা। ভাব্‌ছি—ঠাকু-মা, তোমার এ ষড়যন্ত্রের কারণ কি?

ক্ষেমা। আমাদের সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে—ঠিক এইভাবে—অজাতশত্রু, বেণুদেবী—এরা দু'জনে.—জানিস্? তোরাও উদয় ঊষা দু'জনে মিলে চোরের ওপর বাটপারি কর; দেখুক্—ধর্ম্ম আছে। আমরা ত তবু ঘর পেয়েছি; শত্রু ঐ পথে পথেই থাকুক।

বেণুদেবী উপস্থিত হইলেন।

বেণু। কেন তুমি আমার পুত্রবধূর অন্তঃপুরে এসেছ?

ক্ষেমা। তোমার পুত্রবধূর দুয়ারে ত লেখা নাই—সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। আর তাই বা থাক্‌বে কেন? তোমার পুত্রবধূ, আমারও পৌত্রবধূ।

বেণু। আর সম্বন্ধ গোছাতে হবে না মা, যাও তুমি এখান হ'তে।

ক্ষেমা। হুকুম ফিরিয়ে নাও; তোমার রাণীগিরি ইতি। মগধের রাজা আজ হ'তে উদয়, রাণী—ঊষাদেবী।

বেণু। বৌ-মা! ভাবছো কি? কি বিষ ঢাল্‌তে এসেছে বিষধরী, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? ফণা নুইয়ে দাও।

ক্ষেমা। নীতি দেখ্‌ছিস্—নীতি দেখ্‌ছিস ঊষা? বেণুদেবী—ফণা নোয়াতে আসে—আমার,—এই নীতি। বেণুদেবী আমার যা—তুইও বেণুদেবীর তাই; কিছু ভাবিস্ না, কোন কলঙ্ক নাই—এ আমাদের কুলপ্রথা;—রাণী হ'।

বেণু। [ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া] বৌ-মা! রাণী হবে?

ক্ষেমা। [দৃঢ়স্বরে] হয়েছে।

বেণু। তুমি থামমা। রাণী হ'বে বৌমা? মুখ তোল, বল, লজ্জা কি?

ঊষা। [নীরবে অধোবদনে রহিল]

বেণু। ষড়যন্ত্রকারীদের যেতে বল; চল—আমি তোমাদের সিংহাসনে বসিয়ে দিচ্ছি।

ক্ষেমা। আজ আর ও দান সাজে না, বেণুদেবী! ও রকম উদাসীনতা —জালে প'ড়্‌লে—সবাই দেখিয়ে থাকে। এ করুণা—আমি যে দিন সিংহাসনচ্যুতা হয়েছিলাম—কোথায় ছিল তোমার করুণাময়ি?

বেণু। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর; তোমার সিংহাসন-চ্যুতির মধ্যে আমি আছি কি না—ধর্ম্ম জানেন; সে দুর্ণাম মোছবার চেষ্টা আমি করি না,— আমার প্রার্থনা—আর আগুন জ্বেলো না; তুমি আমি জ্বলছি—সেই ভাল;

ওরা দুধের ছেলে—ধূলো খেলার সময়—হাসি ছাড়া জানে না—ওদের প্রাণে আর এ বীজ দিয়ো না—আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি।

ক্ষেমা। খুব—খুব খেলা খেল্‌ছো, বেণুদেবী! চোখ্ রাঙ্গিয়ে হ'লো না ত পায়ে ধরা! যাই কর—মরুভূমে ফুল ফুটবে না,—যাও! উষা! উদয় কোথা?

বেণু। বৌ-মা! হাতে ধর্‌ছি মা। রাজ্য নেবে—নাও, কলঙ্ক নিয়ো না!

উদয় উপস্থিত হইলেন।

উদয়। কি মা! কি মা! তুমি হাতে ধর্‌ছো কার?

বেণু। অন্য কারও নয়, বাবা! আমারই পুত্রবধূর।

উদয়। পুত্রবধূর! হাতে ধর্‌ছো পুত্রবধূর! তোমারই কিঙ্করী, দাসীর! কেন মা! কি হ'য়েছে?

বেণু। কিছু হয় নি, বাবা! তুমি এখান হ'তে যাও।

উদয়। না মা, আমি আড়ালে ছিলুম—সব শুনেছি। পিতামহী তোমার পুত্রবধূকে দিয়ে আমায় হস্তগত ক'রে, তোমাদের রাজ্যচ্যুত কর্‌তে চান,—সেই আশঙ্কায় কাতর হ'য়ে তুমি যার তার পায়ে পড়্‌ছো, হাতে ধর্‌ছো,—এই ত?

বেণু। আমি রাজ্যের জন্য কাতর হই নি, উদয়! তোমাদেরই কলঙ্কের ভয়ে, তোমাদের অশান্তির ভয়ে!

উদয়। নিশ্চিন্ত হও, মা! গীতামুখামৃতসিক্ত বেণুদেবী তুমি, তোমার সুস্বরমুগ্ধ, স্নেহ-আকর্ষিত—পবিত্র আমি, কলঙ্ক আমার ছায়া স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না; সর্ব্ব-নিয়মাতীত, নির্ব্বিকার অজাতশত্রুর আত্মজ হ'তে অশান্তির গন্ধ বহুদূরে। কেন পুত্রবধূর হাত ধ'রে কাঁদ্‌ছো, মা! তার

পরামর্শে আমি তোমাদের পথে বসাব? এতে যে তুমি কলঙ্কিতা হচ্ছ, অপরাধিনী ধরা দিচ্ছ! পিতা যদি তোমার পরামর্শে, তোমার যন্ত্র-পুত্তলিকা হ'য়ে তাঁর পিতামাতাব আসন অধিকার ক'রে থাক্‌তেন,—একদিন তোমার এ আশঙ্কা হ'তে পার্‌তো; তা যখন নয়—মনে প্রাণে খাঁটী তুমি,—অসীম শক্তিশালিনী মহাপ্রকৃতির স্বেচ্ছাসেবক তিনি, প্রয়োজন বুঝেছেন—রাজ্য হাতে নিয়েছেন;—ভুল ক'রেছ মা,—তোমার বোঝা উচিত ছিল সেই স্বাধীন, স্বভাবী, পুরুষশ্রেষ্ঠের পুত্র আমি,—প্রয়োজন বুঝি—স্বেচ্ছায় সশস্ত্র তোমাদের সম্মুখীন হ'বো; কারও প্ররোচনায় নয়।

বেণু। [সস্নেহে] বাবা—বাবা আমার!

উদয়। [ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে] মা! মা আমার!

ক্ষেমা। [ক্রুদ্ধনেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়, কর্কশস্বরে] উদয়—

উদয়। [সদর্পে] পিতামহী! শত চেষ্টাতেও মহারাজ বিম্বাসারকে তোমার ষড়যন্ত্র মধ্যে নামাতে পার নাই—তাই আজ উদয়কে ধ'রেছে? তুমিও ভুল ক'রেছ; তোমারও বোঝা উচিত ছিল—সেই জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, পরম পুরুষের পৌত্র আমি; তিনি যখন অবরোধকারী পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন নি, অকপটে রাজ্যের রশ্মি আশীর্ব্বাদ সহ ছেড়ে দিয়েছেন;—মার্জ্জনা ক'রো আমায়—আমি পিতার যোগ্য পুত্র না হ'তে পারি—তা'তে আমি কুলাঙ্গার নই;—আমি পিতামহের যোগ্য পৌত্র।

বেণু। [সগর্ব্বে] ক্ষেমাদেবি! তোমার চেষ্টা নিষ্ফল, তোমার উদ্দেশ্য আকাশ-কুসুম, তোমার রাবণের চিতা আমার বুকে যুধিষ্ঠিরের রাজস্থয়।

উদয়। প্রণাম নাও, পিতামহী! আশীর্ব্বাদ কর বা অভিশাপ দাও —যেন বিম্বাসারের পৌত্র হই। চল মা, এখান হ'তে।

বেণু। [আনন্দে] বৌ-মা! এস ত মা! আমার অনেক দিনের

সাধ—আজ আমি তোমাদের দুটীকে নিয়ে একটু পুতুল-খেলা কর্‌বো। রাজা রাণী হ'বে? এ রাজ্যে কেন? তোমরা যে আমার স্নেহ-রাজ্যের রাজা-রাণী।

[উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

ক্ষেমা। [দণ্ডাবমর্ষণ করিতে করিতে] ধর্ম্ম! কই তুমি? এই বুঝি তোমার সূক্ষ্মগতি? উদয়! পিতামহের পথ ধরলি, পাগল! দুর্ব্বুদ্ধি তোর; বুঝ্‌লি না? পিতামহের যখন অবরোধ—তোর ভাগ্যেও যে নির্ব্বাসন! যা, অপদার্থ! আর যেন আমার অপবাদ দিস না; আমার দোষ নাই। আমি নিজেই এ সিংহাসন অধিকার কর্‌বো, তোদের মুখ পুড়িয়ে দেব। বেণুদেবি! আমার আজকের এ ষড়যন্ত্র বিফল হবে না; তোমার মগধের ঈশ্বর, ঈশ্বরী, সর্ব্বময়ী—ক্ষেমা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল-সান্নিধ্য।

বেশভূষায় সুসজ্জিতা উল্কা।

উল্কা। জীবন উপভোগেরই বটে। ফুলের স্বভাবে হাস্‌ছি, কুরঙ্গিনীর তালে নাচ্‌ছি, বিহঙ্গিনীর সুরে গাচ্ছি; লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই, বিচার নাই। এ হ'তে সুখ আর কি? ইচ্ছামত খাই, প্রয়োজনমত সাজি, স্বাধীনভাবে বেড়াই; উপভোগের প্রায় শেষ। বাকী কেবল—একটা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] কেন বাকী রাখি? দিই শেষ ক'রে। ধর্ম্ম নাই; জীবন উপভোগেরই বটে। [ক্ষণেক বিচার করিয়া] কিসের

বিচার ? কে তুমি বাধা দাও, অন্ধ ! কারও কথা মানি না ; রক্ত মাংসে আমার দেহ গঠিত নয় ? কেন থাকবো—সৃষ্টির একটা পরম তৃপ্তিতে বঞ্চিত হ'য়ে ? দূর হও বাধা, বিঘ্ন, বিচার, তর্ক ; জীবন উপভোগের। [সহসা যুদ্ধস্থল প্রতি দৃষ্টি পড়ায় আপন ভাবে] উঃ কি তুমুল যুদ্ধ ! তুল্য পরাক্রমী মগধ—কোশল। রক্তের নদী ছুটছে, আর্ত্তনাদে আকাশ ফাটছে—কেউ পরাজয় মানছে না ! আশ্চর্য্য। [উদাসভাবে চাহিয়া রহিল]

শিঞ্জন আসিয়া উল্কার হাত ধরিল।

[চমকিতা হইয়া] কে ?

শিঞ্জন। উপভোগ।

উল্কা। [শিঞ্জনের রূপ ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধস্বরে] সুন্দর !

শিঞ্জন। কি দেখছো সুন্দরী ?

উল্কা। উপভোগ !

শিঞ্জন। মনোমত ?

উল্কা। মনোমত, উপভোগের চরম।

শিঞ্জন। উপভোগ কর।

উল্কা। [ক্ষণেক চিন্তা করিরা স্বগত] না—দিই শেষ ক'রে ; এ উপভোগ রতিরও বাঞ্ছনীয়। তবে— [চিন্তা]

শিঞ্জন। কি ভাব্‌ছো বালা ?

উল্কা। ভাব্‌ছি—জীবন উপভোগেরই বটে ত ?

শিঞ্জন। এ ভাবনা আর ত তোমার সাজে না, ষোড়শী ! তুমি ত সব দেখে শুনেই এই উপভোগের পথেই চ'লে আস্‌ছো।

উল্কা। আস্‌ছি ; তবে এতদিন আমি যে উপভোগ গুলো ক'রে এসেছি—খাওয়া, পরা, বেড়ান,—তাতে তেমন কিছু যায় আসে নাই,—

তত ভাববার কিছু ছিল না; কিন্তু আজকের এটা উপভোগের শেষ—আর ফের্‌বার পথ থাক্‌বে না; তাই একটু বেশী ভাব্‌তে হচ্ছে—যদি জীবন উপভোগের না হয়—

শিঞ্জন। জীবন উপভোগের নিঃসন্দেহ—নিশ্চয়। কোন্ দিক দিয়ে দেখ্‌তে চাও তুমি? বাহ্যপ্রকৃতি দেখ—মেঘের উদয় না হ'লে বিজলীর হাসি ফোটে না; রবির কোল না পেলে উষার ঘুম হয় না; বাতাস যদি বোঁটা না দোলায—ফুল ফোটাই বৃথা। অন্তঃপ্রকৃতি দেখবে? শক্তি সেধে গিয়ে কর্ম্মের হাত ধর্‌ছে, ভক্তি জ্ঞানের গলা ধ'রে চুমো খাচ্ছে; জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রতি-মুহূর্ত্ত বিরহ-সঙ্গীত গাচ্ছে—'সখি! শ্যাম না এলো।' উপভোগ—উপভোগ; কিছু নাই, বিশ্বব্যাপী উপভোগ; জীবন—উপভোগের।

উল্কা। [দৃঢ় হইয়া] সত্য—সত্য। যুগলভাবই ভাবের শ্রেষ্ঠ; শৃঙ্গার রসই জগতের আদি রস; আমি উপভোগ কর্‌বো। যুবক! [বাহুপাশে শিঞ্জনের গ্রীবা ধারণোদ্যত ও পুনরায় সঙ্কুচিত হইল।]

শিঞ্জন। একি! সঙ্কুচিতা কেন আবার সুন্দরী?

উল্কা। [অব্যবস্থভাবে অস্ফুটস্বরে] বিধবার উপভোগ—

শিঞ্জন। কে বল্‌লে তুমি বিধবা? জগতে বিধবা নাই। এক পৃথিবী—কত রাজা পরিবর্ত্তন হচ্ছে; এক চিন্তা—কত মুখী, কত বিষয়ে অনুরক্তা হচ্ছে; বিধবা নাই। মহাসতী দময়ন্তী—সেও শুনতে পাই—পুনঃ স্বয়ম্বরার ঘোষণা দিয়ে গেছে কোথায় বিধবা? তুমি যে বিধবা—সে শুদ্ধ স্বার্থপর বর্ত্তমান কালের সাজানো।

উল্কা। [দৃঢ়ভাবে] সত্য—সত্য, কিসের বিধবা? আমি যদি বিধবা—এ উপভোগের অনুমান আসে কোথা হ'তে? বালিকা ছিলাম—তাই থাক্‌লেই ত হ'তো,—যৌবন না ঝাঁপিয়ে ছাড়্‌লো কই? গাছে

ফুল যদি নিয়মিত ভাবে ফুটে যায়, তার ফল রোখে কে? কেন তবে আমি সৃষ্টির অধিকারিণী হব না? মানি না, আমি উপভোগ কর্‌বো। যুবক! এক কাজ কর,—তুমি আমায় বিবাহ কর।

শিঞ্জন। হা—হা—হা! জীবনটাকে আবার বন্ধনের মধ্যে ফেল্‌বে, বালা! সেটা ঠিক উপভোগ হবে না। বিধবা থাকার চেয়ে বিবাহ উচ্চ বটে, কিন্তু উপভোগের জীবন হ'তে বিবাহিত জীবন অনেক নীচে। উপভোগ—উপভোগ; বন্ধনহীন, অবাধ, স্বাধীন, মুক্ত; বিবাহ—বন্ধন, গণ্ডিবেষ্টিত, সঙ্কীর্ণ। বিবাহের পবিত্রতা আর কিছুই নয়—কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের ভারটা একজনের ঘাড়ে নির্দ্দিষ্টভাবে চাপানো।

উল্কা। থাক্, আর বল্‌তে হবে না—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; চাই না বিবাহের পবিত্রতা। গ্রাসাচ্ছাদন?—জুটে যাবেই, প্রকৃতির রাজ্য; সন্তান হয়—অবিবাহিতার সন্তান ব'লে স্তনে দুধ আস্‌তে থাক্‌বে না। আমি বাঁধা দেব না, উপভোগই কর্‌বো! চল যুবক, তোমার উপবনে।

শিঞ্জন। এস তপস্বিনি! আমার তপোবনে।

উল্কা। [উচ্চকণ্ঠে] সংহিতা! রইলো তোমার বিধান, সমাজ! রক্তচক্ষু রাখ; কাল! ছিঁড়লো তোমার জাল। [হস্ত ধরিয়া শিঞ্জনসহ গমনোদ্যত ও পুনঃ চমকিত হইয়া] ও—[পশ্চাতে ফিরিল]

শিঞ্জন। একি! পশ্চাৎগামিনী কেন আবার প্রিয়তমে?

উল্কা। হাত ছাড়; একটা কাজ আমার বাকী আছে—মনে প'ড়ে গেছে।

শিঞ্জন। হা—হা হা—হা!

উল্কা। হাত ছাড়; মনে পড়েছে যখন, সেটার একটু না দেখে আর এটার শেষ করা হয় না।

শিঞ্জন। কি কাজটাই তোমার শুনি?

উল্কা। শুন্‌বে? আমি ব্রাহ্মণদের আদেশ মত ব্রহ্মচর্য্য ক'রে-ছিলাম—ফল পাই নাই; শ্রীমদ্ভাগবতের সারাংশ শুনেছিলাম—তৃপ্তি হয় নাই; শেষ বৌদ্ধমঠে উপস্থিত হয়েছিলাম, বৌদ্ধগুরু আমায় কর্ম্ম দিয়েছিল—শত্রু মিত্র ভেদভাব ছেড়ে আহত, আর্ত্ত, পীড়িত সর্ব্ব জীবের সেবা; আমি উপেক্ষায় উড়িয়ে দিয়ে এসে এই পথ ধরেছিলাম, সেটা ত আমার ক'রে দেখা হয় নি!

শিঞ্জন। মঙ্গলই হ'য়েছে, জীবনের আর দিন কতক অনর্থক অপব্যয় হয় নি। বিধবা! ব্রহ্মচর্য্যে ফল পাও নি, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃপ্তি হয় নি,—বুঝ্‌তে পারচো না এখনও? তোমার জীবসেবাও যে ঐ পথেরই একটা শাখা মাত্র!

উল্কা। আ-হা-হা-হা! এ পথ ত আমার পালিয়ে যায় নি, এ ত ধরাই; তুমিও রইলে—আমিও রইলুম, কেবল দুটো দিনের এদিক ওদিক,—একটু ক'রেই দেখি না?

শিঞ্জন। জ্ঞানহীনা—

উল্কা। তর্ক ক'রো না, আমি স্বীকার করি—ওতেও কিছু নাই, তবু আমি নিঃসন্দেহ হ'তে চাই—আমায় সময় দাও।

শিঞ্জন। তোমার অভিরুচি! আমি উপভোগী, লম্পট নই যে আমার পাপ-বাসনায় যে কোন প্রকারে তোমায় প্রবৃত্ত করাতে যাবো। আমি দুঃখিত নই তোমার এ প্রত্যাখানে, দুঃখ এই—সময়ের সদ্ব্যবহার বুঝ্‌লে না! দুটো দিন যেন দিনের মধ্যেই নয়! যৌবনের দুটো মুহূর্ত্তও অমূল্য, দুষ্প্রাপ্য।

[প্রস্থান।

উল্কা। যাক্ মুহূর্ত্ত, যাক্ দিন, যাক্ বর্ষ, যাক্ যুগ, আমি একবার জীবসেবা করবো; ব্রাহ্মণ দেখেছি, বৈষ্ণব দেখেছি, দেখ্‌বো—বৌদ্ধের

অভ্যন্তর। সম্মুখেই মহা সুযোগ—তুমুল যুদ্ধ ; বহু আহত, বহু আর্ত্ত, বহু মৃত্যু। জীবসেবা—জীবসেবা! ঐ কে জল জল ব'লে ডাকে না? স্থির হও আর্ত্ত! যাচ্ছি আমি জীবসেবায়, তোমার তৃষ্ণা হ'তে আমার তৃষ্ণা কম নয়, তুমি ডাক মৃত্যুতৃষ্ণায়,—আমি ছুটি জীবন পিপাসায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যুধ্যমান অভ্রনীল ও অবসন্ন বীর্য্যশ্বেত।

অভ্র। ছিঃ, কোশল-সেনাপতি! এই বীর তুমি? সারা যুদ্ধটার মধ্যে আমায় একবার আক্রমণের অবসর পেলে না? আত্মরক্ষা কর্‌তে কর্‌তেই মর্‌লে?

বীর্য্য। মর্‌লুম—পার্‌লুম না ভাই—আক্রমণ কর্‌তে পার্‌লুম না।

অভ্র। আচ্ছা, আমি তোমায় সুযোগ দিচ্ছি,—আক্রমণ কর।

বীর্য্য। দয়া? যুদ্ধস্থলে?

অভ্র। দয়া নয় এ, কোশল-সেনানী! কোন প্রকারে রণ-পিপাসার কতকটা নিবারণ! আঘাত না পেলে প্রতিঘাতে উত্তেজনা আসে কই?

বীর্য্য। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর, যথেষ্ট উত্তেজনা পাবে।

অভ্র। এ যুদ্ধ আর কতক্ষণ চল্‌বে? রক্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে—হস্তের খড়্গ মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠ্‌ছে—

বীর্য্য। রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে, এখনও ভিতর হ'তে যোগাচ্ছে ত? হাতের খড়্গ কাঁপছে, এখনও ত খ'সে পড়ে নাই? যুদ্ধ কর।

অভ্র। যুদ্ধ রাখ, কোশল-সেনাপতি। আর এ যুদ্ধ আমি কর্‌তে চাই না,—মৃত্যু তোমার নিকট।

বীর্য্য। অজ্ঞ! বীর-জীবনে মৃত্যু যে প্রতিমুহূর্ত্ত নিকট।

অভ্র। তা জানি, কিন্তু এ যে তোমার অক্ষম-মৃত্যু, পাগল!

বীর্য্য। শুধু আমার নয়, অন্ধ! এ মৃত্যু আজ কোশলের কেশরী হ'তে কীটাণুটীর পর্য্যন্ত। ঐ দেখ, আমার শিক্ষিত সৈন্যগণেরও ঠিক এই অনুকরণ—এই রণ-প্রণালী। এ না হ'লে আমাদের রাজ-জামাতার দিগ্বিজয় হয় কই?

অভ্র। [চমকিত হইয়া] তোমাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কি কোশল-সেনাপতি?

বীর্য্য। মৃত্যু; যুদ্ধকর।

অভ্র। অপেক্ষা কর, আমায় বুঝ্‌তে দাও!

বীর্য্য। তুমি বোঝবার কে? বুঝুক তোমাদের মহারাজ।

অভ্র। দাঁড়াও, তবে আমি একবার মহারাজের কাছ হ'তে আসি।

[গমনোদ্যত]

বীর্য্য। [বাধা দিয়া] সাবধান!

অভ্র। তাহ'লে আমার অপরাধ নাই?

বীর্য্য। নির্ভয়।

[যুদ্ধ ও উভয়ের প্রস্থান।

টঙ্কার উপস্থিত হইল।

টঙ্কার। এ আবার কোন্ যুদ্ধ? একটী কোশল-সেনাও আক্রমণে অগ্রসর নয়,—সবাই দেখ্‌ছি—শত্রুর খড়্গে ঘাড় পেতে দিয়ে আছে! এ কি সেনাপতির কোন ষড়যন্ত্র? না, সেনাপতিও ত দেখ্‌ছি—জীবন-সম্বন্ধে

উদাসীন! এ দুর্ব্বলতা; রাজ-জামাতার অপমান ভয়ে এ জঘন্য আত্ম-বলি। কুরুযুদ্ধে সম্মুখীন হ'য়ে জ্ঞাতিবধ ভয়ে অর্জ্জুনেরও ঠিক এই অবস্থা ঘটেছিল। কি করি আমি? গীতা শোনাই—[উচ্চকণ্ঠে]

ক্লৈবং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে,

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

কই, কোন উত্তেজনাই ত দেখি না! ঐ সেনাপতি পতিত প্রায়! যাও হতভাগ্য, মান-অপমানের বোঝাই নিয়ে অন্ধকূপ নরকে। নিষ্ফল গীতা; অস্ত্র ধর্‌তে হ'লো আমায়। [অসি ধরিয়া] সৈন্যগণ! যুদ্ধ কর, নির্ভয়; আমি তোমাদের নেতা। [গমনোদ্যত]

শিঞ্জন উপস্থিত হইল।

শিঞ্জন। কি দাদা! বাঁশী ছেড়ে আবার অসি ধর্‌লে যে?

টঙ্কার। রথরজ্জু ছেড়ে রথচক্র শ্রীকৃষ্ণও ধ'রেছিলেন। [গমনোদ্যত]

শিঞ্জন। [বাধা দিয়া] দাঁড়াও।

টঙ্কার। স'রে যাও, বাধা দিয়ো না; এ বাক্-যুদ্ধ নয়—অস্ত্র যুদ্ধ।

শিঞ্জন। [অস্ত্র খুলিয়া] ওতেও আমি আছি ভাই! শকুনি শুধু পাশা খেলেই বেড়ায় নাই, রথী-মহলেও তার নাম আছে।

টঙ্কার। তা হ'লে উপস্থিত আর আমি কৃষ্ণ নই; বর্ত্তমানে আমার অভিনয়—সহদেবের ভূমিকা।

শিঞ্জন। স্বস্তি—স্বস্তি। [উভয়ের যুদ্ধ] বুঝ্‌তে পার্‌ছো সহদেব। আমিও আর শকুনি নই?

টঙ্কার। যুদ্ধ কর।

শিঞ্জন। তোমার মৃত্যু—

শিঞ্জন। মর তবে মূর্খ। [মস্তকে আঘাত করিল]

টঙ্কার। ওঃ—[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

শিঞ্জন। কি দাদা! আছ—না গেলে? [পরীক্ষা করিয়া] আছ—আছ, মূর্চ্ছিত!

উল্কা ছুটিয়া আসিল।

উল্কা। কোথায় মূর্চ্ছিত? কে মূর্চ্ছিত? [টঙ্কারকে তদবস্থায় দেখিয়া] এস মূর্চ্ছিত। আমি তোমার সেবা করি। [টঙ্কারের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল]

শিঞ্জন। সুন্দরী—

উল্কা। যাও; এ আমার জীব সেবার সময়।

শিঞ্জন। চল্লাম; দেখ দু' দিন জীবসেবাটাই।

[প্রস্থান।

উল্কা। জীবসেবার আনন্দ ত মন্দ নয়! লালসা নাই, লিপ্সতা নাই, উত্তেজনা নাই, অবসাদ নাই; কি যেন একটা তৃপ্তিময়, মন্থর, ধীর, অবিরাম প্রবাহ! এ আমায় ধীরে ধীরে নূতন জগতে নিয়ে আসছে! বা—বৌদ্ধধর্ম্ম! [টঙ্কারের প্রতি] মূর্চ্ছিত! চক্ষু মেল—ওঠো!

টঙ্কার। [মূর্চ্ছাভঙ্গে ক্ষণেক এদিক ওদিক চাহিয়া] এ কি! কোথায় আমি। কই আমার অস্ত্র? কোথায় গেল সে নরকের দূত? [অস্ত্র লইয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া উত্তেজিতভাবে] পাপিষ্ঠ। আমি মূর্চ্ছিত হয়েছিলাম, পরাস্ত হই নি। [বেগে গমনোদ্যত]

উল্কা। [হাত ধরিয়া] দাঁড়াও—দাঁড়াও, উত্তেজিত হ'য়ো না,—তুমি এখনও দুর্ব্বল।

টঙ্কার। [সবিস্ময়ে] কে তুমি বালা?

উল্কা। আমি মূর্চ্ছিতের শুশ্রূষাকারিণী।

টঙ্কার। তুমিই আমার চৈতন্য দিলে? আশ্চর্য্য। এ হিংসাময় রণস্থলে এ অযাচিত অনুগ্রহের উদ্দেশ্য কি দেবি।

উল্কা। আত্মজয়, শান্তি-অন্বেষণ।

টঙ্কার। তোমার নামটী আমি শুন্‌তে পাই সাধ্বি?

উল্কা। প্রয়োজন?

টঙ্কার। জীবনদায়িনী তুমি—জপ কর্‌বো যতদিন বাঁচ্‌বো।

উল্কা। আমার নাম উল্কা।

টঙ্কার। উল্কা। [সম্মুখে সর্প দর্শনের ন্যায় লাফাইয়া পিছাইল]

উল্কা। ওকি। অমন ক'রে উঠ্‌লে কেন—নাম শুনে? নামটা আমার বড় প্রখর—না? কি কর্‌বো বল—ডাকাতের ঘরে জন্ম কি না।

টঙ্কার। [পূর্ব্বভাবে] ডাকাতের ঘরে জন্ম। তবে কি—তবে কি—তুমি ধনু ডাকাতের কন্যা—উল্কা?

উল্কা। ধনু ডাকাতকে তুমি জান? তার সাম্‌নে পড়েছিলে বুঝি কোন দিন? তা না হয় হ'লো; কিন্তু তার যে উল্কা ব'লে কন্যা আছে—তুমি কি ক'রে জান্‌লে? ওকি! অমন ধারা কটমটিয়ে তাকাচ্ছো কেন?

টঙ্কার। [রুক্ষভাবে] যাও—যাও—

উল্কা। কেন—কেন? এই আমার নাম জপ-মালা কর্‌ছিলে, দস্যুর কন্যা শুনেই সব ভেসে গেল? তাতে আমার দোষ কি? জন্মটা ত আর মানুষের হাত ধরা নয়?

টঙ্কার। তুমি সধবা না বিধবা?

উল্কা। [সলজ্জভাবে] বিধবা।

টঙ্কার। তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় কিসে?

উল্কা। [ইতস্ততঃ করিয়া] এ সব প্রসঙ্গের আবশ্যক কি বীর?

টঙ্কার। বল—উত্তর দাও।

উল্কা। ওকি! তোমার স্বর অত কর্কশ কেন? থাম—ভাব্‌তে দাও।

টঙ্কার। ভাব্‌বে কি? কচিটা ছিলে না ত তখন!

উল্কা। আমার স্বামীর মৃত্যু হয়—দস্যুর লাঠিতে।

টঙ্কার। সে দস্যু বোধ হয় তোমারই পিতা?

উল্কা। [নীরবে অধোমুখে রহিল]

টঙ্কার। পাপিষ্ঠা! জন্মের জন্য তুমি দোষী নও, তোমার কর্ম্মই বা কই? তুমি এর কি প্রতীকার করেছ?

উল্কা। করেছিলাম—সাধ্যমত; ধরিয়ে দিয়েছিলাম—রাজার হাতে; ফল হয় নি।

টঙ্কার। বিষ পাও নি—খাওয়াতে? ছুরী ছিল না—গলায় বসাতে?

উল্কা। [সবিস্ময়ে] এ আবার কি! তুমি তার জন্য অত উত্তেজিত হ'চ্ছ কেন?

টঙ্কার। তোমার আজকের এই সেবা-যত্নে গ'লে গেছি ব'লে। পদাঘাতের পর পূজা—বড় মিষ্টি যে!

উল্কা। [ব্যগ্রভাবে] তুমি কে? তুমি কে? তুমি কি আমাদের কোন আত্মীয়?

টঙ্কার। [রূঢ়কণ্ঠে] শত্রু। দস্যু-জাতের আবার আত্মীয় থাকে বুঝি? তা হ'লে তুমি আজ এ সুখে ভাস? স্বামীহন্তার সর্ব্বনাশ না ক'রে সেবাব্রত নাও?

উল্কা। তুমি কে—তুমি কে? পরিচয় দাও—তুমি কে?

টঙ্কার। তোমার স্বামীকে তোমার মনে পড়ে?

উল্কা। না; মুহূর্ত্তের দেখা—মাত্র বিবাহ-রাত্রে; তাও অতি সঙ্কোচে, অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে!

টঙ্কার। অনুতাপ কর—অনুতাপ কর ; জন্মের জন্য—কর্ম্মের জন্য। সেবাব্রতে এ পাপের শান্তি হবে না,—বড় মর্ম্মচ্ছেদ—ভীষণ অভিশাপ ! অনুতাপ কর - অনুতাপ কর. জীবন-ভোর ;—এ জন্মে আশা নাই-ই—পরজন্মে যদি হয়। [প্রস্থান।

উল্কা। [ব্যাকুলকণ্ঠে] দাঁড়াও—একটীবার দাঁড়াও ; আমি তোমার পায়ে ধরি—তোমার পরিচয়টী দাও—পরিচয়টী—

[পশ্চাদ্ধাবন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, ধনু ও কাশ্যপ যাইতেছিল।

গীত।

ভিক্ষুগণ। সবুজ ছায়া শীতল হাওয়া বটের তলায় আয় রে পথিক।

ভিক্ষুণীগণ। কপালের ঘাম যাবে না কোথাও গেলে
মিছে করিস এদিক ওদিক।

ভিক্ষুগণ। এর দীর্ঘ-প্রসার বিশাল শাখা
স্বতঃই পিতার স্নেহমাখা
ডাকছে পথিক আয় ;

ভিক্ষুণীগণ। এর স্বভাব-দোদুল প্রতি পাতা
মাথার গোড়ায় সজাগ মাতা
মধুর শুশ্রূষায়,—

ভিক্ষুগণ। এর মূল হ'তে ত্বক আত্মহারা ক্ষিপ্ত জীব সেবায় ;—

ভিক্ষুণীগণ। এখানে নাই রে কেবল ফলের বড়াই,
নাইরে সেবার পারিশ্রমিক।

কাশ্যপ। থাক্ ; উপস্থিত তোমাদের অগ্রসর হওয়া হবে না, ভিক্ষুগণ ! রণস্থল নিকটেই ; তোমরা এই বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম কর, আমি যুদ্ধের সংবাদটা নিয়ে আসি।

ধন্নু। আমি সঙ্গে যাব, প্রভু।

কাশ্যপ। [সহাস্যে] কেন ধন্নু ?

ধন্নু। যুদ্ধস্থল—

কাশ্যপ। হ'লোই বা, তাতে আমার কি ? আমি ত যোদ্ধা নই !

ধন্নু। শত্রুর অস্ত্র এখন আর সে বিচার কর্‌বে না, প্রভু ! রণোন্মাদনা—

কাশ্যপ। না, ধন্নু ! অজাতশত্রু বড় যা তা শত্রু নয় ; এমন কত উন্মাদনা চ'লে গেছে ; তার যদি সে উদ্দেশ্য থাকতো, এ কাশ্যপের অস্তিত্ব কোন্ দিন লুপ্ত হ'য়ে যেতো ; তোমরা কেউ আমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌তে না। সে আমায় হত্যা কর্‌তে চায় না—দেখ্‌তে চায়। আমি চল্‌লাম ধন্নু। নিশ্চিন্ত থাক—দাঁড়াবো না সেখানে—মাত্র সংবাদটী নিতে যতক্ষণ।

কলম্ব উপস্থিত হইল।

কলম্ব। সংবাদ অশুভ, ঠাকুর ! আর যেতে হবে না তোমায় ; কি শুন্‌তে চাও বল ?

কাশ্যপ। কলম্ব ! তুমি এখানে কি ক'রে ?

কলম্ব। ক্ষত্রিয় হ'তে।

কাশ্যপ। [ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন] যাক্, সংবাদটা কি ?

কলম্ব। সংবাদ আর ছাই ; কোশল ধ্বংসপ্রায় ! জানি না কার ষড়যন্ত্র—একটী কোশল-সেনাও আক্রমণে অগ্রসর নয়, সবাই আত্মরক্ষায় বিব্রত ; অনেকে তাতেও উদাসীন। শত্রুর জয়নাদে রণস্থল কম্পিত ; কোশল তোমার গেল ব'লে !

কাশ্যপ। [সানন্দে] সংবাদ শুভ—সংবাদ শুভ, এ আমারই ষড়বন্ত্র কলন্দ, আমাদেরই অহিংসা-ধর্ম্মের উজ্জ্বল চিত্র। একটী কোশল সেনাও আক্রমণে অগ্রসর নয়, অনেকে আত্মরক্ষাতেও উদাসীন—কে বললে তোমায় এ অশুভ সংবাদ? আমি কি প্রিয় শিষ্য প্রসেনজিতের হত্যাকাণ্ড, প্রেত-নর্ত্তন দেখ্‌তে কোশলে ছুটে এসেছি, কলন্দ? আমি দেখ্‌তে এসেছি অজাতশত্রু ধর্ম্ম দেখুক,—আক্রমণ করে না—আত্মবলি দেয়। এ সংবাদ হ'তে শুভ সংবাদ অহিংসা-ব্রতাবলম্বী, বুদ্ধের দাস কাশ্যপ চায় না, আমি এই সুসংবাদের জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম। কলন্দ। ভাই আমার। তোমার সেদিনকার সে অগ্নিদাহে উদ্ধার হ'তেও আজকের এ উপস্থিতি আমার কাছে আরও আদরের। শ্রীভগবানের দূত তুমি—তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো না, তুমি আমার কাছে পুরস্কার নাও। [বক্ষে ধরিলেন]

কলন্দ। [ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া] কিন্তু তোমার এ পুরস্কারে আমার আশা ঠিক মিটলো না, ঠাকুর।

কাশ্যপ। আর কি চাও?

কলন্দ। তুমি আমার বাবাকে ছেড়ে দাও—একটা দিনের জন্য

কাশ্যপ। কি কর্‌বে?

কলন্দ। আমরা ক্ষত্রিয় হবো। দোহাই ঠাকুর, আমার বহুদিনের সাধ। এতদিন সুযোগ ক'রে উঠ্‌তে পারি নাই, আজ আমি আমার দস্যুর দল, আমার সমস্ত স্বজাতিকে সম্মুখ যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসেছি, আমার আশা ভঙ্গ ক'রো না, বাবাকে ছেড়ে দাও। জাতি ক্ষত্রিয় হ'য়েও আমরা জীবন-ভোর চোরামি ক'রে এসেছি, আজ দু'বাপ বেটায় মিলে একবার সাম্‌না সাম্‌নি লড়ি, বুকের বল দেখাই; ক্ষত্রিয় হই।

কাশ্যপ। ধনু। ক্ষত্রিয় হ'তে পার্‌বে?

ধনু। [অঙ্গভঙ্গী করিয়া] আর হয় না, কলন্দ। হাত আর উঠ্‌তে

চায় না ; বুকে বল আছে এখনও যথেষ্ট, কিন্তু মনে মর্‌চে ধ'রে গেছে, বাবা। ক্ষত্রিয়ের মাথা তোলায় আর আমার আবশ্যক দেখি না পুত্র, আমার এই গৌরবই যথেষ্ট—আমি ঐ প্রভুর দাস।

কলম্ব। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] বেশ, তুমি প্রভুর দাসই থাক, তবে আমাকে তোমার দাস ক'রে নাও ; হুকম দাও—আমি একাই পিতৃদ্রোহী অজাতশত্রুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে আসি।

কাশ্যপ। তুমি পিতার আদেশ মান ?

কলম্ব। আমি অজাতশত্রু নই ঠাকুর—যে জীবের জন্মদাতা, জন্মদায়িনী সব একমাত্র প্রকৃতি।

কাশ্যপ। তা হ'লে তোমার পিতার আদেশ আমার মুখেই শোন—হিংসা ত্যাগ কর কলম্ব, তোমার সজ্জিত স্বজাতিদের বিদায় দাও। অজাতশত্রুকে শিক্ষা দিতে চাও ? মানুষের শিক্ষার প্রণালী ও নয়। যুদ্ধ—পশুর বৃত্তি ; প্রেমের প্রতিষ্ঠা, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, অস্ত্রমুখে রক্তপ্রবাহে হয় না ; কামুকের সাধ্য নাই, কুলটার গতি ফেরাই ; ধমুকে দস্যুবৃত্তি ছাড়াতে কন্যার বৈধব্যও হেরে গেছে, তাকে দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়েছে—মহারাজ বিম্বাসারের ক্ষমা। পিতৃদ্রোহীকে শিক্ষা দিতে চাও—পিতৃভক্ত হও ; ধর্ম্মদ্রোহীকে শিক্ষা দিতে চাও—ধার্ম্মিক হও ; হৃদয়হীনকে হৃদয়বান্ কর্‌তে চাও—হৃদয় দেখাও।

কলম্ব। [মুগ্ধ হইয়া] ঠাকুর ! ঠাকুর !

কাশ্যপ। ক্ষত্রিয় হবে কলম্ব ? ক্ষত্রিয়ের অর্থ জান তো ? কার ত্রাণে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত্রিয় হবে বালক ? আগে নিজের ত্রাণ কর ; হিংসা, চৌর্য্য, পিশুনতা, প্রাণী-বধাদি দশবিধ মহাশত্রুর আক্রমণে আক্রান্ত তুমি—এদের দমন করে শুদ্ধদৃষ্টি, সত্যবাক্য, সুসংকল্প, সত্যধ্যানাদি অষ্টধাতুময় তোমায় উদ্ধার কর—ক্ষত্রিয় হও। বিপন্ন, শরণাগত, দুর্ব্বলের পোষকতাকে

আমি ঠিক ক্ষত্রিয়ত্ব বলি না, কলম্ব ! যথার্থ ক্ষত্রিয়ত্ব তার—যে কামনার কুজ্ঝটিকা হ'তে প্রচ্ছন্ন আত্মার উদ্ধার করতে পারে।

কলম্ব। [অস্ত্র ফেলিয়া] অস্ত্র পরিত্যাগ। দেব ! দেব ! আমি ধর্ম্মের দাস, আমি পিতার দাস, আমি তোমার দাসানুদাস। [পদতলে পড়িল]

ব্যগ্রভাবে উল্কা উপস্থিত হইল।

উল্কা। আমিও ধর্ম্মের দাসী হব, পিতার দাসী হব; জগতের দাসী হব। কই পিতা ? কোথায় পিতা ?

ধনু। [সাশ্চর্য্যে] উল্কা ! উল্কা !

উল্কা। বাবা ! বাবা ! আমি তোমার দাসী হব—একটা কথা বল—অনেক দিনের কথা—বেশ ভেবে চিন্তে ;—আমার স্বামীকে কি তুমি ঠিক হত্যা করেছিলে ?

ধনু। কেন ? কেন ?

উল্কা। বল—বল,—লাঠির ঘায়ে ত মাটীতে পেড়েছিলে, কিন্তু শ্বাস আছে কি না বেশ পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলে ?

ধনু। না মা, ততটা দেখবার সুযোগ হয় নি ; চিন্‌তে পেরেই আমরা নির্ব্বাক, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছিলাম ; তারপর দেখ্‌তে যাব—বেঁচে আছে কি না—অম্‌নি মহারাজ বিম্বাসার কোথা হ'তে সসৈন্যে সেই পথে এসে পড়্‌লেন—আর দেখা হ'লো না, আমরা যে যেদিকে পার্‌লুম—পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচালুম্।

উল্কা। [কাশ্যপের প্রতি] ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে ঠাকুর। তোমার সেবাব্রত নিয়ে আমি স্বামী পেয়েছি। বাবা ! আমি বিধবা নই, আমার স্বামী জীবিত।

ধনু। [বিস্মিত আনন্দে] জীবিত ! আমার জামাতা ! আমি তা'

হ'লে কন্যাঘাতী নর-রাক্ষস নই? যতই আত্মজয়ী হই, এ অনুতাপ আজও আমার বুকে পাথর হ'য়ে ব'সে আছে। পাথর সরিয়ে দে, মা! পাথর সরিয়ে দে; বল্ মা—জীবিত আমার জামাতা; বল্ মা—সে কোথায়?

উল্কা। রণস্থলে, বাবা! এই রণস্থলে।

ধনু। পরিচয় দিলে? পরিচয় দিলে? বল্লে—সে আমার জামাতা? সে এখনও আমার জামাতা? তোর প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্লে? স্ত্রী হ'লেও তুই ত তার জীবনঘাতী জন্মব্যর্থকারী ক্রূর জল্লাদের কন্যা,—তোকে আদর কর্লে, না—দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে?

উল্কা। না বাবা, আদরও করে নাই তাড়িয়েও দেয় নাই; ক্ষোভে, অভিমানে নিজেই উধাও হ'য়ে চ'লে গেল। আমি ত ঠিক চিনতুম্ না—সাহস ক'রে ধর্তে পার্লুম্ না। পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্লুম্ বারবার—কিছুতেই খুল্লে না,—কেবল সেই অভিমান, সেই ক্রোধ। আমি সন্দেহ নিয়ে ছুটোছুটী কর্তে লাগ্লুম্; একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা কর্লুম্, সে বল্লে—মহারাজ বিম্বাসারের প্রতিপালিত। সন্দেহ আরও ঘোর হ'য়ে উঠ্লো, তোমার কাছে ছুটে এলুম্; তোমারও ঐ কথা,—আর কোন সন্দেহ নাই, আমার স্বামী জীবিত। তোমরা তাকে মার্তে পার নাই—মৃত্যুর মুখে দিয়ে এসেছিলে। মহারাজ বিম্বাসার—জয় হোক্ তাঁর—আমার ইহকাল, আমার পরকাল, আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা ক'রেছেন;—এস বাবা, দেখ্বে এস। [কাশ্যপের প্রতি] ঠাকুর! ধর্ম্ম আছে, তোমার সেবাব্রত নিয়ে আমি স্বামী পেয়েছি! [প্রস্থান।

ধনু। প্রভু! প্রভু! অনুমতি দিন—আমি নিশ্বাসটা সরল ক'রে আসি। হাত দুটো ধ'রে ব'লে আসি তার—আমার সেদিন আর এদিনের ব্যবধান—একটা জন্মান্তর; আমার কন্যা আর দস্যু-কন্যা নয়, ভগবান বুদ্ধদেবের দাস-কন্যা। [প্রস্থান।

কলম্ব। আমাকেও ঐ অনুমতি, প্রভু। সেদিন আমি বড় অপ্রতিভ হ'য়েছিলাম ; আজ আমি বুক ফুলিয়ে ব'লে আসি—আমাদের হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও মরে নাই,—দস্যুরও ধর্ম্ম আছে।

[প্রস্থান।

কাশ্যপ। চল ধনু, চল কলম্ব! আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। ধর্ম্ম আছে—আমার সেবাব্রত নিয়ে স্বামী পেয়েছে—আমি নিজে দেখ্‌বো, আর জগতকে দেখাব'—সে মঙ্গলময় মধুর প্রেমের মহামিলন। তোমরাও পশ্চাতে এস, ভিক্ষুগণ! আহতের শুশ্রূষা কর—আর্ত্তে আশ্বাস দাও—শবের সৎকার কর।

[প্রস্থান।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ।

পূর্ব্ব গীতাংশ

ভিক্ষুগণ। কোথায় তোরা আয় আহত,
আয়রে যোড়াই বুকের ক্ষত,
কোল্ নে কাতরে ;
ভিক্ষুণীগণ। তোরাই মোদের কর্ম্মভূমি,
আয় রে তোদের বদন চুমি
কন্যার আদরে ;—
ভিক্ষুগণ। ওরে বুদ্ধদেবের মানব-ধর্ম্ম তোদেরই তরে ;—
ভিক্ষুণীগণ। সে যে মরম-গলা প্রেমের ধারা
সাগর মথন্ন সুধার অধিক।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গৃহাশ্রম।

সংসার-দম্পতি।

গীত।

উভয়ে। সংসার-ধর্ম্মী আমরা পুরুষ নারী।

আমাদের ধর্ম্ম-কথা আমরাও কেন পাড়্‌তে ছাড়ি।

চতুর্থে চৌদ্দ পোয়া—

নারী। করি অন্ধকারে গলা ধ'রে গহনার ফন্দ,

পুরুষ। আমার তখন হাত পা ছেড়ে নাসিকা-শব্দ ;

নারী। অমনি আমার ফিরে শোওয়া,

উঠ্‌লো মুখের কথা কওয়া,

এ ভূতের বোঝা যায় না বওয়া, কোথায় রে তুই যম ;

পুরুষ। অম্‌নি মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্‌—অয়ি চারুশীলে !

দেহি পদপল্লবমুদারম্‌ ;—

নারী। কি করি, হাসি আবার, সে আটা নয় যে যাবার,

পুরুষ। বাজি মাৎ—কেল্লা কাবার ;

নারী। ছুটলো তখন রুদ্ধ তুফান, হাল ধর প্রেম-কাণ্ডারী—

পুরুষ। এই সংসারের সত্য ধর্ম্ম, কে বলে কেলেঙ্কারী।

উভয়ে। ইতি, সংসার-ধর্ম্মে আমাদের নির্ব্বাণ পদ।

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যুধ্যমান শিঞ্জন ও টঙ্কার।

শিঞ্জন। আবার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোমার ?

টঙ্কার। দুরাচার ! আমি তোমার কপটতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না—অন্যায় আঘাতে মূর্চ্ছিত ক'রে চ'লে এসেছ, তার এত অহঙ্কার ?

শিঞ্জন। এবার তা হ'লে আর যা তা মূর্চ্ছা নয়,—এবারকার মূর্চ্ছা—শত ষোড়শী বিদ্যাধরীর শুশ্রূষাতেও ভাঙ্গবে না।

টঙ্কার। মনেও তা স্থান দিয়ো না, পামর ! এবার চাকা উল্টো দিকে ঘোরাব'।

শিঞ্জন। চক্রধারীর অদ্ভুত ক্ষমতা ! বোধ হয় নূতন শক্তির উন্মেষ হ'য়েছে প্রাণে !

টঙ্কার। নূতন নয় অন্ধ, এ নিত্যশক্তির সত্যরূপ।

শিঞ্জন। ও শক্তির পূজার উদ্দেশে আমার থুৎকার নাও।

টঙ্কার। জীবন অঞ্জলি দাও। [ভীষণ আঘাত করিল]

শিঞ্জন। ওঃ ! মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু—[পতন]

টঙ্কার। মৃত্যু নিশ্চয়ই ; তবে অত সুখ-মৃত্যু তোর নয় পাপী ! আহত, পতিত, মুমূর্ষু—কোন বিচার নাই, আমার অস্ত্রচালনা—তোর চিতারোহণ পর্য্যন্ত। সে অন্যায় মূর্চ্ছার চৈতন্য নিয়ে যেতে হ'বে তোকে ; নরকে পড়েও পরিত্রাণ নাই—আমি নরকেই যাব।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

উন্মুক্ত অসি হস্তে অজাতশত্রু আসিয়া

বাধা দিলেন।

টঙ্কার। এঃ! [ঘৃণায় মুখ ফিরাইল]

অজাত। মুমূর্ষুর উপর অস্ত্রাঘাত!

টঙ্কার। [শিঞ্জনের প্রতি] নরকের আড়ালেই দাঁড়ালি নারকি?

অজাত। সাবধান!

টঙ্কার। কিসের সাবধান! এ জ্বালা হ'তে নরক-জ্বালা শান্তির। [অস্ত্র ধারণ]

অজাত। পাষণ্ড— [যুদ্ধ]

শিঞ্জন। মহারাজ! বিদায়—[মৃত্যু]

অজাত। [টঙ্কারের প্রতি] স্বর্গ! আমার শিঞ্জনের মৃত্যু মার্জ্জনা কর্‌ছি, এখনও মঙ্গল চাও ত আমার পায়ে লোটাও।

টঙ্কার। তুমি মঙ্গল চাও ত অত পা বাড়িয়ো না; আমার জীবন-দাতাকে অবরুদ্ধ ক'রে গায়ের জোরে আমার প্রণাম নিলে—তুমি কল্মাষ-পাদ হবে, তোমার পা পুড়ে যাবে।

অজাত। সাবধান! এই শেষবার!

টঙ্কার। আর উত্তর পাবে না, আমি নীরব।

অজাত। নীরব হও অনন্তকালের জন্য। [ভীষণ আঘাত করিলেন]

টঙ্কার। [বজ্রাহতবৎ] ওঃ! [অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অবসন্নভাবে] মহারাজ বিম্বাসার! এই পর্য্যন্ত; প্রণাম। তুমি আমায় জীবন ঋণ দিয়েছিলে—তোমার আত্মজ, তোমার উত্তরাধিকারীর হাতে আমি সে ঋণ শোধ দিলাম। রাজা! রাজা! [পতনোদ্যত]

উল্কা ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।

উল্কা। স্বামী! স্বামী!

টঙ্কার। উল্কা?

উল্কা। দাসী।

টঙ্কার। আবার কেন হতভাগিনি?

উল্কা। আমার সেবা ক'রে সাধ মেটে নি! সেদিনকার যে সেবা আমার অন্ধকারে ঘ'টে গেছে—অনেক ত্রুটী হয়েছে। আজ আমি আলোর জোয়ারে ভেসে আস্‌ছি; কিন্তু কর্‌লে কি—কর্‌লে কি! আমি যে স্বামী-সেবার জন্য—কত অনুতাপ, কত আত্মগ্লানি, কত কাকুতি, কত নীরব রোদনের পবিত্র নৈবেদ্য প্রাণের থালে থরে থরে সাজিয়ে এনেছি; দেখ্‌লে না? নিলে না? অভিমানে কর্‌লে কি?

টঙ্কার। অভাগিনি! আর যে আমার সময় নাই! তোমার অমন প্রাণভরা নৈবেদ্য উপভোগ কর্‌তে আর ত আমার রসনা খেল্‌বে না! পূজাপাত্র রেখে দাও—বিনা পূজাতেই আমি তৃপ্ত; বুঝ্‌তে পেরেছি উল্কা—তোমার কোন অপরাধ নাই; আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'রে চল্‌লাম।

উল্কা। চাই না—চাই না; তোমার মার্জ্জনা—আমার বুকে বজ্রাঘাতের চেয়েও। তিরস্কার কর, তিরস্কার কর—অভিশাপ দিয়ে যাও—আমি অনেক অপরাধে অপরাধিনী; আমি স্বামী চিনি নাই, উদ্‌ভ্রান্ত ছুটেছি,—নরকের দ্বার পর্য্যন্ত দেখেছি; অভিশাপ দাও—আমার কামাসক্ত মন অনুতাপানলে পুড়ে যাক্, আমার লালসাময় দেহ—মহাব্যাধিতে গ'লে যাক্; আমার পরকালের সকল পথ কণ্টকারণে ভ'রে যাক্।

টঙ্কার। তোমার কল্যাণ হোক্, কল্যাণি! তুমি যত অপরাধই ক'রে

থাক—নির্ভয়—আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'রে যাচ্ছি, আমি তোমায় গ্রহণ ক'রে যাচ্ছি ; সরলপ্রাণে পবিত্রকণ্ঠে ব'লে যাচ্ছি—উল্কা! তুমি আমার স্ত্রী। [মৃত্যু]

উল্কা। স্বামী! স্বামী! ও-হো-হো—[বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

ধনু উপস্থিত হইল।

ধনু। কই মা? কই মা? কোথায় মা তোর স্বামী?

উল্কা। বাবা—বাবা—[ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল]

ধনু [টঙ্কারকে দেখিয়া] এই যে! এই ত বটে! [নিকটে গিয়া শবদেহ দেখিয়া লাফাইয়া লঠিল] একি! এ আবার কোন্ দস্যুর লাঠিবাজি! ধনু হ'তে বড় দস্যু জগতে আবার কে? তার লাঠিতে তবু শ্বাস থাকে—এ যে নিষ্পন্দ, অসার, শূন্য। ও-হো-হো—[মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল]

কলম্ব উপস্থিত হইল।

কলম্ব। কি হয়েছে, বাবা! কি হয়েছে?

ধনু। কলম্ব! কলম্ব! দেখ্ ত বাবা একটু আগে গিয়ে—মহারাজ বিম্বাসার এ পথে আসছেন কি না?—সসৈন্যে—সেই রকম—সেই দিন কার মত? আজ আবার আর একবার তাঁর আসবার বড় দরকার হয়েছে, বাবা! এই দেখ্—দুর্য্যোধনের হর্ষে বিষাদ!

কলম্ব। [টঙ্কারকে মৃত ও অজাতশত্রুকে অসি হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া] মহারাজ! প্রণাম; ভালই হয়েছে; আমি জগতকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, আপনার দর্শন পেয়েছি—আপনি জগতের শিরোমণি—আর আমায় কোথাও যেতে হলো না। আমার কথা—

সেই কথা—আমাদের হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও মরে নাই ; একটা সন্দেহে সেদিন আপনার সম্মুখ হ'তে অবনত মস্তকে চ'লে এসেছিলাম ; আজ আমরা নিঃসন্দেহ—আজ আমরা মুক্তকণ্ঠ—আমাদের হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত একটী প্রাণীও মরে নাই। ডাকাতদের ধর্ম্ম মানুষ মারা নয়, মানুষ-মারা ধর্ম্ম রাজাদেরই।

উল্কা। [স্থির হইয়া] বৃথা দোষারোপ ক'রো না, দাদা! কারও ধর্ম্ম মানুষ মারা নয়, মানুষেরই ধর্ম্ম—মরা। বাবা! কাঁদছো? কেন কাঁদছো? আমি ত বিধবাই ছিলাম, বাবা! মহারাজ! আসুন। আজকের এ ঘটনার জন্য আমি আপনার ওপর অভিমানিনী নই ; আপনাকে ঘৃণা হচ্ছে—আপনি সেদিন একটা নিঃসহায়া, বুদ্ধিহীনা নারীকে বড় উল্টো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ধর্ম্ম নাই, জীবন উপভোগের। যান—জেনে যান—ধর্ম্ম আছে, জীবন উপভোগের নয় ; আমি সেবাব্রতে স্বামী পেয়েছি।

অজাত। বিধবা! আমি বিস্মিত হচ্ছি—তুমি সেই বিধবা?

উল্কা। না মহারাজ! আমি সে বিধবা নই ; সে বিধবা ছিল—সধবা-অজ্ঞাতা বিধবা, এ বিধবা—সঠিক বিধবা।

অজাত। তুমিই না ব'লেছিলে—স্বামীসেবা আবরণ, নিজের সম্ভোগে ব্যাঘাতই বিধবার দুঃখের মুখ্য কারণ?

উল্কা। প্রলাপ ব'লেছিলাম। সেদিন আমি স্বামী চিনি নাই, স্বামীর মুখ কখনও চক্ষে দেখি নাই, তাই ওরূপ অকথ্য জঘন্য ব'লে, ছিলাম। আপনি বুঝি আমার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এই সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়েছেন? আজ কই কতদূর তার্কিক আপনি, আমায় নিরস্ত করুন দেখি? আজ আমি সে কথা আমার ফিরিয়ে নিচ্ছি, আজ আমি দিব্যচক্ষে দেখছি—আর মুক্তকণ্ঠে বলছি—নিজের সম্ভোগের

জন্য নয়, স্বামী-সেবার জন্যই নারী-জন্ম; তার মধ্যে যেটুকু সম্ভোগ - সে সম্ভোগ নয় - সৃষ্টিরক্ষায় দুটী প্রাণীর পবিত্র মধুর আত্মত্যাগ।

অজাত। এ তোমার শ্মশান-বৈরাগ্য, বিধবা! এ ক্ষণিক; স্বামীর শব চক্ষের ওপর দেখ্‌ছো, তাই উপস্থিত তোমার স্বামী-স্বামী মোহ; এ মোহ থাকে না, থাক্‌বে না। দিনের পর দিন চ'লে যাবে, চেনা স্বামী অপরিচিত হয়ে দাঁড়াবে, দেখা মুখ আবছায়ার মত কখনও ভেসে আসবে—মিলিয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে তর্ক নাই এ জগতের ধারা—দেখা। বিধবা! স্বামী চেন নাই, স্বামীর মুখ চক্ষে দেখ নাই, সেই সূত্রে যদি অমন ধারা প্রলাপ বল্‌তে পেরে থাক, চেনা স্বামী যখন অচেনা হ'য়ে উঠবে, স্বামীর মুখ যখন স্মৃতি হ'তে মুছে যাবে, তখন যে আবার ঐ প্রলাপ বল্‌বে না—তার প্রমাণ?

উল্কা। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] তার প্রমাণ নাই, মহারাজ! ভাষায় তার প্রমাণ নাই। তবে অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যতদূর দেখছি, তাতে এই বুঝছি—আমার সেদিনকার সে প্রলাপ উক্তি, নিশ্চয় আমি বিধবা ছিলুম না ব'লে; তা না হ'লে, বিধবার মুখ হ'তে সে জঘন্য কাহিনী, বিধবার সে নির্লজ্জতা, বিধবার সে কদর্য্য ইচ্ছা কখনও আসেনা, আস্‌তে পারে না; এর প্রমাণ নাই, উপমায় বোঝাবার নয়; এ শুদ্ধ আজ আমি বিধবা—আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে। বিশ্বাস করুন, মহারাজ—আমার মধ্যে সে প্রবৃত্তি কখনও জাগবে না, আমি সঠিক বিধবা; বিশ্বাস করুন—আমি আর উল্কা নই, আমি জ্যোৎস্না।

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। এ অভিনয়ের এই খানেই যবনিকা প'ড়ে যাক, রাজা!

অজাত। তোমার ধর্ম্ম দেখলাম কই কাশ্যপ? তোমার সেবা-ব্রত নিয়ে স্বামী পেয়েছে—এই বুঝি ধর্ম্ম নাটকের উপসংহার? ভূমি-কর্ষণ করতে করতে ও লোকে অর্থ পায়, কন্যা পায়; বেশ্যা-সংসর্গেও শুনতে পাই জ্ঞান চক্ষু ফোটে; সে গুলো কি তোমার ধর্ম্ম বলতে হবে?

কাশ্যপ। ধর্ম্ম না বল - কি বলতে হবে? ভাগ্য?

অজাত। প্রকৃতির খেলা।

কাশ্যপ। মানি, কিন্তু ভূমি কর্ষণ করতে করতে পরমার্থ-রূপিণী পরমা কন্যা পায় রাজর্ষি জনক, আর মেনকা অপ্সরীর সংসর্গে জ্ঞান চক্ষু লাভ করে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র; এ ছাড়া তোমার প্রকৃতি এ খেলা খেলাবার স্থান পেয়েছে কোথাও? যদি পেয়ে থাকে—তারাও দ্বিতীয় জনক, দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র। আমি তোমার কথা অস্বীকার করি না, রাজা! প্রকৃতির খেলা নিশ্চয়ই; তবে আমি বলি—এতে তোমার প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব নাই, এদের ভাগ্য তোমার প্রকৃতিকে এই খেলা খেলতে বাধ্য করিয়েছে।

অজাত। আচ্ছা, তারপর?

কাশ্যপ। তারপর ভাগ্য মানলেই তোমায় মানতে হবে—ভাগ্য পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল।

অজাত। আবার পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম সেই জন্মান্তর-বাদ নিয়ে এসে ফেললে কাশ্যপ?

কাশ্যপ। জন্মান্তর বাদই যে ধর্ম্ম-রাজ্যের ভিত্তি, রাজা! জন্মান্তরে বিশ্বাস না এলে ধর্ম্মে বিশ্বাস কিছুতেই আসবে না; আর জন্মান্তর স্থির হলেই কারও তর্জ্জনী সঙ্কেতের আবশ্যক হবে না, কর্ম্ম আপনা হ'তে সম্মুখে দাঁড়াবে; কর্ম্ম এসে দাঁড়ালেই আর জীবন উপভোগের থাকবে না, জীবন হবে ত্যাগের; আর সেই ত্যাগের শিরোভাগে,আপনিই জাজ্জ্বল্যমান দেখতে পাবে—ধর্ম্মের সচ্চিদানন্দময় মোহন মূর্ত্তি।

অজাত। জন্মান্তর নাই, কাশ্যপ! ভ্রমে আচ্ছন্ন তোমরা। বৃথা তর্ক ক'রো না।

কাশ্যপ। জন্মান্তর আছে, রাজা! ভ্রম নয়, অতি সত্য; আমি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে পারি।

অজাত। আমিও প্রমাণ দিতে পারি—জন্মান্তর নাই; দেহ ধ্বংসেই জন্ম, কর্ম্ম—সব জঞ্জালের শেষ।

কাশ্যপ। পারবে না, রাজা! তোমায় নীরব হ'তে হবে আমি তোমায় প্রত্যক্ষ দেখাব।

অজাত। [চমকিত হইলেন]

মুক্ত অসিহস্তে প্রসেনজিৎ উপস্থিত হইলেন।

প্রসেন। এখানে তুমি অজাতশত্রু? আমি রণস্থলটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছি! তোমার জয় হয় নি, পাগল! আমি যতই দৃঢ় হই—তুমি বড় হতভাগ্য—আমার এই দুঃখ দৌর্ব্বল্যের ফাঁকে আমায় অস্ত্রহীন, মূর্চ্ছিত ক'রে চ'লে এসেছ। এস, আর আমার কোন দুর্ব্বলতা নাই, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার শেষ দেখি।

অজাত। কাশ্যপ! তোমার জন্মান্তর আমি দেখবো, উপস্থিত কোশল-রাজের রণ-মত্ততার চির শান্তি করে আসি!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

কাশ্যপ। উল্কা! এখন তোমার কার্য্য কি? সহমরণ না সেবাব্রত?

উল্কা। সেবাব্রত; আমি নিষ্ফল-জীবন মাদ্রী হ'তে চাইনা প্রভু; আমি ব্রতাচারিণী কুন্তী।

কাশ্যপ। [আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ উপস্থিত হইল।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ।—

গীত।

ভিক্ষুগণ। সেবাব্রত।
ভিক্ষুণীগণ। সেবাব্রত।
ভিক্ষুগণ। নাই আর মানবের অন্য ব্রত।
ভিক্ষুণীগণ। সব ব্রত এ ব্রতের পদানত ॥
ভিক্ষুগণ। সেবা নয়—ধন মান গর্ব্বিত কামুকের
ভিক্ষুণীগণ। সেবা—নয় রূপ রস গন্ধিত নরকের ;—
ভিক্ষুগণ। সে সেবা স্বার্থ সেবা!
ভিক্ষুণীগণ। সে সেবা ব্যর্থ সেবা ;
ভিক্ষুগণ। সে সেবার ফুল তলে সর্প শত।
ভিক্ষুণীগণ। সে সেবার পরিণাম বক্ষ ক্ষত ॥
ভিক্ষুগণ। সেবা কর শোকাকুল নেত্র-ধারার
ভিক্ষুণীগণ। সেবা কর দীন হীন সর্ব্ব হারার—
ভিক্ষুগণ। সেই সেবা সাত্বিক
ভিক্ষুণীগণ। সে সেবা অপার্থিব,
ভিক্ষুগণ। সে সেবায় শান্তি জাগ্রত।
ভিক্ষুণীগণ! সেই সেবা সত্য শাশ্বত ॥

[শিঞ্জন ও টঙ্কারের মৃত দেহ লইয়া ভিক্ষুগণ অগ্রসর হইল পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

মগধসৈন্যগণ কোশল-বিজয় উৎসবে নৃত্য করিতেছিল।

অনুতপ্ত, অব্যবস্থভাবে অভ্রনীল উপস্থিত হইল।

অভ্র। নাচো, নাচো সৈন্যগণ! বড় আনন্দ। যুদ্ধ জয় হয়েছে, কোশল ধ্বংস, অজাতশত্রুর দিগ্বিজয়ের প্রথম অভিযান পূর্ণভাবে সিদ্ধ। নাচো, নাচো! আমিও নাচি তোমাদের সঙ্গে—রাক্ষসের নাচ, জল্লাদের নাচ। হতভাগ্যগণ! কি যুদ্ধ কর্‌লে আজ জান? একটী বিন্দু শক্তি ক্ষয় হ'লো না, এক ফোঁটা ঘাম পর্য্যন্ত কারও কপাল হ'তে পড়্‌লো না;—কোশল—অমন একটা বিরাট শক্তি—মন্ত্রের মত উড়ে গেল! বাহবা জয়! বুঝ্‌তে পার্‌ছো না নির্ব্বোধগণ—কোশল যুদ্ধ কর্‌তে আসে নাই, আত্মবলি দিতে এসেছিলো? তোমরাও যুদ্ধ কর্‌তে এস নাই—হত্যা কর্‌তে এসেছিলে? নাচ্‌ছো কি পাষণ্ডগণ! পালিয়ে চল রণস্থল ছেড়ে; ইতিহাস তোমাদের এ বিজয়বার্ত্তা শুনেছে, আর এ নৃত্যোৎসবটা যেন না দেখে! পালিয়ে চল, পালিয়ে চল, লুকিয়ে পড়—যে যেদিকে পার। [প্রস্থানোদ্যত]

অজাতশত্রু উপস্থিত হইলেন।

অজাত। কোথা যাও—কোথা যাও সেনাপতি?

অভ্র। মহারাজ ! কেন ? কেন ? এখনও কি হত্যা কর্‌তে বাকী আছে কাকেও ?

অজাত। যুদ্ধ কর—স্বয়ং কোশলেশ্বরের সঙ্গে।

অভ্র। অতখানি সম্মানের সাহস—আমি ভৃত্য—আমার রাখা উচিৎ নয়, প্রভু ! ও হত্যাটা আপনিই সারুন—নিজের হাতে ; শেষ আহুতি আপনারই।

অজাত। আমার ভুল হচ্ছে, সেনাপতি—আহুতির মন্ত্র ! জানি না—কি কারণ আমি অন্যমনস্ক হচ্ছি প্রতিপদে, আমার অস্ত্র-চালনা যথাযথ হ'য়ে উঠেছে না।

অভ্র। আমার দশা আবার ও হ'তেও শোচনীয়, মহারাজ ! আপনার মন্ত্র ভুল হচ্ছে, আমার পুঁথি পর্য্যন্ত পুড়ে গেছে ; আপনি অন্যমনস্ক হচ্ছেন, আমার মনই আমাতে নাই; আপনার অস্ত্র-চালনা যথাযথ হ'য়ে উঠ্‌ছে না, আমার অস্ত্র হাতে কর্‌লে ইচ্ছা হচ্ছে—নিজের বুকে বসাই ! রক্ষা করুন, মহারাজ ! আমি আর হত্যা কর্‌তে পার্‌বো না ! যা হত্যা ক'রেছি, জানি না—তার পাপক্ষয়ের ব্যবস্থা কত কোটী-কল্প নরক ! আমি আর কিছু দেখ্‌ছি না মহারাজ—সুরথ রাজার লক্ষবলির মত লক্ষ নির্দ্দোষ বীরের খড়্গ আমার জন্মান্তরের পথে।

অজাত। [নীরব]

কাশ্যপ উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ। প্রমাণ নাও, রাজা ! জন্মান্তর আছে—না—নাই ?

অজাত। আমি কোনটাতেই স্থির নিশ্চয় হ'তে পারি নাই, কাশ্যপ ! তার পরও আমি—এই যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তেই—অনেক যুক্তি, প্রমাণ, বিচার, তর্ক উভয় দিক হ'তেই করেছি ; দেখেছি—কোনপক্ষের জয় পরাজয়

নাই; কেউ কাকেও নিরস্ত করতে পারে না; যা অজ্ঞাত—উভয়কেই তার জন্য অনির্দ্দিষ্টের আশ্রয় নিতে হয়; এ তর্ক অনন্ত, এ সন্দেহের নিরাশ নাই, এ যুদ্ধের শেষ নাই; তাই উপস্থিত আমি একটা সন্ধির মনস্থ করছি, তোমার কথাও থাক—জন্মান্তর আছে, আর আমার কথাও থাক—সে জন্মান্তর আর কিছুই নয়—পূর্ব্বজন্ম পিতা মাতা, আর পরজন্ম পুত্র-কন্যা।

কাশ্যপ। আমি তোমার সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত; যদিও ঠিক সঙ্গত সন্ধি নয়—কেন না—পূর্ব্বজন্ম পিতা মাতা হোক্, কিন্তু পরজন্ম পুত্র-কন্যা কি প্রকারে হয়? যার পুত্র-কন্যা নাই—বংশহীন, সে কি তা'হ'লে মুক্ত? যাক্ আমি আর তর্ক করতে চাই না, তোমার সন্ধিতেই সম্মত; তবে শুধু জন্ম সম্বন্ধেই সন্ধি করলে ত' হবে না, কর্ম্ম সম্বন্ধেও করতে হবে, ঐ রকম—তোমার কথাও থাকে আমার কথাও থাকে?

অজাত। কিরূপ?

কাশ্যপ। কর্ম্মও আছে। তবে বলতে পারি সে কর্ম্ম উভভোগ, বা ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি।

অজাত। স্বীকার।

কাশ্যপ। তা'হ'লে আর কেন রাজা! সন্ধির শেষ করি এস না? স্বীকার কর না—ধর্ম্মও আছে! ধর্ম্ম আর কিছু নয়—ঐ ভোগ নিবৃত্তির প্রকৃত পন্থাই ধর্ম্ম!

অজাত। [নীরব]

অসিহস্তে প্রসেনজিৎ উপস্থিত হইলেন।

প্রসেন। কি অজাতশত্রু! জরাসন্ধের বংশ ব'লে পরিচয় দাও—এই বীর তুমি? দ্বৈরথ রণে ভঙ্গ দিয়ে সেনাপতির সাহায্য নিতে এসেছ? এস, যুদ্ধ দাও।

অজাত। থাক্, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, কোশলেশ্বর! আসুন, সন্ধি করি।

প্রসেন। সন্ধি! এ সময়! ব্যঙ্গ কর্‌ছো অজাতশত্রু? আর তা হয় না; সন্ধির সময় ব'য়ে গেছে—আমার কোশল ধ্বংশ। সাবধান—আর সন্ধির কথা মুখে এনো না, যুদ্ধ কর; আমার মহাশয়ন—কিম্বা তোমার উরুভঙ্গ। [অস্ত্র তুলিলেন]

অজাত। উত্তম; কাশ্যপ! তুমি উপস্থিত আর আমার সম্মুখীন হ'য়ো না; দুয়ের এক দিক হ'য়ে যাক্—কোশলেশ্বরের অনন্ত নিদ্রা, কিম্বা অজাতশত্রুর শরশয্যা।

[যুদ্ধ ও উভয়ের প্রস্থান।

কাশ্যপ। শান্তি—শান্তি—শান্তি।

[প্রস্থান।

অভ্র। [ক্ষিপ্তভাবে] পালিয়ে চল—পালিয়ে চল, সৈন্যগণ! ঘরে গিয়ে দেখ্‌বে চল—ঘর আছে না পুড়ে গেছে! স্ত্রী পুত্র জীবিত—না সর্পাঘাতে, বজ্রাঘাতে শেষ!

[সৈন্যগণ সহ মগধ প্রত্যাবর্ত্তন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল সান্নিধ্য শ্মশান।

মৃতসৎকারান্তে ভিক্ষুগণ ফিরিতেছিল।

ভিক্ষুগণ।—

গীত।

মানবের পরিণাম গাওরে শ্মশান।
কাল ঘুম ভাঙ্গিবে না তার—
বিনা তোমার বিষাণ।
কত স্থির যোগী ঋষি, কত বীর দশানন,
ও মরু জঠর তলে একাকারে অচেতন;
তোমার কোলেতে শুয়ে কত যে বারাঙ্গনা
তোমার কবলে লীন যতেক সাবিত্রী;
শিবাকুল পরিবৃত—তব তৃণ শয্যা
সাম্যের বিজয় নিশান।
জননীর শত ধারা ডুবায় ভস্ম দেহ
আকাশ ফাটায় সতী "ওগো আর নাই কেহ".
নীরব বধির তুমি, চির ধ্যান মগ্ন
সঙ্কেতে বল শুধু সকলই অনিত্য—
কি মহাসাধক তুমি, কি ধীর উদার তুমি
কি মহা কঠিন পাষাণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ শিখর।

[অজাতশত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় পতাকা হস্তে ক্ষেমাদেবী দাঁড়াইয়াছিলেন, নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য; দূরে মগধ সৈন্য সহ অভ্রনীল আসিতেছিল; ক্ষেমাদেবী অজাতশত্রুর প্রত্যাবর্ত্তন ভাবিয়া লোলুপ-দৃষ্টি বাঘিনীর ন্যায় ফিরিতেছিলেন।]

ক্ষেমা। আস্‌ছে—আস্‌ছে! মগধ সৈন্যই বটে! ঐ নীল উষ্ণীষ-ধারী পদাতিকের দল! ঐ সূর্য্যাঙ্কিত নিশান হস্তে অশ্বারোহী শ্রেণী,—মগধ সৈন্যই বটে! এস, এস অজাতশত্রু! আমি তোমার জন্য জাল রচনা ক'রে রেখেছি; কাশী, কৌশাম্বী, কনোজ—তিন শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—তোমার আগমন প্রতীক্ষায়! [উচ্চকণ্ঠে শিখর নিম্নস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রতি] সৈন্যাধ্যক্ষগণ! মগধ-বাহিনী নিয়ে অজাতশত্রুই বটে! প্রস্তুত হও; যুদ্ধের জন্য নয়—হত্যাকাণ্ডের জন্য। নীতি নাই, শৃঙ্খলা নাই,—হত্যা; নিরস্ত্র, আত্ম-সমর্পণ—কিছু বিচার নাই—রক্তস্রোত; স্নেহ নাই, দয়া নাই,—প্রতিশোধ।

অজাতশত্রুর অকল্যাণ ভয়ে আলুলায়িত কুন্তলা
বেণুদেবী উপস্থিত হইলেন।

বেণু। রাক্ষসী! পিশাচী! প্রতিশোধ নিবি? আমায় হত্যা কর, আমার রক্ত আগে দেখ।

ক্ষেমা। ও প্রতিশোধে আমার শয্যা-কণ্টক যাবে না, বেণু! হত্যা করবো না তোমায়, তিলে তিলে দ'গ্ধে মার্‌বো; রক্ত দেখবো কি? দেখ্‌বো—তোমার লোলুপ চক্ষে অশ্রুর বন্যা।

বেণু। অশ্রু নাই—অশ্রু নাই,—কি দেখ্‌বি, যাদুকরী! তোর যাদুদণ্ড স্পর্শে—নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের কোমলতা, নারীর বৃত্তি সব শুক্‌নো কাঠ হ'য়ে গেছে।

ক্ষেমা। ঠিক হয়েছে! আমিও দানবী, তুইও নাগিনী—আর কেন তবে গা-ঢাকা দিয়ে আড়ালে আড়ালে ফিরিস? আয় দুজনে সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াই—পিসী আর ভাই ঝি, অগ্নিবাণ আর বরুণাস্ত্র; মগধের মাটি চ'ষে দিই।

বেণু। তুই একাই পার্‌বি—একাই পার্‌বি, সর্ব্বনাশী। মগধ-রাজ্য তলিয়ে দিতে আর কারও সাহায্যের দরকার হবে না;—প্রতিহিংসা সাধন, আর আত্মহত্যা—এক সঙ্গে তুই একাই পার্‌বি; ঘর জ্বালিয়ে আগুন পোহানো তোতেই সম্ভব।

ক্ষেমা। চুপ—চুপ, জিব খ'সে যাবে! ঘর জ্বালিয়ে আগুন পোহান' তোদের—আমার নয়। আমি ত এসেছি শীতের কামোড়ে জড় সড় হ'য়ে সেই পোড়া ঘরের ছাই মাখতে। সুখের পায়রা তোমরা—স'রে পড়্‌লে —পড়ো ভিটের ঘুঘু আমি, ডাকবো না? [উদ্দেশে] সৈন্যগণ! সতর্ক হও! শত্রু নিকটে!

বেণু। রক্ষা কর—রক্ষা কর, রাক্ষসী। আমি তোর কোন দোষ করি নাই—আমার মুখ পানে চা; মনে করে দেখ্‌ আমি তোর কে?

ক্ষেমা। তুমি আমার ভাইঝি, তুমি আমার বড় আদরের; তোমার মুখ পানে চাইবো বই কি! তোমার সাদা সিঁথী আমি রক্ত দিয়ে রঙিয়ে রাখ্‌বো, তোমার শীর্ণ গলা জড়িয়ে মলিন মুখে মা হ'য়ে চুমো খাব'; তোমার বিরহ যন্ত্রণা—আমি যেথা পাই—বিশ্ব-প্রেম এনে ভুলিয়ে দেব; আর কি চাও? [উদ্দেশে] সৈন্যগণ—

বেণু। একটা দিন—একটা দিন, মায়াবিনী! এই একটা দিনের

মত তাঁকে ঘরে আস্‌তে দে, আমাকে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াতে দে, আমি যেমন ক'রে পারি তাঁর হাত ধ'রে—বনে, গিরি গুহায়, যেখানে হোক্ তোর নিশ্বাস হ'তে দূরে, বহুদূরে টেনে নিয়ে যাব।

ক্ষেমা। আমারও এই একটা দিন—একটা দিন, বেণু! একটা দিনের জন্য আমি তাকে গৃহ-ছাড়া, বিতাড়িত, পথের ভিখারী করি, তারপর আর কাকেও কোথাও যেতে হবে না—অবরুদ্ধ স্বামীর পাশে ব'সে আমি সারাজীবন অন্ধকূপেই কাটাব। [উদ্দেশে] সৈন্যগণ। ঝাঁপ দাও।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয় মগধেশ্বরী ক্ষেমাদেবীর জয়।

[মগধ সৈন্যের উপর ঝম্প প্রদান]

মগধ সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] সেনাপতি! হুকুম দাও—হুকুমদাও।

অভ্রনীল। [নেপথ্যে] দাঁড়িয়ে মর—দাঁড়িয়ে মর, অভিশপ্তগণ! অস্ত্র ধ'রো না, ঠিক কোশলের মত দাঁড়িয়ে মর।

বেণু। ওঃ [উচ্চকণ্ঠে] উদয়! উদয়!

উদয় ছুটিয়া আসিতেছিলেন, উষাদেবী তাঁহার হাত ধরিয়া পশ্চাতে টানিতেছিল।

উদয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, উষা! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—পিতামহীর ষড়যন্ত্র-জালের মোহন বয়ন তুমি; তুমি আমায় একেবারে হস্তগত করতে পার নাই, স্বামী সেবার ভাণে—বিলাসিতায় ডুবিয়ে, ধীরে ধীরে গ্রাস কর্‌ছো! ছেড়ে দাও! [উষার হাত ছাড়াইয়া ক্ষেমার সম্মুখীন হইয়া] পিতামহী! এ কি?

ক্ষেমা। [কঠোর কণ্ঠে] প্রতিশোধ!

উদয়। এ প্রতিশোধ কি আমার পিতামহের ইচ্ছা?

ক্ষেমা। ষোল আনা না হ'লেও অর্দ্ধেক রকম বটে।

উদয়। অর্দ্ধেক রকম!

ক্ষেমা। আমার ইচ্ছা—আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী।

উদয়। কখনও না—কখনও না; তুমি তাঁর—তুমি তাঁর—[রূঢ়ভাষা বলিতে গিয়া সংযত ভাবে] পিতামহী! আমার সন্দেহ হয়েছে,—তুমি প্রমাণ দিতে পার—মহারাজ বিম্বাসারের সঙ্গে তোমার যথারীতি বিবাহ হয়েছিল?

ক্ষেমা। [সক্রোধে] উদয়—

উদয়। চোখ রাঙাচ্ছ কাকে, পিতামহী! আমি মহারাজ বিম্বাসারের পৌত্র—বিচার করবো; প্রমাণ দাও— তুমি মহারাজ বিম্বাসারের বিবাহিত; নতুবা তোমার এ ইচ্ছা টিকবে না!

ক্ষেমা। আমার প্রমাণ? [বেণুদেবীর প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশে] ঐ তোর সামনে; স্বামীর জন্য কি কর্‌ছে দেখ। বেনুদেবী তোর মা!

উদয়। আমার মায়ের প্রমাণেই ত তোমার মাথা খাওয়া যাচ্ছে, মায়াবিনী! তুমি কখনও মহারাজ বিম্বাসারের বিবাহিতা নও। আমার মা যথার্থই স্বামীর স্ত্রী, সহধর্ম্মিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী; পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দূরে থাক, পাছে সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ ওঠে, সেই ভয়ে শান্তিময়ীর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই। পিতামহী! আমার মায়ের দৃষ্টান্তে তুমি মহারাজ বিম্বাসারকে স্বামী প্রমাণ করাবে? তাঁর সহধর্ম্মিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী হবে? তোমার কর্ম্ম দেখ! দেখ·· নিম্নে কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! মহারাজ বিম্বাসারের আজ্ঞাতসারে তাঁর বুকের ওপর কি ভীষণ দানবী-তাণ্ডব! কি খরস্রোতে নর-রক্তধারা! পিতামহী! এই তোমার পাতিব্রত্য? এই তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী?

সৈন্যগণ। [মগধসেনা ধ্বংস করিয়া নেপথ্যে] জয় মগধেশ্বরী ক্ষেমা-দেবীর জয়।

উদয়। [উদ্‌ভ্রান্তবৎ] মগধ ধ্বংস! মগধ ধ্বংস! ও হো-হো মহারাজ বিম্বসারের পূজার বিগ্রহ, বুকের হাড় চুর্ণ! বিম্বাসার মহিষী! কি কর্‌লে? কি কর্‌লে?

রক্তাক্ত কলেবরে আসন্ন-মৃত্যু অভ্রনীল উপস্থিত।

অভ্র। ঠিক করেছে, কুমার! ঠিক করেছে! মহারাজ বিম্বাসারের মগধ ধ্বংস হয় নাই, ধ্বংস হয়েছে—মগধের মাংসাশী কুকুরের দল; ধ্বংস হয়েছে—মগধরাজ্যের পাপ। ঠিক হয়েছে কুমার! কোশল ধ্বংস কি ভাবে ক'রে এসেছি তোমরা জান না; সে কি উদাস আত্মবলি! সে কি নির্ম্মম বজ্রাঘাত! সে কি অকথ্য মহাপাপ! ঠিক হয়েছে, আমি দুর্ভাবনায় ছিলাম—এর ফল কত দূরে? নিশ্চিন্ত; প্রকৃতির পরিশোধ হাতে হাতেই। বাহবা মার! বাহবা শাস্তি! বাহবা প্রায়শ্চিত্ত! বিদায় [গমনোদ্যত]

উদয় পিতা কই, সেনাপতি! আমার পিতা?

অভ্র। তিনি কোশলে; মহারাজ প্রসেনজিতের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে।

[প্রস্থান।

বেণু। উদয়! আর না; সুখে থাক তোমরা; আমি চল্লুম বাবা! কোশল আমার পিতৃভূমি, সেইখানেই আমার সমাধি।

[প্রস্থান।

উদয়। মা! মা!

[পশ্চাদ্ধাবন

ক্ষেমা। [ঊষাকে ধরিয়া অনুতপ্তভাবে] কি করলাম, ঊষা! কি করলাম! সত্যই কি তবে আমি মহারাজ বিম্বাসারের বিবাহিতা নই?

ঊষা। কে বল্লে মা! তুমি মহারাজ বিম্বাসারের সহধর্ম্মিনী না হ'তে পার, মহাশক্তি নিশ্চয়ই। আমার বিচারে—পতি-পরায়ণতায় তুমি

বেণুদেবী হ'তে কোন অংশে কম নও; বেণুদেবীর স্বামীভক্তি—নীরব, মন্থর; তোমার পাতিব্রত্য অবাধ, উদ্দাম। বেণুদেবী সহিষ্ণুতাময়ী রামচন্দ্রের সীতা, তুমিও রণরঙ্গিণী দেবাদিদেবের দুর্গা।

ক্ষেমা। চ' তবে উষা! আমাকেও কোশলে নিয়ে চ'; কোশল আমারও পিতৃভূমি, আমারও সমাধি সেই মাটীতেই।

[উষাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ।

অজাত। সন্ধি করুন—সন্ধি করুন কোশলেশ্বর!

প্রসেন। পরাজয় স্বীকার কর; পাপের ক্ষমা চাও, অজাতশত্রু।

অজাত। কোশলেশ্বর! আমি কি নিজের অক্ষমতার জন্য সন্ধির প্রস্তাব কর্‌ছি—বুঝলেন?

প্রসেন। অজাতশত্রু! আমিও কি আপনার বিজয় গৌরবের স্বার্থে তোমায় অনুতপ্ত, অবনত হ'তে বল্‌ছি—তোমার ধারণা?

অজাত। সন্ধি করুন, সন্ধি করুন।

প্রসেন। পরাজয় মান, অধর্ম্মের দায়ী হও।

অজাত। আমি এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্মভেদ কর্‌তে পারি নাই, কোশলেশ্বর! পরাজয় মান্‌বো কি?

প্রসেন। আমিও এখনও আপনাকে ততটা অক্ষম বুঝ্‌তে পারি নাই, অজাতশত্রু! সন্ধি কর্‌বো কি?

অজাত। থাক্ ; আমারও সন্ধির প্রস্তাব বাতুলতা, আপনারও ধর্ম্ম দেখানো স্বপ্ন ; তবে যুদ্ধই যখন নিশ্চিত, একটা কথা—আপনার অবর্ত্তমানে আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে ?

প্রসেন। কেন, আমার পুত্র।

অজাত। পুত্র ত অবরুদ্ধ ; আপনারই দ্বারা ; নির্দ্দোষী হ'লেও সাধারণ প্রজায় সে বিচার করতে যাবে না ; তারা দেখ্‌বে—আপনার দণ্ডিত। আপনি একটা লিখে দেন—সে নিরপরাধ, কোশলরাজ্য তারই !

প্রসেন। ভাল কথা ; তা'হ'লে আমারও জেনে নেওয়া দরকার—মগধরাজ্য কার ? যুদ্ধে যে আমারই পতন হবে—তার এমন কি কথা ?

অজাত। বল্‌তে পারেন। মগধ-রাজ্য মহারাজ বিম্বাসারের ; আমি রাজ্য কর্‌তে নামি নাই—ধর্ম্ম দেখতে দাঁড়িয়েছি।

প্রসেন। তুমিও লিখে দাও ; কেন না মগধ-প্রজাদের মধ্যেও মতদ্বৈধ ঘট্‌তে পারে—ধর্ম্ম দেখাবার জন্য হ'লেও, বহুদিন তিনি অধিকার-চ্যুত হ'য়ে আছেন।

অজাত। উত্তম—আমি স্বীকার।

প্রসেন। কিসে লেখা হবে ?

অজাত। বৃক্ষপত্রে, বক্ষের রক্তে, অসির অগ্রভাগে।

প্রসেন। উত্তম।

মগধ দূত উপস্থিত হইল।

মগধ দূত। [অজাতশত্রুকে অভিবাদন করিয়া] মহারাজ !

অজাত। কি ?

দূত। মগধ হ'তে আস্‌ছি—

অজাত। সংবাদ ?

দূত। মহারাজ বিম্বাসারের নির্ব্বাণ হয়েছে।

অজাত। [ক্ষণেক বিচলিত হইয়া] যাও, শব দেহ রক্ষা করগে।

[অভিবাদন পূর্ব্বক দূতের প্রস্থান।

প্রসেন। কর্‌লে কি ? কর্‌লে কি অজাতশত্রু! বার্দ্ধক্যে কারামৃত্যু—জন্মদাতা পিতার ; তোমার ধর্ম্ম দেখা যে নরকের আগ্নেয় অক্ষরে অক্ষয় রইলো!

কোশল দূত উপস্থিত হইল।

কোঃ দূত। [প্রসেনজিৎকে অভিবাদন করিয়া] মহারাজ।

প্রসেন। কি সংবাদ ?

কোঃ দূত। যুবরাজ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছেন ;—আর তাঁকে অবরোধে রাখ্‌তে কেউ সাহস পেলে না।

প্রসেন। যাও, আর অবরোধের আবশ্যক নাই।

অজাত। কি কর্‌লেন ? আপনি কি কর্‌লেন কোশলেশ্বর। যৌবনে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত যোগী—ঔরসজাত-পুত্র! আমার কীর্ত্তি পিতার কারামৃত্যু ; আপনার কীর্ত্তি যে পুত্রের জীবন্মৃত্যু!

প্রসেন। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, অজাতশত্রু! আর লেখালেখির প্রয়োজন নাই ; আমি এবার শৃঙ্খলবিহীন মুক্ত।

অজাত। এবার তা'হ'লে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হোক, কোশলেশ্বর! আমিও সর্ব্বমায়াতীত—জাগ্রত। আপনিও ভুলে যান—মগধ কুমার আপনার জামাতা, আমিও বিস্মৃত হই—কোশলেশ্বর আমার কন্যাদাতা ; আপনি প্রসেনজিৎ—আমি অজাতশত্রু। [অস্ত্র ধরিলেন]

প্রসেন। আমি ধর্ম্ম—তুমি পাপ। [যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন]

অজাত। ধ্বংস কর্‌লাম—ধর্ম্ম! [অস্ত্রাঘাত]

প্রসেন। [প্রতিঘাতে বাধা দিয়া] ধর্ম্ম অবিনশ্বর।

অজাত। [কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া] শেষ তোমার—ধর্ম্ম ! [অস্ত্রাঘাত]

প্রসেন। [প্রতিঘাতে ব্যর্থ করিয়া] ধর্ম্মই ঈশ্বর, অনাদি, অশেষ।

অজাত। [কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া] তবে প্রত্যক্ষ কর, বিশ্ব ! জ্ঞানচক্ষে দেখ, জগত ! অণু পরমাণুতে অনুভব কর, সৃষ্টি—ধর্ম্ম নাই। [বর্শা লক্ষ্য করিলে।]

ঠিক এই সময়ে বেণুদেবী ছুটিয়া আসিয়া প্রসেনকে সস্নেহে বেষ্টন করিলেন।

বেণু। বাবা—বাবা ! [অজাতশত্রুর প্রক্ষিপ্ত বর্শা তাঁহার পৃষ্ঠ ভেদ করিল] উঃ—[পতন]

প্রসেন। মা ! মা ! কি করলি ? কি করলি [বেণুর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া পড়িলেন]

সশস্ত্র উদয় উপস্থিত হইলেন।

উদয়। কে ! কে আমার মাতৃহত্যা করলে ? কুসুম-দামে এ ভীষণ বজ্র নিক্ষেপ কার ? কে সে অবিচারী, নিষ্ঠুর, ক্রুর জল্লাদ ? [অজাতশত্রুকে অপ্রতিভ দেখিয়া] পিতা ! পিতা ! এ কীর্ত্তি তোমার ? এই অন্ধ ভল্লাঘাত ? মাতৃপ্রাণ বালকের এই মঙ্গল-স্তম্ভ ধ্বংস ? ওঃ—মূর্খ আমি—কেন পিতামহীর পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলাম ! [ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া] না—সে ত্রুটী আমি সংশোধন করবো—উজ্জ্বল ভাবে। আমি আমার মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেব ; পিতা, দেবতা, মহাগুরু, যেই হোক সে। মুছে যাও—পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ নীতিশ্লোক—দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কলঙ্কিত স্মৃতি হ'তে ; প্রত্যক্ষ কর, বিশ্ব ! প্রত্যক্ষ কর, জাগত ! প্রত্যক্ষ কর সৃষ্টি—ধর্ম্ম আছে; ধর্ম্ম এই—পিতৃ-অবরোধীর পুত্র—পিতৃঘাতী। [অজাতশত্রুর প্রতি বর্শা লক্ষ্য করিলেন]

ঠিক এই সময়ে ক্ষেমাদেবী ছুটিয়া আসিয়া অজাত-
শত্রুকে সস্নেহে বেষ্টন করিলেন।

ক্ষেমা। পুত্র! পুত্র! [উদয়ের প্রক্ষিপ্ত বর্শা তাঁহার পৃষ্ঠ ভেদ করিল] উঃ—[পতন]

উষাদেবী ছুটিয়া আসিল।

উষা। মা! মা! কি করলে? কি করলে? [ক্ষেমার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া পড়িল]

ক্ষেমা। [জড়িত কণ্ঠে] বেণু!

বেণু। [রুদ্ধ কণ্ঠে] মা!

ক্ষেমা। তোমারও যে গতি, আমারও তাই; একই নারী-ধর্ম্ম আমাদের।

বেণু। চল মা, একসঙ্গে; যেথায় হোক্—এক লোকে।

উভয়ে। ওঃ—[মৃত্যু]

প্রসেন ও উষা। [উভয়ের বক্ষে পড়িয়া] মা! মা!

অজাত। [রাক্ষসের ন্যায়] ধর্ম্ম কই? ধর্ম্ম কই? ধর্ম্ম—অধর্ম্মের নামান্তর। দুর্য্যোধন মিত্রঘাতী, যুধিষ্ঠিরও জ্ঞাতিহন্তা। সমান, সমান—ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য—সব এক তুলা দণ্ডে। উদয়! পুত্র! ধর্ম্ম দেখাতে এসেছিস? কই ধর্ম্ম? কোথা ধর্ম্ম? তুইও যে, আমিও সে; আমি তোর মাতৃঘাতী, তুইও আমার মাতৃহন্তা। আয় তোতে আমাতেই সন্ধি করি, ধর্ম্ম-অধর্ম্মে আলিঙ্গন করি; সে আলিঙ্গন নয়,—তুইও বর্শা ধর আমিও ভল্ল ধরি; তুই আমার বুক লক্ষ্য কর, আমিও তোর বুক লক্ষ্য করি; আমিও যাই, তুইও চ'; একস্থলে—একসঙ্গে—এক তালে। [ভল্ল ধরিলেন]

উদয়। সেই ভাল—সেই ভাল, পিতা! তা ছাড়া আর এ আগুন নেভাবার দ্বিতীয় উপায় নাই। এ যজ্ঞ জ্বলেছে—পিতা-পুত্রের প্রতি-যোগিতায়, নির্ব্বাণ হোক্ পিতা-পুত্রেরই রক্তে। যার যেমনি প্রস্তাবনা, তার তেমনি উপসংহার। [ভল্ল ধরিলেন]

অজাত। প্রস্তুত?

উদয়। প্রস্তুত।

অজাত। ছাড়।

[উভয়ের প্রতি উভয়ের ভল্ল নিক্ষেপ]

ঠিক এই সময়ে কাশ্যপ মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িলেন, উভয় ভল্ল তাঁহার বক্ষেই বিদ্ধ হইল।

কাশ্যপ। শান্তি—শান্তি।

ভিক্ষুগণ ছুটিয়া আসিল।

ভিক্ষুগণ। প্রভু! প্রভু!

কাশ্যপ। শান্তি। [নির্ব্বাণ]

ভিক্ষুগণ।—

গীত।

শেষ—শেষ—শেষ।
জীবন ক্ষণ জলবিম্ব বিশেষ।
নির্ব্বাণ হ'লো দীপ দিনদেব গেল নেমে,
নীরব মন্দির, শঙ্খ গেলরে থেমে,—
রহিল প্রেমের অনুভূতিময় মূর্চ্ছনা,
রহিল নিত্য আত্মত্যাগের উপদেশ।

যবনিকা